সিংহল-বিজয়

কাব্য।

OR

THE CONQUEST OF CEYLON

BY

VIJAYA A PRINCE OF BENGAL

AN EPIC POEM.

শ্রী শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত।

সম্বৎ ১৯৩১।

CALCUTTA

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS
115, AMHERST STREET
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
NO. 30 BECHOO CHATTERJEE'S STREET
1875

ভূমিকা।
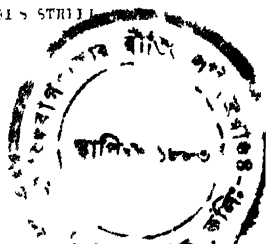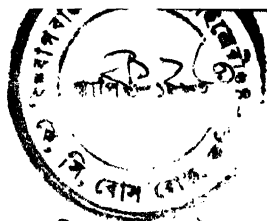
বর্ত্তমান কালে বঙ্গের দুরবস্থা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, হীনবীর্য্য বঙ্গসন্তানগণ কোন কালেই যুদ্ধ-বিগ্রহাদি কার্য্যে সংসক্ত হয়েন নাই এবং হইবেনও না। ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞেয় গর্ভে যে কি অন্তর্নিহিত আছে তাহার পরিজ্ঞান মানব-বুদ্ধির অতীত; কিন্তু অতীত কালের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে পারিলে যে উপরোক্ত মতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আহ্লাদের বিষয় এই, অধুনা অনেকেই চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এতৎ-সংক্রান্ত বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাঠক! ইহাই আমার উপস্থিত কাব্য-রচনার উত্তেজক। বঙ্গ-রাজকুমার বিজয় ৫৪৩ পূঃ খৃঃ সাত-শতমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন—ইহা স্বদেশ-গৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে! তদ্বিবরণ বর্ণনই আমার কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই—"মহাবংশ" লিখিত সংক্ষিপ্ত মূলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমার এই গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়াছে; ঐতিহাসিক প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে

হইলে কেবল বিড়ম্বনারই জন্ম হইত, বোধ হয় কপর্দ্দক ব্যয় স্বীকার করিয়াও কেহ ইহাতে আসক্ত হইতেন না; কিন্তু সামান্য বর্ণনাও কাব্যে অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হইয় থাকে বলিয়াই, আমি এই পথে পদার্পণ করিয়াছি।

তবে কি আমি এক জন কবি? আমার পূর্ব্ব কথায় রসিক পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। আমি কবি হই বা না হই, কবিতা-দেবীর মুগ্ধকরী মোহিনী-শক্তি-বলে মাতৃভক্ত ভ্রাতৃবর্গ, জননীর বিজয়-ঘোষণায় মোহিত হইতে পারেন! তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে যদি, পাঠক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কবি বলিতে চাহেন বলুন, অথবা প্রলাপজ্ঞানে বাতুল বলুন তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ হীনবীর্য্য বঙ্গ-সন্তানগণকে বীর-রসাস্বাদনে উত্তেজিত করা বাতুলেরই কার্য্য!!

সিমুলিয়া ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
২৯ মাঘ। সম্বৎ ১৯৩১

গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

এই কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে "ভার্গব সৌদামিনী, প্রভাবতী, মন্ত্রী, জয়সেন, বিরূপাক্ষ এব বিশালাক্ষ এই কয়জন ব্যতীত আর সকলই ঐতিহাসিক

সিংহল-বিজয় কাব্য।

প্রথম সর্গ।

ওমা বাক্য প্রসবিনি, কল্যাণ দায়িনি
বাণি, উর গো মা আজি এ মূঢ়ের চিত্ত-
সিংহাসনে ! শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাস
গাইবে গো, বঙ্গ রবি, হে ভারতি, যবে
উজলিল লঙ্কাদ্বীপ—নবগীত, মাতি
নব রসে। কি ভয় অভয়ে, যারে তুমি,
ভাব প্রদায়িনি, কর দয়া—কে ডরে মা
ভাবার্ণবে হইলে সুকাণ্ডারী তারিণী!—
আরো ভিক্ষা মাগে দাস, তরুণী কল্পনা,
তব দাসী, বিমোহিত যার মায়া জালে
ত্রিভুবন—কুহকিনী, কনক বরণী।
তাঁরে লয়ে এস দেবী, আবর আমায়
দিয়া পদ ছায়া, মহানন্দে গো জননি,
করি আমি জন্মভূমি-গৌরব কীর্ত্তন !

নমি পদে, শ্রীমধুসূদন! অবগাহি
সুখাত সলিলে তব, পরম নির্ভয়ে
হংস যথা, মানস সরসে! মোরে দেহ

বর; হাসিতে হাসিতে ভাসি যেন দেব,
মধু কবিতা সাগর-তরঙ্গ মাঝারে!
  যথা লোকালোক(১) পারে বসেন বিধাতা,
এড়াইয়ে ভূমি স্বর্ণময়, শচী সহ
উতরিল আসি দেব ত্রিদিব ঈশ্বর,
দেবেন্দ্র সুধীর। মৃদু মরাল গমনে
পশিলা দেব দম্পতী বিষ্ণুর সম্মুখে;
পারিজাত পুষ্প মালা, পূর্ণ সুসৌরভ,
নমিয়া অর্পিলা দোঁহে শ্রীহরি চরণে,—
শোভিলা শ্রীপাদ পদ্ম আহা মরি, মরি!
পূর্ণ শশধর যথা, তারা হার মাঝে।
  আশীষি দেবেরে, দেব হাসিয়া কহিলা—
উজলিল ত্রিভুবন; সপ্তসুর হ'য়ে
মূর্ত্তিমান, বহিলা সে সুস্বর হিল্লোল
দশ দিকে; করিল পীযূষ পান দেব
পুরন্দর সহ শচী;—"আছি জ্ঞাত আমি,
যেহেতু আইলে এথা নমুচি-সূদন!
ভুঞ্জিয়াছ, বলি! ত্রেতাযুগে মহাক্লেশ,
দুর্ব্বার রাবণ হ'তে;—দুষ্ট যক্ষদল
এবে আচরিছে তথা কদাচার; নারে
মহী সে ভার বহিতে;—তাই দুঃখী তুমি

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে লোকালোক পর্ব্বত শ্রেণী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃসীমা। মুসলমানেরা উক্ত পর্ব্বতকে "কাফ্" ও প্রাচীন ইউরোপীয়েরা আট্‌লাস কহে।

স্মরি সেই পাপ স্রোতঃ বসুধার সহ,—
মহৎ যে জন সেই কান্দে পর লাগি।
আরো তুষ্ট আমি সাক্যের তপঃ প্রভাবে ;
চীন, লঙ্কা, ব্রহ্ম আদি দেশে সে কারণ,
শোভিবে বৌদ্ধ পতাকা, আমার ইচ্ছায় ;
বহুকাল থাকিবে তোমরা সদা সুখে,
বিস্তারি বিক্রম ভারত উপরে পুনঃ—
অতএব সবে মিলি সাধ হিত। এবে
শ্বেতদ্বীপ(১) শৃঙ্গে যথা, দেবী সরস্বতী
বিহরিছে শত দলে মনের উল্লাসে,
যাও তথা ; তাঁর সহ করিয়ে মন্ত্রণা
স্বর্ণ লঙ্কাধামে আশু, করহ প্রেরণ
কুমার বিজয়ে, বঙ্গাধিপাত্মজ বীর ;
অপর করিব আমি যে হয় বিধান"।
নীরবিলা দেব দেব, অমৃত বর্ষিয়া !
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে তবে মহেশ চরণে,
শূন্য মার্গে চলে আখণ্ডল, ফুল্ল স্বর্ণ-
ফুল-দল-সম শচী দেবী সহ, দিব্য
ব্যোম যানে—উদিল অরুণ যেন নীল
গগণে ! কতক্ষণে শ্বেত শৃঙ্গ দিলেক
দর্শন, কিবা রজতের কান্তি ! হায় রে,
যূথপতি ঐরাবত, ম্লান বপু তব

---

(১) "শ্বেতদ্বীপ" মৎস্য পুরাণে ইহাকে অস্তগিরি ও রজতো-মহান বলিয়া উল্লেখ করে।

তার কাছে!—অদূরে শোভিছে প্রবাহিনী,
পবিত্র সলিলা; কত শত প্রস্রবণ
বরিষিছে মুক্তা রাশি কে পারে গণিতে;
শ্বেতাম্বুজ শতদল, দলে দলে জলে,
ভাসিছে হিল্লোলে, তাহে পূর্ণ শশি সম,
শোভিছেন দেবী শ্বেতাঙ্গিনী বীণাপাণি!
নিরখিয়ে পৌলোমী দেবেন্দ্রে, হাসিয়ে কহিলা
মাতা—“জানিয়াছি সব ধাতার ইচ্ছায়
হে দেব ঈশ্বর! এবে যাও তুমি সুখে
নিজ স্থানে, সাধিব এ কার্য্য অবিলম্বে
আমি। অনুষ্ঠিবে অত্যাচার সিংহবাহু
সুত;—বারে বারে নিষেধিবে নৃপমনি;
না শুনিবে বিজয় কেশরী, মম মায়া
বলে;—ত্যজিবে ভূপতি কোপে প্রাণ পুত্র
বরে। তার পর, লইবে তাহারে তুমি
সিন্ধু পারে, লঙ্কাধামে যক্ষ দল মাঝে।”
এতেক কহিয়া, ল'য়ে রজত কমল
করে, শচী কবরীতে সোহাগে রাখিল
দেবী, আশীষি তাঁহারে; কিবা শোভা তার!
ভাতিলা স্থিরাদামিনী নবঘন কোলে!
হৃষ্ট মনে দেবরাজ দেবরাণী সহ,
নমি পদে গেলা চলি আপন আলয়ে।

অস্তাচলে যায় রবি লোহিত বরণ,
কিন্তু ম্লান অতি, কমল বিচ্ছেদে বুঝি;

হাসিয়া পশ্চিম দিক্ কহিলা তাঁহারে—
" চির সুখী নহে কেহ এ মহীমণ্ডলে ! "
স্থানে স্থানে মেঘ দল সুবর্ণে মণ্ডিত,
শোভাময়, বিমোহিলা ক্লান্ত জীবকুলে ;—
স্রোতস্বতি নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথী
ধরিলা সে ছবি দেবী আপন হৃদয়ে ;
বৈরীভাব ত্যজি তথা দেব প্রভঞ্জন,
চুম্বি ঘন ঘন মৃদুভাবে, আন্দোলিলা
নদী হৃদি, সুচারু হিল্লোলে, হায়, যথা,
নব প্রণয়িণী হিয়া, হেরি প্রাণপতি, বহু
দিনান্তরে ! মহানন্দে পাখী কুল পিয়ে
স্নিগ্ধ বারি, কুলায়ের অভিমুখে ধায়
হৃষ্ট মনে, সহ প্রিয়জন। কমলিনী,
শিলীমুখ ধাত্রী, ক্লান্তা একে ভৃঙ্গবরে
করি স্তন্য দান—এবে পতির বিরহে
মুদিলেন অভিমানে সতী। ফুটিল যে
কতশত ফুল কে পারে গণিতে—মরি
কিবা শোভা তার ! সুসৌরভে ধরাধাম
পূর্ণ একেবারে ; গন্ধবহ ভারাক্রান্ত,
তাই মৃদু মন্দ ভাবে, করিছে গমন !
এ হেন সময়ে তথা বিজয় কুমার
জাহ্নবীর তটে বীর আসি উপস্থিত,
সেবিতে সুসেব্য বায়ু—নন্দন কাননে
যথা, মন্দাকিনী কূলে বিজয়ী বাসব,

মদন মোহন রূপে। পাইয়ে সময়—
সৌদামিনী (১) সুপূর্ণা যৌবনা, বারাঙ্গনা—
আনিলেন, তারে তথা দেবী সরস্বতী
পুরাইতে বাসব বাসনা; উদি হৃদে
তার। অনুপম রূপে তার উজলিল
কুঞ্জবন, উজ্জ্বল কিরণে; আঁখি দুটী
ত্রস্তগতি, চঞ্চল খঞ্জন সম, দিক
দশে চমকিলা; পীন পয়োধর দ্বয়,
হৃদি সরসে ভাসিছে, যমজ কমল
সম; কিবা সুঠাম নিতম্ব দুলিতেছে
কুঞ্জর গমনে—তাহে খেলিছে মেখলা
নির্ঝর যেমতি, শৈলবর-দেহ মাঝে,—
নয়ন আনন্দপ্রদ! এ চারু ষোড়শী
লাগিল তুলিতে ফুলচয়, সমুল্লাসে—
কিবা শোভা হইল তখন—নৈশাকাশে
যথা, ব্যোমযান উদ্দীপ্ত আগুণে, তারা-
দল লাগিল চুম্বিতে! হেরিল বিজয়
তায়, লৌহ খণ্ডে চুম্বক যেমতি, করে
আকর্ষণ, আকর্ষিল যুবতী যুবকে;
হায় রে, পতঙ্গ ধায় পুড়িয়া মরিতে!
চতুরা অঙ্গণা বুঝিয়া মনেতে, ধনী

---

(১) সৌদামিনীর উপাখ্যানটী কল্পিত। মহাবংশে ইহার কিছুই নাই; তাহাতে বিজয়কে যথেচ্ছাচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, এই মাত্র।

খেলিলা চাতুরি—কপট লজ্জার ছলে
আবরিলা প্রফুল্ল আনন, মৃদু হাসি—
খেলিয়া চপলা যথা, লুকাল মেঘেতে!
সম্মোহন ফুল শর পশিল হৃদয়ে—
কুমার জ্বলিয়া তায়, কহিলা ত্যজিয়া
লাজ ভয়ে—"একাকিনী এ সুরম্য বনে
কেন আজি সুলোচনে, সুচারু হাসিনি,
এই সুসময়ে, মোরে কহ শশিমুখি!
কোন্ দেব তোমার বিরহে, কোন্ পাপে
ভাসিছে দুঃখ সাগরে? কোন্ গৃহদ্বীপ
শূন্য করিয়াছ তুমি? নাশিবারে দাসে,
কি মায়া পাতি করিছ ছলনা? নহেত
কোন দোষে দোষি তব পদে দাস,
সুবদনে, পরিচয়ে জুড়াও পরাণ!
তৃষিত চকোরে তোষ বাক্য সুধাদানে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ এই মম পণ!"
শুনি, চিন্তিলা রূপসী ক্ষণকাল, মৌন
ভাবে—আহা মরি! (পদ্মাসনা বাক্‌বাণী
হৃদয় কমলে তার, বসিল তখনি,
ভাব গঠাইতে) দশনে অধর চাপি—
বিম্বফলে শোভিলা মুকুতা যেন!—"রাজ-
পুত্র, আহা রমণী বল্লভ, রতিপতি
রূপে; এ যে দেখি বন্দি আজ মম প্রেম
পাশে; অহো ভাগ্য মম!—কিন্তু যথা, পশু-

রাজ, করিয়ে বিচ্ছিন্ন ব্যাধ-জাল বাহু-
বলে, ধায় নিজ পথে ; এ নৃপতনয়
সেইরূপ অর্থবলে, ছেদি মম প্রেম
ফাঁস, নারীরত্ন কত পারেন লভিতে ;—
নাহিক অসাধ্য কিছু জগতে ইহাঁর !
অতএব বুঝিব ইহাঁর মন। অহো !
জানি আমি এই সিংহপুরে (১) প্রভাবতী
নামে আছে বণিক দুহিতা অনুরূপ
রূপের আমার—ঠিক্ যমজা যেমতি,
একই বয়স ! নবাগতা আমি এথা,
নাহি চিনে কেহ মোরে ;—তাঁর পরিচয়ে
তবে লভিব ইহাঁরে। বণিকের দাসী
হয় মম সহচরী ;—সাধিব এ কার্য্য
আমি তার বুদ্ধিবলে—কারে নাহি চাই !
যবে প্রভাবতী লাগি অধৈর্য্য হইয়া
ভ্রমিবে কুমার, পদানত লব করি।"
মনে মনে লক্ষ্যভাগ করিল সুন্দরী !
অধৈর্য্য নাগর, দেখ হেথা, মন্মথের
অব্যর্থ সন্ধানে। না পেয়ে উত্তর তার
কহিলেন পুনঃ—"কহ অবিলম্বে প্রিয়ে
বিলম্ব না সয়, বাঁচাবে, মারিবে কিবা,
আশ্রিত এ জনে, কৃপা করি এ অধীনে !

(১) সিংহপুর লাল প্রদেশের রাজধানী, বঙ্গ ও মগধ দেশের মধ্যস্থিত।

মৃদু বীণাস্বরে, ঈষৎ তুলি আনন,
কহিলা মনোমোহিনী মোহিয়া মোহনে—
"এ কথা কি সাজে, ওহে রমণীভূষণ!
নৃপতি নন্দন তুমি—দাসী আমি তব—
নহি দেবী বা অপ্সরা—তব প্রজা, বাস
মম এইত নগরে—ভার্গব বৈদেহ
সুতা নাম প্রভাবতী—শৈশব বিধবা
আমি চির বিরহিনী, নাহি জানি কভু
পুরুষ কেমন। ছাড় পথ রাজপুত্র
যাইব ভবনে।" উত্তরিলা নৃপাত্মজ—
"একি কথা অনুরূপ, সুন্দরি, তোমার?
নাহি জানি পঙ্কজের মাঝে কভু রহে
আশী-বিষ, বা দুগ্ধেতে গরল! কেমনে
মধু ভাষিণি, এ বাণী-অশনি আঘাতে,
চাহ বধিবারে পদাশ্রিত জনে! যদি
যাও হে চারু লোচনে, না আশ্বাসি মোরে;
ভাসাইব তব পদ, প্রতিজ্ঞা আমার,
এই হৃদি রক্তস্রোতে! যা হয় বিচারে
এবে"! এত বলি নিষ্কাসিলা অসি, স্বর্ণ
কোষ হতে, ভয়ঙ্কর। হাসিয়া ধরিল
হস্ত সুকোমল করে সৌদামিনী, অতি
মোহিনী ভঙ্গিতে;—শিহরিলা রাজপুত্র
স্পর্শ সুখ লাভে;—পড়িল কৃপাণ খসি,
না জানে কুমার, ভূমি পরে! কি বিষম

শত্রু তুই ওরে রে মন্মথ, এ ধরায় !
ভ্রষ্ট ধর্ম্মকর্ম্ম জীব, তোর পরাক্রমে—
কেন না মরিলি তুই, হর কোপানলে ?
পরে কহিলা যুবতী মধুমাখা স্বরে,
মধুকর গুঞ্জন যেমতি—“ সম্বর হে
গুণাকর নাগর কুলের শ্রেষ্ঠ ! একি
কাজ সাজে হে তোমায় ? চন্দ্র-নিভানন
হেরেছি যে ক্ষণে, কি ক্ষন সে ক্ষণ নাহি
জানি ; সে অবধি মাতিয়াছে মম মন—
মানে না বারণ, দুর্ব্বার বারণ সম ;—
ত্যজি লাজ, কামিনী প্রকৃতি ধর্ম্ম, খুলে
বলিনু তোমায়, ওহে জীবিত ঈশ্বর !
এবে মরিব বাঁচিব তব প্রেম সুধা
সংযোগ বিয়োগে ! বরিলাম, বল
কি দোষ পুনঃ বরিতে ? তারা মন্দোদরী
অসামান্যা বীর প্রসবিনী—পতিতা কি
তাঁরা ? তাই বলি, বরিলাম রসময় ;
করিলাম দেহ মন সব সমর্পণ,
হৃদয় বল্লভ, তব পদে ! দেখ যেন
কুলটা বলিয়া ঘৃণা কর'না আমায়
এর পর ; বাঞ্ছা কাটাইব সুখে কাল,
বাঁধিয়ে এ ভুজ পাশে বরণীয় বপু
তব, যথা হে, মাধবী সতী সুখ-মধু
কালে, রহে আলিঙ্গিয়ে আম্র শাখা !” শুনি

সোহাগে গলিলা যুবা—ধরিয়া চীবুক
প্রেয়সীর, ইচ্ছিল চুম্বিতে মধুপূর্ণ
বদন পঙ্কজ সুকোমল। তা বুঝিয়া
সে চতুরা, ধরি হাত, কহিলা সত্বরে—
"শুন মম প্রাণনাথ, দাও হে বিদায়
এবে—কুলবালা হই আমি ; থাকে যদি
দাসী মনে, নিশাকালে গুপ্ত দ্বারে দিবে
দরশন, মমালয়ে—পূরা'ব বাসনা।"
এতেক কহিয়া সুচারু বদনী, ধনী
সৌদামিনী, সুলোচন অক্ষয় তুণীর
হইতে, হানিয়া বিষ-ময়, তীক্ষ্ণ শর-
সম্মোহন, হেলিতে দুলিতে, সিদ্ধ করি
কায, চলি গেলা ভুবনমোহিনী। হায়,
অন্ধকার হ'ল কুঞ্জবন; মন দুঃখে
দিননাথ আবরিলা মূর্ত্তি আপনার
অস্তাচল আড়ে ; প্রকাশিল শুক্রদেব,
নিশাদেবী দূত, তুষিতে প্রতীচী দিকে,
কোমল কিরণে। সম্বিত পাইয়া যেন,
রাজার নন্দন বিচারিল মনে—"একি
স্বপন দেখিনু আমি ? দাঁড়ায়ে কি নিদ্রা-
দেবী দিলা আলিঙ্গন, ছলিতে অধমে ?—
পুষ্প তবে কে তুলিল এ স্থান হইতে ?
কেন বা কৃপাণ মম ধূলায় লুণ্ঠিত;
নিষ্কাশিত ? কোমল চরণ চিহ্ন কেন

এই স্থলে,—ঠিক্ আসিয়া গিয়াছে যেন ?
নহে এ স্বপন, ভ্রম ;—সত্য এ ঘটনা—
প্রভাবতী অনুপমা রূপে, বরিবেন
অধমে—এ ভাগ্যে কি সে সৌভাগ্য হবে রে
উদয় ? যাইব সঙ্কেত স্থানে যা ঘটে
কপালে।" এই রূপে নানা তর্ক করিছে
বিজয়, মঞ্জু নিকুঞ্জ মাঝে, মনে মনে ;
হেনকালে তথা দেখা দিলা আসি, সখা
অনুরাধ ! এক প্রাণ মন যার যুবরাজ
সহ, যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, বা যথা,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়। হেরি বন্ধুবরে
গভীর চিন্তা-সাগরে আছেন নিমগ্ন,
মৃদুস্বরে ভাষিল বয়স্য সম্মুখীন
হ'য়ে—" একি ভাব সখে ! অসম্ভব এযে ;
কি জন্য নির্জনে ভাবিছ একাকি ? কেন
খড়্গা, বাস যার রিপু হৃদি মাঝে, কেন
আজি লোটে ধরাপরি, বিনা আবরণে
লজ্জিয়া দামিনী উদ্দীপ্ত ভাতিতে ? হায়,
কেন কেন বিরস বদন ? নিশ্বাস সঘনে
কেন বহিতেছে ? একি ! পঙ্কজ-লাঞ্ছন
গণ্ডস্থল-রাগ ক্ষণে ক্ষণে, প্রকাশিছে
কেন, লজ্জার নিশান ? বল সখে, সহে
না বিলম্ব আর। কি লাজ হে যুবরাজ,
খুলিতে মনের দ্বার, প্রাণের বান্ধবে ?

ডরে কি পবিত্র নদ সিন্ধু সংমিলনে?
কহিলা কুমার সুকোমল কণ্ঠস্বরে
অতি ধীরে ধীরে—"বলিব কি সখে, নাহি
সরে বাক্য মম আর, দারুণ মন্মথ
পীড়নে! আছে কি প্রিয় বয়স্য, এ ছার
নগরে, রমা-জিনি-রূপে রামা, ভার্গব
বণিজ সুতা, নাম প্রভাবতী?—রে মন,
একি মতিচ্ছন্ন তোর! সেই সুবদনী
সুধার আধার, রহে কি তাহায় কভু
গরল ভীষণ? আপনি কহিলা দেবী,
মম প্রাণপ্রিয়া, অবিশ্বাস তুমি তাঁরে!"
এত বলি তুলি নিলা করে করবাল—
করাল মুরতি যার, নাশিতে সন্দিগ্ধ
মনে, নির্ব্বোধ কুমার। নিবারিয়ে মিত্র-
বরে প্রেম আলিঙ্গনে, কহিল সুহৃদ
সুমিষ্ট সুস্বরে—"উতলার কার্য্য নহে—
ধর ধৈর্য্য ধীর; প্রভাবতী নিরূপমা
নারী এ জগতে, আছে সত্য এই স্থানে;
এ পাপ নয়নে, হেরিয়াছি তাঁরে, পতি-
হীনা ধনী, রসসিন্ধে নবীন তরণী!
কহ সখে! কেমনে হেরিলা তাঁরে, কিবা
কথা কহিলা কামিনী, যাহাতে উন্মত্ত
তব মন? নৃপাত্মজ, ওহে কহ কৃপা
করি—বিস্তারিয়া!" করি এতেক শ্রবণ,

কহিলা ক্রমেতে, বৃত্তান্ত যতেক, বন্ধু-
বরে, যুবরাজ, লঙ্কার ভাবি রতন।
উত্তরিলা অনুরাধ বিষাদে ভাসিয়া—
"কেমন ঘটনা এ যে নারিনু বুঝিতে!
কেন বা সে কুলবালা আসিবে এ জন-
শূন্য স্থানে, একাকিনী, চন্দ্র সূর্য্য তারা,
না পায় হেরিতে যাঁর বরণীয় রূপ?
কোন্ দেব, কোন্ ছলে, পাতি মায়াজাল
কি বিপদ, ঘটাইবে তাই ভাবি মনে।
বাল্যকালে যবে, এক দিন খেলিতেছি
আমরা দুজনে জনক আলয়ে; তথা
আসিল, জ্যোতিষে বীরেন্দ্র-মাকৃতি সম,
এক অতি বৃদ্ধ দ্বিজ! নিশ্বাস ফেলিয়া
হাসিল ব্রাহ্মণ হেরিয়ে তোমারে; পিতা
মম চমকি, সেক্ষণে, যুড়ি কর, তাঁরে
পুচ্ছিলা বারতা, তত্ত্ব জানিতে বিশেষ।
চুপে চুপে মহাচার্য্য উত্তর করিলা,—
'মহাবীর হইবে কুমার; বাহুবলে
ইনি জিনিবে বিস্তৃত রাজ্য; উড়াইবে
তদুপরে বঙ্গের পতাকা; ভুঞ্জিবে সে
সুখভোগ ইহাঁর অনুজাত্মজ আদি
বীরদর্পে. সে বিজিত দেশে; কিন্তু
মণিহারা ফণি যথা, ইহাঁর জননী
ত্যজিবে আপন প্রাণ ইহাঁর সাক্ষাতে।"

" অবগত আছি আমি এ সব কাহিনী—
তাই নিষেধি তোমারে ভাই ; না জানি, কি
আছে বা কপালে। মম মন হইতেছে
দারুণ আকুল, শুনি এই ঐন্দ্রজাল-
সম আশ্চর্য্য ঘটনা আজি ; ইহা হ'তে
নিবৃত্ত কুমার, করি এ মিনতি।" এত
বলি চাহি মুখ পানে, সোদর সদৃশ
অনুরাধ রহিল আশ্বাসে, কৃষিদল
যথা, শুষ্ক প্রায় ক্ষেত্রে, হেরি ঘোর ঘন
ঘটা নীলাম্বর পথে, বা যথা, চাতক।
করিল উত্তর রোষে নৃপতি তনয়,—
" এই কি তোমার সখ্য-ধর্ম্ম, হে কপট
বান্ধব ! হেরিয়াছ তুমি তাঁরে কহিলে
আপনি ;—প্রেমে মুগ্ধ তুমি তাঁর ;—বাসনা
পূরা'তে আপনার, চাহ বুঝি বঞ্চিতে
আমারে সে কারণ ? অথবা কে বিশ্বাসে
অলীক তোমার উপন্যাসে ?—যাও যথা
ইচ্ছা তব, না আসিও সম্মুখে আমার
আর"। শুনি বজ্রসম এ নিষ্ঠুর বাণী,
কহিলা বান্ধব বর ধর্ম্ম সাক্ষী করি ;—
"বাঞ্ছিলাম জলধর-দল সন্নিধানে
শীতল আসার, মম ভাগ্যে বরিষিল
সেই উত্তপ্ত অঙ্গার, শিলাবৃষ্টি ছলে !
জনমিয়া কভু যাহা না জানি স্বপনে,

দেখিনু শুনিনু সেই অদ্ভুত ব্যাপার
এইক্ষণে ; এ যে দেব মায়া বুঝিলাম
বিশেষ। জলধি অম্বু কেন বা হ্রাসিবে
পূর্ণ ইন্দু আকর্ষণে ? না উথলি প্রেম
সিন্ধু শুকা'ল সে নিধি, আমা সন্দর্শনে !
ধিক্ রে মদন তুই !—প্রতিজ্ঞা আমার
কিন্তু, শুন যুবরাজ ! লইলাম আজ
হ'তে বিদায় চরণে ; না হেরিব আর
ওই অমল কমল মুখ ; না শুনিব
মধুমাখা কথা আর ; না আসিব
স্নিগ্ধকরী সুরধুনী তটে, সুশীতল
সুখ বায়ু করিতে সেবন—বিষময়
যাহা তোমার বিরহে ! কিন্তু, যদি কোন
কালে—জানি অদূর নহেক সেই কাল—
নাশি কাম পাশে, হও হে কাতর তুমি
মম অদর্শনে ; পুনঃ সেবিব চরণ ;
নতুবা আমার এই দেখা ! বিধাতার
বরে তুমি থাক কুশলেতে"। এত বলি,
চলিলেন অনুরাধ সুবিজ্ঞ সুধীর ;
মনের বিকারে কিছু না বলিল তায়,
মদন-বিহ্বল রাজসুত—মত্ত নিজ
প্রতিমার সন্দর্শন লাগি ! কোষাবদ্ধ
করি অসি অন্য দিকে চলিলা বিজয়।
ঘরে আসি সৌদামিনী কহিলা ডাকিয়া

বণিক দাসীরে—যত হয়েছে ঘটন।
পুনঃ হাতে ধরি তার, বিনয় বচনে
বলিলা বার-রমণী রাখিবারে খুলি
গুপ্তদ্বার ; যুবরাজে পরে দিতে দেখা
ছলে উত্তম ভূষণ পরি, প্রভাবতী
যেন দীপ হস্তে ধরি; প্রাসাদ হইতে !
অবশেষে বিদাইলা তারে, দিব্য বাস,
স্বর্ণ মুদ্রা আদি দানে। সন্তুষ্ট হইয়া
সাধিতে জঘন্য কার্য্য, চলিলা কিঙ্করী।
　আইল যামিনী আবরিয়া নিজ দেহ
কৃষ্ণবর্ণ বাসে ; বায়স কোকিল আদি
কুলায়ে লুকা'ল ত্বরা, হেরিসে মুরতি,
তমোময়—পাছে বিনষ্টি সকলে, হরি
লয় তাহাদের কমনীয় রূপ ! কোটি
কোটি মণি, পরিল কুন্তলে ধনী, আর
ছায়াপথ শিঁথী, মরি কিবা শোভা তার।
কিন্তু সতী প্রাণপতি বিরহে মলিনা ;—
লুকা'য়েছে চাঁদে আজ অমা-মায়াবিনী
সপত্নী রাক্ষসী। তাই দেবী অভিমানে
বুঝি, ঢাকিল বদন ?—দেব, দৈত্য গুরু,
আঁখিদ্বয়, ক্রমে দেখ হ'ল অদর্শন !
আঁধার, আঁধারময়, ঘোর অন্ধকার
আসি, ঢাকিল ধরায়। নিস্তব্ধ মানব-
বৃন্দ নিদ্রাদেবী কোলে ; লভিল বিশ্রাম

সুখ যত জীবকুল,—সচ্ছন্দে ; ক্ষুধার্ত্ত
নিশাচরগণ মাত্র. জাগে ভূমণ্ডলে
করিয়া গভীর রব—বৃদ্ধি যাছে শত
গুণে আঁধারের ভীষণতা ! হেন মনে
লয়, পৃথ্বী হইতেছে ক্ষয়—ঝিল্লীরবে !
এ হেন সময়ে পরিধানি পীত বাস,
দ্রুতপদে ধাইতেছে নবীন নাগর,
রাজপথে, যথা, গোপিকা বল্লভ বন-
মালী চন্দ্রাবলী লাগি, মোহিনী-মোহন
বেশে। ক্রমে উপনীত আসি মনোহর
সুরম্য উদ্যানে—মদন চালিত যুবা
মদনমোহন। পশিল ভিতরে তার ;
না হেরিল কোন পুষ্প ঘোর অন্ধকারে ;
না ঘ্রাণিল সুসৌরভ, নিন্দে পারিজাতে
যেই—মদন বিকারে ; নির্ম্মল সলিলা,
তারায় ভূষিতা সুপূর্ণা সরসী, নাহি
চাহিল তাহার পানে, কন্দর্প দর্পেতে !
অথবা প্রকৃতি সতী আবরিলা শোভা
আপনার, পাপাত্মা সম্মুখে ! কামুকের
সচ্ছন্দ কোথা ইহ ভূমণ্ডলে ? ভুঞ্জে যে
অশেষ যাতনা তারা, ক্ষণ সুখ লাগি !
দীপালোকে হেনকালে হেরিল নাগর
বর—নাশি অন্ধকারে, পূর্ণ শশি সম,
দাঁড়ায়ে প্রাসাদোপরে অনঙ্গমোহিনী

রূপে ;—দেবী প্রভাবতী, (?) ধন্য রে মদন !
পাপিনী ভার্গব দাসী রতীরে নিন্দিলা !
চলিলা বিজয় লক্ষ্য করি সে কামিনী
বিক্ষেপিয়ে পদ অতি সাবধানে। ক্রমে,
ক্ষুদ্র দ্বার এক দেখি অবারিত ; তায়
প্রবেশিল সাহসে করিয়া ভর, শ্বাস
রুদ্ধ করি ; পরে সমুচ্চ সোপানশ্রেণী
আরোহিয়া ; আসিয়া প্রকোষ্ঠ সন্নিধানে,
থামিল কুমার, দ্বার রুদ্ধ হেরি।
মৃদুস্বরে ডাকিলা তখন—"খুলি দ্বার
বাঁচাও চকোরে আজ চারু চন্দ্রাননি
প্রণয়িনি !" "কেরে" বলি, উদ্ঘাটিল দ্বার
ঘোর রবে ! অদৃশ্যা হইলা বারাঙ্গনা-
সখি, সৌদামিনী যথা, আহ্বানিয়া বজ্র-
নাদ ! মহান্ধতামস আসি কুমারের
আচ্ছাদিলা আঁখিদ্বয় ; না জানে ভূপতি
পুত্র যাবেন কোথায়। সেইক্ষণে সহ
ভৃত্যদ্বয়, বাহিরিলা ভার্গব বণিক,
জ্বালিয়া দেউটী ! হেরিয়া আলোক, দ্রুত
পদে বাহিয়া সোপানাবলি, অধোমুখে
ছুটিল কুমার ; ধাইলা পশ্চাতে তার
নিষ্কাশিয়া অসি, তিন জনে, সমবেগে :—
ছাড়া'য়ে উদ্যান, ক্রমে যবে উল্লঙ্ঘিল
অনুচ্চ প্রাচীর, খসিয়া পড়িল মণি,

প্রবালে খচিত, বিজয়ের শিরোস্ত্রাণ,
শশধর সম প্রভা যার। শিহরিলা
তথা বৈদেহক, হেরি সে মহার্ঘ ধনে ;
করাঘাত করি কপালেতে, ভূমি পরে
বসিয়া পড়িলা সুধীবর! স্তব্ধভাবে
চিন্তিল তখন— " একি সর্ব্বনাশ, হায়
ঘটিল আমার, এই নিষ্কলঙ্ক কুলে!
নহে চোর, রাজপুত্র এ যে ; প্রভাবতি,
এই কিরে ছিল তোর মনে, বিষাধার
পয়োমুখি! কেন রে কৃতান্ত কবলেতে
না হইলি কবলিত তুই, যবে সেই
গুণ-নিধি কান্ত তোর, রে ভাবি পাপিনি,
গেল ত্যজিয়া এ পাপ লোক? উহুঃ মরি
মরি! ওহে সিংহ বাহু, ধর্ম্ম অবতার—
কেমনে এ কুলাঙ্গার, তব ঔরসেতে,
জন্মিল দহিতে প্রজা প্রাণ? রাজরাণি,
ও মা একি কুসন্তান তব?—গো কর্ণিকে,
মধু প্রসূ তুমি, তবে কেন মা গরল!
অথবা ফলিল ফল মম ভাগ্য ফলে।"
এত ভাবি বিদাইয়া অনুচরগণে ;
বিচারিল মনে, সেই ক্ষণে নিবেদিতে
এসব বারতা, নৃপাল অগ্রেতে ; কিন্তু
নারিল উঠিতে, ঘূর্ণাজলে তরী, যথা
কেন্দ্রমগ্ন, পড়িল ভূমিতে পুনঃ, ঘোর

উদ্বেগের আঘূর্ণনে। মহাঝড় তাঁর
হৃদয় মাঝারে লাগিল বহিতে; উষ্ণ
শোণিত প্রবাহ, মহোদধি ঊর্ম্মি সম,
উলঙ্ঘিয়া বেলা, বুঝি করে সর্ব্বনাশ!
এক বার ভাবিল অন্তরে—"কিবা কায
জানা'য়ে রাজনে; কেন না কাটিনু, এই
অব্যর্থ অসি আঘাতে, সেই নরাধম
পাপের মস্তক,—ধিক্ মোরে"! এই ভাবি
মুক্ত খড়্গ ল'য়ে উঠিল সত্বরে, পিছু
ধাইতে যুবার! পুনঃ হ'ল ভাব বিপর্য্যয়।
"হেন কর্ম্ম না করিব আমি," বিচারিল
মনে সদাগর—"অগ্রগণ্য দুহিতায়
দোষ;—নির্লজ্জ সে পাতকিনী অনর্থের
মূল।—কিসে, কেমনে হেরিবে তারে মম
গৃহ-ব্যূহ মাঝে নরেন্দ্র তনয়? কভু
নাহি যায় মধুকর না পেলে সৌরভ!
অতএব তার রক্তে জুড়াইব আজি
তাপিত এ প্রাণ"। পুনঃ স্মরি তার পিতৃ
ভক্তি, সত্য নিষ্ঠা আদি, যত সদাচারে,
ত্যজিল কৃপাণ;—দেখ পড়িল ভূতলে!
হায় রে কেমনে, স্নেহময়ী সে মুরতি,
ক্ষীরের প্রতিমা, নাশিবে হে পিতা তাঁর?—
পুনঃ বসিল ভার্গব, অনর্গল আঁখি-
দ্বার লাগিল বর্ষিতে, মুকুতা আকারে,

সুধাসম নিরুপম, অপত্য স্নেহেরে!
বুঝিয়া সময়, খুলিলা সুধা ভাণ্ডার
প্রকৃতি আপনি ;—ভাতিলা তারকা পুঞ্জ
স্নিগ্ধ-কর করে, শোভিয়া আঁধারে, যথা,
শ্রেষ্ঠ মণি চয়, খনি অভ্যন্তরে ; বঞ্চি
মধুকরে, চুপে চুপে গন্ধবহ, হরি
পরিমল, লাগিল চলিতে মলিম্লুচ
সম—শিহরিল ফুল-কুল নব প্রেমে
মাতি ; সুগন্ধে পূরিল কুঞ্জবন ; মধু
পঞ্চস্বরে পিকবর কূজিল সত্বরে।
লইলেন নিদ্রাদেবী, সন্তাপ-হারিণী,
সদাগরে, কোলে আপনার ; মনোদ্বেগ
তাঁর, আহা মরি, শান্তিল অমনি! আসি
ক্রমে মৃদু হাসি, সম চঞ্চলা চপলা,
মায়া প্রসবিনী স্বপ্ন দেবী, বসিলেন
মহোল্লাসে নির্ব্বাপিতে ভার্গবের মন
হুতাশন, একেবারে—বাণীর আদেশে।
দেখিলেন সদাগর শঙ্কর মোহিনী,
আলো করি দিক্‌দশ, শিয়রে তাঁহার,
বসি কহিছে তাঁহারে—"হায় বাছা, নহ
আপন গৃহ বারতা, জ্ঞাত তুমি, তাই
বৃথা রোষ আত্মজা উপরে—শাপ ভ্রষ্টা
যিনি তব ঘরে! মম প্রিয়াদাসী, স্বর্গ
বিদ্যাধরী, সতী রমণীকুল-রতন!

দুর্ভাগ্য নৃপনন্দন, রাজকুল কালী—
মন্মথের দাস ; সেই সাধিল এ বাদ,
মরিতে আপনি। হের সুখতারা, বামা
সুধাননী. উজলিছে পূর্ব্বদিক্ নাশি
যামিনীরে ; উষাদেবী অবিলম্বে উঠি,
খুলিবেন দ্বার, তরুণ অরুণ লাগি ;
ঐ দেখ, বিহঙ্গ কুল পাইয়া প্রভাত
আভাস, ডাকিতেছে হৃষ্টমনে. কমল
পতি, মরীচিমালীরে। উঠহ ত্যজিয়া
নিদ্রায়, বণিক বর ; চলহ সত্বরে
আপনি, ভূপাল ভবনে ; বল তাঁহারে
বিশেষ করি এ সব কাহিনী ; নিশ্চয়
সুশান্তি তুমি লভিবে বিচারে। দুহিতা
তব, নহে কলঙ্কিনী, জানিহ নিশ্চয়।”

চলি গেলা স্বপ্ন দেবী এতেক কহিয়া।
চমকিয়া সদাগর উঠিয়া বসিল
নিদ্রা ত্যজি ; সে মোহিনী রূপ, ক্ষণমাত্র
যেন, দেখিল নয়নে ; মধুর নূপুর
যেন, ধ্বনিল শ্রবণে—পাদ বিক্ষেপণে
তাঁর ; স্বর্গীয় সৌরভে পূরিলা নাশিকা
রন্ধ্র যেন. অকস্মাৎ !! আশ্চর্য্য মানিয়া
সাধু লাগিল চিন্তিতে, পড়িয়া সে পাশে,
দেব মায়া ছলে যাহা, করিলা বিস্তার।

ক্রমে দিনমণি দেব হইল প্রকাশ—

জনরবে হ'ল পূর্ণ অবনী মণ্ডল।
সে সময়, রাজ নিকেতনে, মণিময়
রজত আসনে বসি, দেব সিংহবাহু
সাধিছে, রাজ্যের কায, ধর্ম্মরাজ সম;
স্বর্ণ ছত্র হাতে ছত্রধর, কিবা শোভা
তার—পুনঃ কি সুমিত্রা দুলাল, ঊর্ম্মিলা-
রমণ অবতীর্ণ ধরাধামে? রবির
লোহিত ছবি, মেরুশৃঙ্গ পরে শোভিতেছে
ভূতলে কি আজ? চারিদিকে সভাসদ
পাত্র মিত্র আদি, যথা যোগ্য স্থানে, বসি—
সুবর্ণ, মুকুতা যুক্ত দিব্য আবরণে।
বিবিধ বর্ণের স্তম্ভ প্রস্তরে গঠিত,
বিরাজিছে সারি সারি, বোধিকা উপরে
ধরি ভাস্কর্য্য সংযুক্ত দিব্য পাড়;—ছাদ
সর্ব্বোপরে, গম্বুজ আকার, শোভাময়,
কত শত খোদিত রঞ্জিত বিভূষণে—
যথা, রে অক্ষয় বট তব শাখাচয়
বহুল মূলেতে রাখি ভার, আলো করে
নিজ নিজ পত্র পুষ্প ফলে, চতুর্দিক!
পতাকা ঝালর আদি উজ্জ্বল বরণে,
উড়িছে, ঝুলিছে কত, কতদিকে, পারে
কে বলিতে। রজত কাঞ্চন আর নানা
জাতি মণি, অনুপম ধরি প্রভা, মন;
প্রাণ করে পুলকিত, উজ্জ্বল জ্বলনে—

হেন অনুমানি, যদি প্রভাকর পূর্ণ-
গ্রহণে, লুকা'ন আপন ছবি, ভাতিবে
এই সভা প্রভাময়, আপন কিরণে !
কত লোক কার্য্য লাগি আসিছে যাইছে,—
যথা, উদয়াস্ত তারা, হয় নৈশাকাশে,
প্রকাশিয়ে শোভা ক্ষণকাল ! কালসম
ভীষণ মুরতি, অসি, চর্ম্ম, শরাসন-
ধারী, প্রবল প্রহরীগণ, একভাবে
পাষাণ পুতলি প্রায়, আছে দাঁড়াইয়ে ;
কিন্তু, ক্ষণে উগ্রমূর্ত্তি, যম সহচর
যথা, সাধিতে আদেশ—প্রভুর ইঙ্গিতে !
এমন সুখ-সঙ্কট স্থানে হীন বেশে
আসি উপনীত বণিক-প্রবর, ম্লান-
মুখে, যথা, রাহুগ্রস্ত শশী পৌর্ণমাসী
নিশি অবসানে ! চমকিল সভাসদ
হেরিয়ে ভার্গবে সেই বেশে ; আর হেরি
বহুমূল্য বিজয়ের শিরস্ত্রাণ, হস্তে
তাঁর ! সতৃষ্ণ-নয়নে নৃপ নিরীক্ষণ
করি, তাঁরে জিজ্ঞাসিল কহিতে বক্তব্য
যাহা, অনতিবিলম্বে ; কি জানি কেমনে,
কি বিপদ ঘটা'য়েছে বিজয় কুমার।
শুনি সাধু, নমি-পদে, কহিতে লাগিলা,
যুড়ি কর ; অশ্রুধারে বক্ষস্থল তাঁর,
লাগিল ভাসিতে ; হ'তেছিল কণ্ঠরোধ

প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। এই রূপে নিবেদিয়ে
নিশার ঘটনা, নিদর্শন সে উষ্ণীষ
রাখিল সম্মুখে। ক্রোধে কম্পমান নৃপ;
কহিলা অমাত্যবরে ডাকিয়া তখন—
"কহ পাত্র কি কর্ত্তব্য এক্ষণে ইহার,
পুনশ্চ দুষ্কার্য্য করে পুত্র কুলাঙ্গার;
নাহি জানি আমি কি করিব। ক্রোধ রিপু
প্রভঞ্জন সম, উত্তাল তরঙ্গচয়
তুলিতেছে, হৃদয় সাগরে মম; মনঃ,
উন্মত্ত মাতঙ্গ যথা, হ'তেছে অস্থির:
কোথা সেই পাপমতি, নরাধম পুত্র
মম! এই দণ্ডে তার কাটহ মস্তক—
কান্দুক জননী তার! নহে দ্বীপান্তরে
তারে করহ প্রেরণ—থাকিবে আমার
প্রজা নির্ব্বিঘ্নে সকলে! অরাজক, কেহ
যেন নাহি কহে, স্বর্গতুল্য পুণ্যক্ষেত্র
এই বঙ্গদেশে! কোথা রাজধর্ম্ম আর
প্রজাচিত্ত না রঞ্জিল যথা? ধিক্ মোরে!"
এত বলি নীরবিলা গুণসিন্ধু রাজা
সিংহবাহু—সিংহের প্রভাব একেবারে
উজলিল মুখ তাঁর; ঘূর্ণিত-লোহিত
আঁখিদ্বয়ে বাহিরিছে অগ্নিকণা যেন:
বিকট চঞ্চল ভাব ভীষণ দর্শন—
যথা, যবে রুদ্র দেব দহিতে কন্দর্পে,

সদর্পে তাঁহার পানে চাহিলা ধূর্জ্জটী,
প্রকাশিয়ে অগ্নিশিখা লোমহরষণ!
কহিলা সচিব, করযোড়ে—"অবধান
নরেশ্বর দীন এ দাসের নিবেদনে,
পরিহরি রোষ রায়, ক্ষমহ কুমারে
এই বার, অনুতাপচিত্তে যদি তিনি
শুধরেন নিজে, এর পর। ক্ষমার
সমান গুণ নাহি ত্রিভুবনে—সুবুদ্ধি
বণিক-কুল-ধ্বজ, অবিদিত নাহিক
তাঁহার, এই পরম ধরম। আত্মজ
আপনার—একারণে নাহি বলি আমি
ক্ষমিতে তাহারে—বলি ক্ষমা ধর্ম্মগুণে।"
"যা কহিলে মন্ত্রীবর. মিথ্যা তাহা নয়,
কিন্তু রাজধর্ম্ম দণ্ডিতে দোষিরে। তবে,
অভিযোক্তা যদি দয়া-পরবশে, নিজে
ক্ষমেন তাহারে, তুষ্ট মনে, তবে সাধ্য
মম, অন্যথা অধর্ম্ম হেতু ক্ষমিতে না
পারি।" দেখি ভূপতিরে দৃঢ় ধর্ম্মব্রত,
মনে মনে তাঁরে বাখানিল বৈদেহক—
ধন্য মনুষ্য প্রকৃতি, কান্না হাসি এত
আর নাহিক ভুবনে—ভুলিয়া কুমার-
কৃত গুরু অপরাধ! যথা ভীমাকৃতি
যোধ, উলঙ্গিয়ে খর তরবার, যবে
নাশিবে শত্রুরে—বৈরী প্রণয়িনী বিধু-

মুখী, আসি পতি প্রাণ-লাগি, তার মাঝে
তারস্বরে করেন ক্রন্দন, কে পাষণ্ড
আছে হেন, বধিবে তাহারে, এ জগতে ?
উত্তরিলা পণ্যজীব, শত ধন্যবাদি
ধর্ম্মরাজে—“ ক্ষমিনু কুমারে আমি ; তব
যশঃ-জ্যোতি আলোকিল, আজি এ সংসার ;—
দেহ হে অভয় দান যাই নিকেতনে ;
পুনঃ যেন যুবরাজ না যায় এ কাজে। ”
আশ্বাসিতে ভার্গবেরে চাহি মন্ত্রী প্রতি
কহিলা ভূপতি তবে—“সত্বরে কুমারে,
সুনীতি বুঝা'য়ে তুমি করহ শাসন ;
পরে যদি পুনঃ কভু আচরে এ হেন
ঘৃণিত আচরণ, নিশ্চয় সে ভুঞ্জিবে
তবে, মম ক্রোধানল-উদ্দীপন-ফল। ”
এত শুনি সদাগর করিল গমন,
আনন্দ অন্তরে ; সভা ভাঙ্গি নররাজ
প্রয়াণ করিলা অতি ব্যথিত হৃদয়ে।
সেই দিন নিশাকালে নরেন্দ্র নন্দন
আহ্বানি সকল মিত্রগণে, বসিলেন
করিতে মন্ত্রণা সেই নির্ম্মল সলিলা
গঙ্গা নদীকূলে, ঘোর গহন কাননে।
সপ্ত শত বীরবৃন্দ বসিয়া কাতারে—
ঘোর অন্ধকারে, না পারে চিনিতে কেহ
কারে ; তরুচয় আবরিছে নীলাম্বর-

সমুদ্ভূত নক্ষত্র পুঞ্জের স্বল্পালোক !
ভীষণ সে স্থান ! যথা, প্রেতপুরী মহা
ভয়ঙ্করী, আলোক বিহীনা, দিবানিশি
আবৃতা আঁধারে—তাহে ছায়াকার ভীম
প্রেত দল ! সম্বোধিয়া সবাকারে রাজ-
পুত্র কহিলা তখন—" শুন বন্ধুগণ ;
জনমের মত আমি যাচি হে বিদায়
তোমা সবা আগে ! ভ্রাতৃভাবে এতকাল
কাটাইনু কত সুখে—এবে বিধি মম
প্রতিকূল। শুনেছ সকলে কথা যত
আজি কার ; মন্ত্রীবর নৃপেন্দ্র আদেশে
কহিলেন অভিসন্ধি মোরে ত্যজিবারে,
অথবা পাইব আমি, শাস্তি সমুচিত
পিতার নিকটে, ভয়ঙ্কর ! হা বিধাতঃ
এই কিহে বিবেচনা তব ! কুমারীর
ঘটা'য়ে বৈধব্য, না দেহ বরিতে পুনঃ—
ধিক্ এ বিধিতে ! যুগ শাস্ত্রে আছে বিধি,
তবে বিধে, কেন এ অবিধি ? ত্যজি লাজ,
প্রকাশিয়ে কহিনু সকল, মন্ত্রীবরে ;
চাহিনু পত্নীত্বে তাঁরে করিতে বরণ ;—
হাসিয়া দিল উড়ায়ে, ঘোর বাত্যা যথা,
মম আশা-মেঘ ! অতএব বল সবে
উপায় কি আর। প্রতিজ্ঞা আমার এই—
লভিব সে রত্ন কিবা ত্যজিব জীবন—

বিজয় বিহীন হবে এই লাল দেশ!"
কহিলেন উরুবেল নামে মিত্র—"একি
কথা বল, ওহে কুমার-কেশরি! এক
প্রাণ মোরা সবে, আছে যা কপালে, তাহা
ঘটিবে সবার—ঘোর রবে প্রভঞ্জন
দ্বন্দ্বে যবে, মহীরুহ সহ, সম উচ্চ-
দ্রুম যত এক জাতি, উন্নত মস্তকে
বিরাজে সদর্পে; নহে ভগ্ন শিরে করে
ধরায় শয়ন; উদ্ধারিব তব কার্য্য
সকলে মিলিয়া, নতুবা এ সপ্তশত
প্রাণ করাল কালের কোলে, এককালে
লভিবে বিশ্রাম! জানিহ নিশ্চয় সবে!"
ইহা শুনি উরুবেলে দিলা সাধুবাদ,
সবে মিলি; উঠিল আনন্দরোল, সেই
গভীর নিস্তব্ধ বনে,—গর্জ্জিল মৃগেন্দ্র
যথা, গিরি গুহা মাঝে! কাঁপিল অন্তরে
মন্ত্রি-নিয়োজিত চর, অলক্ষিতে থাকি!
তারপর বান্ধব বিজিত নিবেদিলা—
"বিলম্বে বলহ কিবা প্রয়োজন; চল
আজি, সাজি ভীল সাজ আক্রমি ভার্গব-
গৃহ, কুমার-প্রাণের-নিধি সে যুবতী
লইব বাহিরি, যথা, দেবদল মথি
পয়োনিধি, কোমল কমলাদেবী! আর
কতগুলি মোরা থাকি নিজবেশে, যা'ব

মহা কোলাহলে, রোধিতে আক্রমী দলে,—
ছলে;—এ কৌশলে রক্ষীগণে, প্রতারিব
অনায়াসে, " না মারি ভুজঙ্গে আর নাহি
ভাঙ্গি লাঠী !" কহ সবে মন্ত্রণা কেমন ?
" বেস বেস,, বলি সবে প্রশংসিল তারে ;
মাহানন্দে আলিঙ্গন দিলেন বিজয়।
অবশেষে গেলা চলি, সেই সাত শত
কুমার-বান্ধব দুই দলে—ভিন্ন পথে।
দ্রুতপদে গেল দূত বিস্ময় মানিয়া ;—
অনতিবিলম্বে আসি অমাত্য-আগারে,
কহিলা সচিববরে যতেক মন্ত্রণা।
সেই ক্ষণে হ'ত যদি অশনি পতন
গৃহমাঝে অধিক আশ্চর্য্য মন্ত্রীবর
না হ'ত কখন ! হায় জড়বৎ কিছু
ক্ষণ রহিলা দাঁড়ায়ে ! জ্ঞানালোক তাঁর—
তড়িত যেমতি, চমকিয়া বিনাশিল
মনের আঁধার ;—বেগে চলিলেন ধীর
ভেটিতে রাজেন্দ্রে ! মুহূর্ত্তে আসিয়া বার্ত্তা
দিয়া নৃপবরে, কি কর্ত্তব্য জানিবারে
রহিল দাঁড়া'য়ে, যোঁড়করে। অহিবর
যথা, পাইলে আঘাত ধরি ফণা, উঠে
গরজিয়ে, কিংবা যথা কেশরী, উন্মত্ত
মাতঙ্গে হেরিয়া,—উঠি বসিল ভূপাল
ছাড়ি হুহুঙ্কার ;—সেই শয়ন আগার

কাঁপিল ,সহ রজত খট্টাঙ্গ ; কাঁপিল
রমণীকুল-আদর্শ পাটেশ্বরী রাণী
সিংহ শ্রীবল্লী, পতি পার্শ্বে থাকি। সক্রোধে
চাহিল নৃপবর —জ্বলন্ত পাবক সম,
নেত্রদ্বয় ঘূরিল সঘনে—দহিবারে
পতঙ্গের দল প্রায়, দুশ্চরিত্র দলে !
ঘোর নীরদ নিঃস্বনে, চাহি মন্ত্রী প্রতি,
কহিলা রাজেন্দ্র—"এখন দাঁড়ায়ে কেন
পাত্রবর, মম অপেক্ষায় ! সৈন্যদলে
সাজা'য়ে এখনি, বন্দী করি সবে লহ
কারাগারে ; অরুণ উদয়ে বধ্যভূমি
কল্য, প্লাবিবে সবার রক্ত স্রোতে ? একে
একে সকলে ভুঞ্জিবে এই দুষ্কর্ম্মের
ফল ;—প্রথমে বিজয়, কুলাঙ্গার
পুত্র মম, ঘাতকের হস্তে, মৃত্যুদণ্ডে
হইবে দণ্ডিত ! যাও ত্বরা করি, ওহে
সচিব কুলের শ্রেষ্ঠ, বিলম্বে কি ফল !
সময়ে নাহি যাইলে ঘটিবে প্রমাদ।,,

শিহরি আতঙ্কে, ছিন্নমূল তরু যথা,
হারাইয়ে জ্ঞান, পড়িল ভূপৃষ্ঠে, রাজ্ঞী
বিজয়-জননী ; শশব্যস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রী
করিলা সুশ্রূষা তাঁর। চৈতন্য পাইয়ে,
বক্ষোভেদী করুণ ক্রন্দন সহ, ধরি
স্বামীর পদযুগল, কহিলা বিনয়ে—

অর্দ্ধস্ফুট বোলে—"একি নিদারুণ নাথ,
তবাদেশ! কে কোথা শুনেছে, আপনার
ঔরসজাত পুত্রেরে করিতে হনন?
হিংস্র শ্বাপদগণ, হেন কাজ, না পারে
করিতে কভু; হৃদি তব অতি কঠিন-
পাষাণে নির্ম্মিত প্রাণেশ্বর! যদি চাহ
বধিতে আত্মজে, আগে বধ অভাগিনী
এই তার পাপিষ্ঠা মায়েরে, গলগ্রহ
তব, এ দাসীরে! হায়, কেনরে বিজয়
তুই সাধিলি এ বাদ, বধিতে আমায়?
কেনবা নিলি জনম এ পোড়া গর্ভেতে?
রাজা হ'য়ে কোথা বাছা, বসিবি বঙ্গের
সিংহাসনে, না এ কাল নিশা অন্তে, পিতা
তোর, হায়, কাটি মাথা ধরাশায়ী করি
তোরে কলুষিবে এ পবিত্র ভূমি! মরি,
হে ধরণীপতে, দেহ ভিক্ষা মোরে আজি,
মম প্রাণ-বিজয়ের প্রাণ! পত্নী হত্যা
পুত্রহত্যা কর'নাহে নৃপমণি! আরো
নাথ, কি ধর্ম্ম লভিবে তুমি, শূন্য কোল
করি, শত শত অভাগীর—আমা সমা?
ক্ষম নাথ, ধরি পায়, বিজয় সহিত
যুবক সকলে, নহে লহ এই প্রাণ।"

এত বলি মহারাণী পতির চরণ-
পরে হইলা মূর্চ্ছিতা, নিরাশ্রিতা স্বর্ণ-

লতা, মরি তরুমূলে যেন লুটাইল !
সসম্ভ্রমে পাত্রবর যুড়ি দুই হাত,
নিবেদিলা—"একি মহারাজ, ক্ষম মোরে,
হেন কার্য্য উচিত না হয়, আপনার—
অঙ্কলক্ষ্মী তব মৃতাপ্রায়,—বধদণ্ডে
ত্যজিবে জীবন সুনিশ্চিত ; অতএব
অন্যদণ্ডে, দণ্ডিয়া যুবকদলে, রক্ষ
হে রাজেন্দ্র-কুলপতি, দুই দিক্।" এত
কহি, তুলি রাজমহিষীরে, পুনঃ যোড়-
করে রহিলা চাহিয়া নরপতি পানে,
ঊর্দ্ধমুখে, বারি আশে চাতক যেমতি।

কহিলা সম্রাট—"শুনহে অমাত্য, কোন্
মুখে আমি ক্ষমিব বিজয়ে ! সভাস্থলে
আজি, সাক্ষাতে সবার, করিলাম সত্য,
সমুচিত শাস্তি দান করিতে কুমারে—
না হ'তে প্রভাত নিশা, পামর অঙ্গজ
মম, রাজদ্রোহী সম, দল বাঁধি চাহে
সাধিতে জঘন্য কাজ,—কি শাস্তি তাহার
বিনা প্রাণদণ্ড ? ত্রেতাযুগে, জান মন্ত্রী-
বর রাজা দশরথ, সর্ব্বগুণ-ধর
রাম কমললোচনে, পাঠাইলা বনে,
সত্য (ছার স্ত্রীরঞ্জন) লাগি ! দেখ তাঁর
আবাল বৃদ্ধ বনিতা ঘোষে যশঃ ! বল
কেমনে, অবাধ্য লম্পট পাষণ্ডে, করি

পদাঘাত রাজধর্ম্মে, লঘু দণ্ড দিব
আমি? অপযশ রটিবে ভুবনে—ইহ
পরকাল মম ডুবিবে তখনি! সাধ্বী
কৌশল্যারে স্মরি, নিবাহ হৃদি আগুন
মহিষি আমার। বধ দণ্ড ক্ষমিলাম
আজি, তোমার কারণে সবাকার;—যত
অনর্থের মূল নারী ভূমণ্ডলে! কিন্তু
মন্ত্রি, সূর্য্যাস্ত হইলে কল্য, নাহি যেন
রহে কেহ, এই নগরীতে, পত্নী-পুত্র-
সহ—অন্যথা মরণ; নির্ব্বাসন কর
সবে দ্বীপ দ্বীপান্তরে। আজি হ'তে মম
পবিত্র-কুল-কলঙ্কে করিনু বর্জ্জন!
যাও মিত্র ত্বরা করি সেনাগণ সহ,
রক্ষহ ভার্গব-গৃহ; কর বন্দী সব
দুরাত্মারে। বর্জ্জন করিনু পুত্রে শুন
দেবগণ—না হেরিব কভু সে পাপিষ্ঠে
আর! ধর্ম্মে চাহি ক্ষমহ প্রিয়ে আমায়!"
তারপর নীরবিলা নরেন্দ্র সিংহল,—
চলিলা সচিব-শ্রেষ্ঠ প্রভুর আদেশ
সাধিবারে, বাঁধি পাষাণে হৃদয়; "বাছা—
রে বিজয়" বলি কান্দিতে লাগিলা রাণী
দ্রবিয়া অতি কঠিন শিলা সম হৃদি।

ইতি সিংহল বিজয়ে কাব্যে বর্জ্জনো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।
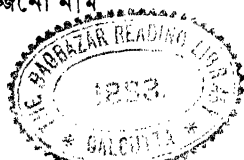
দ্বিতীয় সর্গ।

পর দিন, মধ্যাকাশে মার্ত্তণ্ড মুরতি,—
কিবা ভয়ঙ্কর-অনল-সমান কর
করিছে বর্ষণ; নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী;
স্পন্দহীন মহীরুহচয়, গতিহীন
হেরি প্রভঞ্জনে; স্ফাটিক ক্ষেত্র-সদৃশ
শান্ত স্বচ্ছ ভাব ধরে ভাগীরথী—যেন
মৃতা প্রায়! সুনীল গগন সহ খর-
রবি ছবি, ভাসিতেছে—যথা, স্বর্ণলঙ্কা
রামদাস হনুর দাহনে, সিন্ধু মাঝে!
দেখি আজি, এহেন সময়ে সুরধুনী
হৃদি মাঝে শৈল সম, বিরাজে অর্ণব-
যানত্রয় (১) নামায়ে পতাকা—ঝুলিতেছে

---

(১) বরনুফ (Burnouf) অনুমান করেন যে, গোদাবরীর সিন্ধু-সংগম হইতে বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি উক্ত স্থান "বন্দর মহালঙ্কা" বলিয়া বিখ্যাত।
(See Note-Tennent's Cylon Part III. Chap. II.pp. 330)

কিন্তু মহাবংশে লিখিত আছে রাজা সিংহবাহু লাল প্রদেশ (বঙ্গ ও বেহারের মধ্যস্থিত) হইতে বিজয়, প্রভৃতিকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। (Tournors Mahavansa Chap. VI. pp. 49) অপিচ, এই পুস্তকের ইনডেক্সে লিখিত আছে যে, লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় সিন্ধু যাত্রা করেন। যাহা হউক, আমার মতে শেষোক্ত স্থানটী উপযুক্ত বোধ হওয়ায় আমি বিজয়কে গঙ্গার উপর দিয়া লঙ্কায় লইয়া চলিলাম।

পালি লম্ব ভাবে ; আহা ! হৃদয়ে তাদের,
কাতারে কাতারে কত যুবক যুবতী,
আর শিশুগণ রহে ম্লানমুখে ; কিন্তু
আছে, কি আশ্চর্য্য, দৃষ্টি সবাকার
তট অভিমুখে, যেন কোন অঘটন
ঘটিবেরে আজি—এই জাহ্নবী-পুলিনে।
এ হেন সময়ে তথা আসি উতরিলা,
মনোরথ-গতি রথ—এবে মৃদুমন্দ
ভাবে—বুঝি, বিজয়ের বিচ্ছেদ ভাবিয়ে ;—
এ জনমে আর দেখা না পাইবে তার !
নামিল সচিবশ্রেষ্ঠ, ভাসাইয়া বক্ষঃ-
স্থল নয়ন-আসারে ; তড়িত যেমতি,
সত্বরে পশ্চাৎ তবে নামিল বিজয়—
গম্ভীর মুরতি, দগ্ধ যেন অনুতাপে—
চাহিল তটিনী পানে—দেখিলা সকল
সখাগণ, এক পোতে, সলজ্জ-বদনে ;
দ্বিতীয়েতে, শত শত শতদল সম,
আলো করি স্থান—বান্ধব-গৃহিণী যত,
বসি অধোমুখে ; তৃতীয়েতে, আহা, মরি !
যেন প্রভাত-শিশির-বিন্দু সহ, ফুটি
অসংখ্য গোলাপ র'য়েছে উদ্যানে, যত
শিশুগণ, হায়, সুকোমল, সুপ্রকৃতি !
নৃপাত্মজ, তোমার কারণে কুলবালা
যত, আর শিশু শান্তমতি, ডুবিতেছে

অকূলে, হে বীরবর, দুঃখে ভাসে কবি!
ধন্য পিতা তব—নিজ পুত্রে নরপাল
বর্জ্জিলা অনা'সে! কিন্তু, কি দোষে দূষিত
হ'ল, অবলা সরলা যত, আর শিশু-
চয়? অথবা বিধির লিপি খণ্ডাইবে
কেবা। দেখি এ সবারে, অন্তরে কাঁদিল
কুমার, অন্তর বিকারে। বর্ষিল অশ্রু
মন্ত্রী, বুঝিয়া অন্তরে, কুমারের ভাব।
দেখিতে দেখিতে—চমকিয়া দিক দশ
চক্রের নির্ঘোষে; উড়াইয়া ধূলিপুঞ্জ
গগনের মাঝে, আসি উপস্থিত রথ,
পবনের বেগে—ভগ্নধ্বজ, ছিন্ন কেতু,
অশ্ব বল্‌গাহীন, রজোরাশি-পরিবৃত
ভীষণদর্শন!—যথা ঘনঘটা হ'তে
বাহিরে দামিনী, সহ বজ্রনাদ—রাজ্ঞী,
বিদ্যুত-বরণী, মহা-দ্রুতপদে, রথ
হ'তে বাহিরিলা "হা কোথা বিজয়" বলি,
বিজয়-জননী! চমকিল সবে তাহে,
কাঁপিল সবার চিত্ত, সেই বজ্রসম
বক্ষোভেদী রবে; গণিয়া প্রমাদ মন্ত্রী,
কাষ্ঠের পুতলী প্রায় রহিলা দাঁড়া'য়ে।
সুমিত্র বিজয়ানুজ নামিলা তখনি।
কহিতে লাগিলা সতী—"বাছা অঞ্চলের
নিধি! কোথা যাবি বাপ, আমায় ডুবায়ে

পাথারে—এ অভাগিনী দুঃখিনী মায়েরে ?
কি কাজ এ ছার রাজ্যে তোরে হারাইয়ে ;
প্রাণের পুতলী মোরে লহ সাথে করি !—
কেন ওহে প্রভাকর মধ্যাহ্ণ সময়
হেরি যে আঁধার ময়, তোমা বিদ্যমানে ?
একি খসিল নয়ন-তারা মম, অন্ধ
কি হইনু আমি ?—বিজয়, বিজয়, কোথা
প্রাণের বিজয়, আয় বাছা আয় কোলে
করি ;—মা বলিয়ে চাঁদ, জুড়ারে জীবন " !—
এত বলি মহারাণী করিলা কুমারে
কোলে—কিন্তু, উদ্বেগ-জনিত কষ্টে, হায়,
ক্ষীণা স্নেহময়ী—না পারি সহিতে ভার,
ছিন্নমূল দ্রুমসম, পড়িলা ভূপৃষ্ঠে,
সংজ্ঞা হারাইয়া ! পলকে উঠিয়া বীর-
সিংহবাহু-সুত, ধরি জননী-মস্তক
ক্রোড়ে " মা, মা," বলি লাগিল ডাকিতে, মরি !
অতি দীনস্বরে। হায় রে, এ বাক্যামৃত
মৃত-সঞ্জীবনী ! " মা " বলিয়ে সুধাস্রোতে
ভাসে জগজ্জন ; শুনিলে জননী হৃদি
প্লাবয়ে পীযূষে ;—নাহি রহে দুঃখ লেশ
জগতে সে ক্ষণে ! শুনিয়াছি কানে—কভু
না এ পাপ মুখে, ঝরিয়াছে সে নির্জর-
সদৃশ, মধুমাখা বুলি। নাজানি কোন্
অপরাধে, প্রসবিয়া নৃশংস রাক্ষসে

মা আমার, দিব্যধামে গেলা চলি। কেন
রে রসনা না ডাকিলি "মা, মা," বলে সেই
কালে? তবে কি কৃতান্ত নির্দয় পারিত
লইতে তাঁরে? অবশ্য ফিরিতেন মাতা
"মা" বাক্য শুনিয়া!—তাই বলি, "শুনিয়াছি
কানে"—কিন্তু দেখিনু প্রত্যক্ষ, কুহকিনী
কল্পনা সুন্দরি, এবে তবে বলে! যেই
"মা" বলিয়া কান্দিলেন যুগল তনয়—
অমনি শ্রীবল্লী রাণী, মেলিলা নয়ন,
ছিন্নবল্লী সম যিনি ছিল ধরাপরে
মৃতা প্রায়—অতি নিদারুণ পুত্র হেতু
শোকে। আনন্দে বিজয়, জীবিতা মায়েরে
হেরি, প্রেমাশ্রু আসারে ভিজাইল, আহা,
জননী-পঙ্কজ-মুখ! উন্মীলি নয়ন—
"বিজয়" বলিয়া পুনঃ করি সম্বোধন,
কহিতে লাগিলা দেবী মৃদু মধুস্বরে—
"আসন্ন সময় মম, নতুবা যাইত
অভাগিনী, কাঙ্গালিনী বেশে, তোর সহ;
তবু বাছা সিন্ধু পারে দিব না যাইতে
আমি;—শেলসম মম মৃত্যু, বিন্ধিবে রে
যবে, তোর পিতার পাষাণ প্রাণে—সত্য
বলি, তোর ও মুখেন্দু-সুধা, জুড়াইবে
সেই অনুতাপ-সন্তপ্ত হৃদয়! তবে
কেন বাপ হ'বি দেশান্তর? মাতৃবাক্য

রাখি, রাজ্যেশ্বর হ'য়ে, ব'স সিংহাসনে ;
সুমিত্র ভাই তোমার, সুমিত্রানন্দন
সম, হবে ছত্রধর ! আয় রে সুমিত্র
আয়, হেরি তোর সুসম্পূর্ণ-নিষ্কলঙ্ক-
শশধর সম মুখ, ব'স রে অগ্রজ—
কোলে তুই—যুগল কিশোর আমি করি
দরশন !" বসিল বিজয় পার্শ্বে, ধীর
সুমিত্র সিংহল, ব্যথিত হৃদয়ে, ভাবি
জননীর মৃত্যু সন্নিকট। কে বলে রে
কৌশল্যা, অযোধ্যা পাটরাণী, পুত্র-
বৎসলা অতি ? দেখুক সে আসি, পাপ-
কর্ম্মাচারী-পুত্র লাগি, ত্যজিছে জীবন
মহিষী শ্রীবল্লী, অবহেলে ! সুনির্ম্মল
রাম-রবি রঘুকুলমণি, নির্ব্বাসিত
যবে বিনা অপরাধে, বিমাতার দ্বেষে,
কৌশল্যা কি পুত্র ছাড়ি না ছিলা জীবিতা ?

কহিলা বিজয় নিবারিয়ে অশ্রুবারি—
" কেন গো জননি আর, কহ রহিবারে,
রাজধর্ম্ম পালিয়াছে পিতা—পাপাচারী
আমি—অযোগ্য এ দণ্ড নহে কোন মতে ;
আশীর্ব্বাদ কর মা গো, তোমার প্রসাদে
যেন ক্ষমেন বিধাতা—দশরথাত্মজ
ধীর, ধর্ম্ম অবতার, কমল-লোচন
রাম, বিষাদ না গণি, পালিলা কঠোর

পিত্রাদেশ, চমকি জগতে! অত্যাচার
হেতু, নির্ব্বাসিত আমি রাজবিধি মতে ;—
কেমনে কহ জননি দণ্ডবিধি মাথে
করি পদাঘাত, প্রভাকর সম জ্যোতিঃ,
মম পিতার গৌরব ছবি, গ্রাসি তাহা
আমি দৈত্যরূপে ? প্রজাপুঞ্জ কি ভাবিবে
মনে ? নহিবে দেবতা পরিতুষ্ট তায়।
অতএব মাতঃ ! কর আশীর্ব্বাদ, দেব-
কৃপাবলে যেন, বিমল চরিত্রে, লাভ-
করি জনকপ্রসাদ—স্বল্পকালে। ভাই,
স্নেহপূর্ণ নির্ম্মল-পবিত্র-সুধাসম
সুমিত্র সুধীর বীর, তুষিবে সকলে ;—
বিদায় দেহ আমারে যাইব সত্বরে”।

"কি বলিলি", কহিলা মহিষী, "ও নিষ্ঠুর !
যাইবি নিশ্চয় দেশত্যাগী হ'য়ে ?—ওরে
সোণার বিজয় মম, আয় তবে তোর
চাঁদ মুখ, হেরি আমি জনমের মত !"
এত কহি—"বিজয়, বিজয়, রে সুমিত্র
বিজয়! সর্ব্বাগ্রে এই, যাই দেখ আমি"—
বলিতে বলিতে চাহিয়া যুগল পুত্র-
পানে, ত্যজিল জীবন, মনোদুঃখে, তবে
পুত্রবৎসলা, সতী শ্রীবল্লী তখনি।
"কি হ'লো কি হ'লো" রবে কাঁদিলা বিজয়;
"ওমা, মা" বলি সুমিত্র লুটা'ল ধরণী;

মন্ত্রীবর করাঘাত করিয়া কপালে
কান্দিতে কান্দিতে করে, দুজনে সান্ত্বনা।
কতক্ষণে কহিলা বিজয়—“ কি কুক্ষণে
পামর কন্দর্প, বন্দী করিলা আমারে—
যে কারণে নির্ব্বাসিত আমি আজি; নহি
দুঃখী তায়—কিন্তু, একে পাতকের ভরে
টল মল করিছে মস্তক মম—পুনঃ
একি সর্ব্বনাশ—আমার কারণে মাতা
স্নেহময়ী, জীবন ত্যজিলা—মাতৃহত্যা-
পাপ স্পর্শিল আমায়—নাহি ত্রাণ কভু
এইবারে—প্রায়শ্চিত্ত নাহিক ইহার।
হে দেব জগতাধার, শাস্তি সমুচিত
দেহ এ পাপীরে—অনুতাপে দগ্ধ হৃদি
হ'ক অনুক্ষণ! হায় গো জননি, তুমি
ত্যজিলে এ লোক আমা লাগি'; ক্ষণকাল
না রহিব আর এই নিদারুণ স্থানে!
যাও ভাই প্রাণের সুমিত্র, যথা পিতা,
ব'ল তাঁরে জানা'য়ে প্রণাম মম; করি
শিরোধার্য্য আমি, আদেশ তাঁহার, মহা-
তরঙ্গ-সঙ্কুল-সাগরে, ভাসিনু সহ
বন্ধুগণ—মনের হরিষে—স্মরি নিজ
নিজ কর্ম্মফল;—কিন্তু প্রাণামার যায়
বাহিরিয়ে, সুধাধার দয়াময়ী মার
তরে; এ দুঃখ যাবে না মলে! স্নেহভরে

এস ভাই আলিঙ্গন ক'রে একবার,
জুড়াই তাপিত প্রাণ; এস মন্ত্রীবর,
অপরাধ ক্ষমি, দাও হে বিদায় মোরে—
অসহ্য এ দৃশ্য আর নারি সহিবারে।"
এত বলি প্রণমিয়া পাত্র মহাশয়ে
সস্নেহে চুম্বিলা বীর সুমিত্র অধর;—
অবশেষে জননীর চরণ দুখানি
রাখিয়া হৃদয়ে, নয়ন আসারে সিক্ত
করিল তাহায়—শোভিল রে কোকনদ
প্রভাত শিশিরে!—ক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত প্রায়
উঠিয়া সত্বরে, সবেগে চড়িলা গিয়া
পোতের উপর! হাহাকার শব্দ করি
কাঁদিলা সকলে। "ওহে কর্ণধার
ছাড় তরী বিলম্ব না সয়',—বলি উচ্চ-
রবে ডাকিল কুমার—দেখিতে দেখিতে
তিন পোত ধীরে ধীরে চলিলা তখন!
হেন কালে "রহ রহ" বলি আচম্বিতে
হইল নিনাদ;—ক্ষণপরে অনুরাধ
বন্দিল শ্রীবিজয়ের যুগল চরণ!
"একি সখে, ছি ছি, ওকি! ক্ষম হে আমারে"
কহিলা বিজয়—অনুরাধে ধরি দুই
করে—"শুনিতাম যদি, প্রাণের বান্ধব,
তোমার নিষেধ বাণী, ঘটিত না কভু
মর্ম্মভেদী এ ভীষণ ঘটনা; অকালে

করাল-কাল, মম জননীরে গ্রাসিত
কি আর? সমুজ্জ্বল দীপ-শিখা, কেন হে
নির্ব্বাপিবে বল, শূন্য না হ'তে আধার?
কেন বা এ কুলাঙ্গার দহিবে আগুণে!"
উত্তরিলা অনুরাধ—"বিধির এ খেলা
ভাই খণ্ডিতে কে পারে? রাজা দশানন
দেব-দৈত্য-ত্রাস, সবংশে নির্ব্বংশ নর-
বানরের হাতে, হরি জ্বলন্ত অনল-
শিখাসম জানকীরে; সুধাময় নারী,
কভু উগরে গরল—হায়, বুদ্ধি দোষে!
এবে লহ কৃপা করি সঙ্গেতে আমায়
নাহি ধরি পূর্ব্বকার কথা, বন্ধুবর।"
"সে কি ভাই অনুরাধ" কহিলা বিজয়—
"নির্ব্বাসিত তুমি হ'বে কি লাগিয়া? তব
চরিত্র, নির্ম্মল এ সুরধুনী সলিল-
সমান! অপরাধী নহ তুমি, কি হেতু
এ দুর্ব্বৃত্ত দল সহ ত্যজিবে আপন
জন্মভূমি? আরো সখে, সুমিত্র, প্রাণের
অনুজ রহিল হেথা, দেখিবে তাহারে
বল কোন জন? মাতা ভ্রাতা হারাইয়ে—
কাঁদিলে প্রাণের ভাই সান্ত্বিবে তাহারে
তুমি, মমাভাবে। কেন ভাই স্ত্রী-পুত্রে বা
দুঃখে ভাসাইবে?—নিবৃত্ত, বন্ধো আপনি।"
"কি কথা বলিলে? একা রব আমি দেশে?

ধিক্ মোর প্রাণে ; প্রিয় জনে ! জীবনের
জীবন আপনি, চলিলে কোথায় ! এই
মরুক্ষেত্রে কি করিব, যবে যাবে প্রাণ
পিপাসায়, পীযুষ সমান তব সুধা-
মাখা কথা বিনা ? পুত্র আমার ঐ দেখ,
আনন্দে আপ্লুত হেরি মোরে ! আর দেখ
ঐ তরণীতে প্রাণের প্রেয়সী আমার,
গঞ্জিতিছে মোরে, বিলম্ব দেখিয়া এত !
অতএব লহ সখে চির-বন্ধু ভাবি—
নূতন প্রদেশে। নবীন প্রণয়ে মিলি,
এই দুঃসহ যাতনা পাশরিব সবে !
রক্ষিবে শ্রীজগন্নাথ প্রাণের সুমিত্রে।
শুনি আনন্দে বিজয় আলিঙ্গিয়ে মিত্র
অনুরাধে, আজ্ঞা দিলা কর্ণধারে, অতি
সত্বর বাহিতে। পালিভরে চলে তরী—
পে'য়ে সুবাতাস ;—দেখিতে দেখিতে হ'ল
সিংহপুর দৃষ্টি বহির্ভূত, অট্টালিকা, -
উচ্চ মহীরুহ গণ, হইল অদৃশ্য,
যথা, ভগ্নতল-তরণি-মাস্তুল চয়
সাগর গর্ভেতে—ক্রমে। অনতিবিলম্বে
দেব বিভাবসু নামিলেন ধীরে ধীরে
বিশ্রাম লভিতে, অস্তাচল চূড়ে ; যত
দিগঙ্গনা বিবিধ রঞ্জিত বাস পরি,
রঞ্জিল জলদ দলে—হেরি সেই শোভা,

পদ্মিনী-নায়ক হর্ষে দিলা আলিঙ্গন
সে সবায়, প্রসারিয়া কর ;—অভিমানে
ঝাঁপিল বদন, সতী নলিনী অমনি ;—
ক্রমে তমস্বিনী, ক্রোধে, তাড়াইলা দুষ্টা
দিগঙ্গনাগণে—কমল দুঃখে দুঃখিনী !
হ'ল ঘোর অন্ধকার, তথাপি চলিছে
তরীত্রয় অবিশ্রাম, আকাশ হীরক,
নক্ষত্র আলোকে বিস্তারিয়া পাখা—যথা,
গরুড়, খগকুলপতি, সহ জটায়ু-
সম্পাতি, ভ্রমিছে গগন মাঝে ! নগর,
গ্রাম কত, উপবন, বন এড়াইয়ে
গেল বারিরথত্রয়, নিশি শেষ হ'তে,
না পারি বর্ণিতে। নাহি আর সে সকল
সৌভাগ্য-নিশান ;—বঙ্গ-স্বাধীনতা সহ
হায়, হ'য়েছে বিলীন এবে!—শোভিবে কি
দুঃখিনী জননী আর, কভু সে শোভায় ?
ভায়াদের একতা-বন্ধনে বিদরিয়ে
যায় বুক ! কোথায় সাজার মা লভেন
গঙ্গায় ?—ভারত তাই দহিছে অনলে !!
এ দিকে ভার্গবসুতা, ত্যজি অন্ন জল
সেই কাল নিশা হ'তে ধরণী লুণ্ঠিতা
হ'য়ে, আছে একাকিনী সতী ! অকস্মাৎ
স্বচ্ছাকাশ হতে, বজ্রপাত কি কারণে ?
পবিত্র সতীত্বে তাঁর কেন বা লাগিল

বিষম কলঙ্ক-কালি ? মধ্যাহ্নে কেমনে
দীপ্তি হীন দিনমণি ?—ভাবিয়া আকুল
বামা ;—ভাসিতেছে সরোজিনী নয়নের
জলে ! সুকোমল কণ্ঠস্বরে কাঁদিতেছে
সাধ্বী, ভেদিয়া হৃদয়, করি হাহাকার ;—
"হা বিধে ! কেন হে ভাগ্যে একাল লিখন
মম ? অন্তর্যামী তুমি,—বল কি পাতকে,
এই অসহ্য যাতনা দিতেছ আমায় ?—
পারি সহিবারে শত-বৃশ্চিক-দংশন-
জ্বালা ; কাল-ফণী পারি ধরিবারে ; কোন
ক্লেশ নাহি গণি অনশনে ত্যজিবারে
প্রাণ ; না ডরি কুলিশে, চূর্ণিত হইবে
যাহে দেহ ; জ্বলন্ত অনলে অবহেলে
পারি প্রবেশিতে ;—কিন্তু নাহি পারি, মম
হৃদি-সরসী-কমল, সতীত্ব-দেবীরে,
করিতে মলিনা—এ প্রাণ থাকিতে ! হায়,
কি আছে পাপ ধরায়, রমণীর ধন
ইহা সম ? বিধবা তাহাতে আমি, পতি-
পুত্র-হীনা; অন্ধকার-ময় নেত্রে, হেরি
অবনীর অনর্থক গৌরব যতেক ;—
সতীত্ব-আদিত্য মাত্র, নাশে সে তিমির-
রাশি—এ আলোক-স্তম্ভ ভবের অপার
পারাবারে !—বিনা দোষে দোষী, ওহে আমি,
জগদ্বন্ধু জগত জীবন ; অবিদিত

নহে তব কাছে! কিন্তু নাথ, পিতা মাতা
গুরুজন যত, কি ভাবিবে তাঁরা? কোন্
মুখে চাহিব তাঁদের দিকে আমি! সিক্তা-
রাশি সম, হেরিবে তাঁহারা দুঃখিনীরে—
ভয়ঙ্কর—না জানিয়ে, হায়, অভ্যন্তরে
মম, বহিতেছে ক্ষীর-প্রবাহ, সুমিষ্ট
অন্তঃসলিলা-বাহিনী যেমতি! হায়, কে
বল জানিবে জলের নীচে মুক্তাফল
আছে সুনিশ্চিত? অতএব পিতঃ, কিবা
কাজ এ প্রাণ রাখিয়া? সতী-কলঙ্কিনী,
জীবিত-মৃতের মত! এই ভিক্ষা মাগি
হে অনাথ-নাথ, এই আত্ম-হত্যা-পাপ-
হ'তে যেন, পরিত্রাণ পাই দয়াময়!
নিষ্কলঙ্কী এ কিঙ্করী তব, তব পদে
লয় হে শরণ, পিতঃ কলঙ্ক-ভঞ্জন!

এত কহি নিষ্কাশিলা সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
বিদীর্ণ করিতে বক্ষঃস্থল, প্রভাবতী
সতী। চাহিয়া আকাশ-পথে, তুলিলেন
সুকোমল করে, যম-সহচর-সম
অস্ত্র ভয়ঙ্কর, প্রাণ বিসর্জ্জিতে;—হায়,
কে বুঝে বিধির খেলা!—দেখ অকস্মাৎ,
ত্রস্ত আসি হস্ত ধরি লুটাইলা পায়,
বণিক-কিঙ্করী!—"কেন রে, মন্দভাগিনি,
কেন নিবারিলি তুই, আমারে এখন—

বল্ কি আছে মনে ! যত অলঙ্কার
মম, দিলাম সে সব তোরে ; ছাড় এবে,
নিত্য সখা সহ গিয়া, করিব মিলন। ”

কহিলা দাসেয়ী—“ এবে জানিলাম, কভু
নাহি লাগে কোন চিহ্ন, হুতাশনে,—সদা
সমুজ্জ্বল যিনি নিজ-ধর্ম্মগুণে ! তাই
তুমি ! কি করিবে বল সৌদামিনী, যার
অর্থলোভে, দাবানল-সম, জ্বালিয়াছি
আহা, ভীষণ আগুণ, তব সুকুমার-
হৃদয়-মাঝারে আমি !—দেহ গো ছুরিকা
মম করে ; এইক্ষণে সাক্ষাতে তোমার
ত্যজিয়া পাপ পরাণ, লাঘবি কলুষে !

তার পর দাসী ডাকি সদাগরে, ভাসি
আঁখিনীরে, নিবেদিলা যতেক ঘটনা,
একে একে। শুনি সাধু কান্দিলা বিস্তর
দুহিতার করে ধরি ;—না জানিয়া কষ্ট
কত দিয়াছে তাঁহারে, এই ভাবি। সতী
প্রভাবতী বিসর্জ্জিলা আনন্দাশ্রু, সিক্ত
করি পিতৃ-পাদ-পদ্ম,—শত ধন্যবাদ
সহ, প্রণমি মানসে, সেই কৃপাময়
সদা-সত্য-সহচর, জগৎ-ঈশ্বরে।

দশম দিবসে তরীত্রয় উতরিলা
আসি পুণ্যক্ষেত্র সাগর সঙ্গমে। কিবা
মনোহর সেই স্থান !—প্রসারি শতেক

যাহু যেন, রজত-বরণী গঙ্গাদেবী
আলিঙ্গন করিছে সাগরে, আহা মরি !
যার লাগি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, মরুক্ষেত্র
নিবিড় অরণ্য আদি করি অতিক্রম,
সহস্র সহস্র ক্রোশ এসেছে বাহিয়া,
নাহি গণি ক্লেশ ! ধন্য, সতী-পতি-ভক্তি ! —
শোভিছে সে স্থল যথা, সুনীল জলদ-
আচ্ছন্ন-আকাশে খেলিতেছে একেবারে
শত সৌদামিনী !—কিংবা, স্থলে জলে যেন,
বিবাদিছে নিজ নিজ অধিকার লাগি।

চলিলা তরিকা-দল উর্ম্মিদল ভেদি—
অকূল অর্ণবে হেলিতে ঢুলিতে, করী-
দল যথা, দলিয়া কমল বন ! ক্রমে,
অনলের আভা-সম জল রাশি হ'তে
প্রকাশিল পূর্ব্বদিক ;—দূরে শক্রধনু
যেন, উদিল অম্বুতে ঈষদ রঞ্জিয়া
তরঙ্গ-কুলের অগ্রভাগ ; সেই ক্ষণে
দেখিতে দেখিতে লোহিত বরণে, শোভা-
পূর্ণ প্রভাকর হইল প্রকাশ, স্বর্ণ-
অলঙ্কারে বিভূষিয়া সাগর শরীর !
পালিদণ্ড যত, বায়ুস্ফীত-শুভ্র-পালি
সহ, শোভিলা যথা, রজতাঙ্গ পিণাকী
শঙ্কর ! এবে একদিক তার রঞ্জিয়া
সুবর্ণ কিরণে ভানু দেব, হরগৌরী-

মূর্ত্তি প্রেমময়, করিলা প্রকাশ! ইহা
হেরি মুগ্ধ হ'য়ে বায়ু কুলেশ্বর, সম-
ভাবে আহা, লাগিল বহিতে, রক্ষিবারে
সেই নেত্রানন্দ-প্রদ, সুন্দর মূরতি।
কিছুকাল পবনের এ প্রসাদে, পোত-
দল ছুটিলা নক্ষত্র-বেগে ;—হর্ষচিত্ত
সর্ব্বজনে পাসরিয়ে পূর্ব্বকার দুঃখ!
সুখ দুঃখ ক্ষণ-স্থায়ী মানব-জীবনে।
এইরূপে চলিতেছে সপ্ত-দিবা-নিশি
বারিধি-হৃদয়ে, সে অর্ণব-রথ-দল
নৈঋ'তাভিমুখে—হেন অনুমানি, পাণ্ড্য,
কিংবা ছোল রাজ্যে, স্বল্পকাল পরে, রবে
স্থাপিয়ে উপনিবেশ, পোঁছি যুবা যত।
বুঝিতে পারিয়া দেব ত্রিদিব ঈশ্বর
আদেশিলা দেব প্রভঞ্জনে—"যাও দেব
অনুচর দলে তব, রাখহ একত্রে
সাজাইয়ে ; পরে উদীচী দিকেতে যবে,
হেরিবে আমারে নভো-গজারূঢ় ঘন
ব্যোম-ধূমাবৃত ; বহিবে তুমুল ঝড়,
ঘোর রবে কাঁপাইয়ে দিক দশে ;—লঙ্কা
ধামে আমি লইব বিজয়ে। সঙ্গে লয়ে
তুমি যত যুবক-সন্তানে নাগদ্বীপে
দিবে রাখি ; রমণী যতেক, সুযতনে
লইবে মহীন্দ্রে (১)। শাপভ্রষ্ট সহচর

(১) দ্বীপ বিশেষ।

সহচরী মম, তারা; স্বল্পকালে পা'বে
স্থান অমরাবতীতে, ত্যজি দেহ। পরে,
যবে রাজপুত্র সহ বন্ধুগণ, পূর্ণ
কালে, সাধিয়ে দেবের কার্য্য, আসিবে এ-
স্থলে; মিলিবে সকলে সুখে।" এত শুনি
গেলা চলি অঞ্জনা-রঞ্জন বায়ুপতি!
দেখিতে দেখিতে, বায়ু বিনা গতি-হীন
তরীত্রয়! পালি বস্ত্র, শিথিল ক্রমেতে—
পড়িলা ঝুলিয়া ওই! পয়োনিধি যেন
নিদ্রিত আপনি—চলে না তরণী আর!
ডাকিয়ে নাবিক দলে বাহিতে বলিল
কর্ণধার;—পলক পড়িতে, সারি সারি
নৌদণ্ড পড়িলা নিথর জলে, চেতন
করিতে যেন, ঘুমন্ত সাগরে! পুনশ্চ
চলিলা ধীরে তরণী নিচয়, কাটিয়ে
জল, কল-কল রবে; কোটী কোটী মুক্তা-
ফল লাগিল ফলিতে দণ্ডের আঘাতে;—
বর্ণের আকর বিভাকর, উজলিলা
সে সকলে—হেরি জুড়ায় নয়ন মন!
ক্রমে অংশুমালী-দেব অগ্নিমালী হ'য়ে
অসহ্য আগুণ জ্বালি লাগিল দহিতে
মাল্লা দলে। শ্বাস-রুদ্ধ যেন বায়ুবর!
ঘর্ম্মাক্ত শরীর, ম্লান-মুখ, ঘন-শ্বাস
বাহী দাঁড়ী যত, মরিতে মরিতে তবু

তুলিছে ফেলিছে দাঁড় সবে। সে সবার
মুখ হেরি, বিজয়ের দয়া উপজিল;
স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে, বিশ্রামিতে ক্ষণকাল
করিলা আদেশ;—নিমেষে সকল দণ্ড
উঠিল নৌকায়—অচল সমান জল-
যান, অচল হইলা! নিস্তব্ধ সকল;
কোন জলচরে, নাহি হেরি কোন স্থানে!
তার পর সূর্য্যদেব ডুবিতে সাগরে
নামিল পশ্চিম দিকে, তথাপি নির্ব্বাত
হেতু গুমট প্রবল! জলরাশি যেন,
জ্বলন্ত অনলোত্তাপ, ছাড়িছে নিশ্বাস;
যায় প্রাণ, অস্থির সকল প্রাণী, সেই
নিদারুণ নিদাঘ-দলনে, ভয়ঙ্কর।
কৃষ্ণবর্ণ রেখা কিবা যেন, হেন কালে
উদিলা উদীচীদিকে—ক্রমে ধূমাকার
ধরি সেই লাগিল বাড়িতে!—ও কি মেঘ?
ওই না কি চমকিলা ক্ষণপ্রভা-সম?
বলিতে বলিতে গগনার্দ্ধ সমাচ্ছন্ন
ঘোর ঘন-ঘটা-জালে, একেবারে!
প্রলয় ঝড়ের শব্দ ধ্বনিল শ্রবণে—
পর্ব্বত সমান জল নাচিল সুদূরে!
"সামাল সামাল" উঠিল সত্বরে রব;
নাবিকের দল, ত্রস্ত আসি রসা রসী
লাগিল খুলিতে—নামাইলা পালি, ছোট

বড়, মুহূর্ত্ত মধ্যেতে ; কর্ণধারগণ
সুদূরে লইল নিজ নিজ তরী ; মাল্লা
যত কোমর বান্ধিয়া, কাণ্ডারী কটাক্ষ
লক্ষ্য করি, রহিলা প্রস্তুত। ততক্ষণে
নিবিড় নীরদ রাশি ছাইলা আকাশ ;
পলাইলা প্রভাকর পয়োনিধি-তলে ;
ঘোর গভীর নিস্বনে বহিলা বিষম
ঝড় ; আস্ফালিলা ক্রোধে অম্বুরাশি—উচ্চ
শৃঙ্গবর-সম ঊর্ম্মিকুল ঊর্দ্ধে উঠি
অঙ্গ ফুলাইয়ে, রোধিতে লাগিলা ভীম
প্রভঞ্জনে ;—মহা শব্দ উঠিলা সে কালে,
পিতৃ-বৈরী হেরি ঘন-দল, কড় কড়ে
নিনাদিয়ে বজ্রনাদ, প্রকম্পনে তীক্ষ্ণ
বাণ-সম, লাগিলা বিন্ধিতে মুষলের
ধারে, বরষি অজস্র জল ; বড় বড়
করকা নিচয় লাগিল পড়িতে, চূর্ণি
পবন দেবের দেহ ; কভু বা দগ্ধিতে
লাগিল তাঁহারে, ক্ষণ-প্রভা মেঘাগুণ !
মহাঘোর দম্ভোলি-নির্ঘোষ শুনিলেন
মুরজা দেবী রত্ন গৃহে বসি, অতল
জলের তলে ! সবার হেরি শত্রুভাব,
কোপিলা শ্বসন—মহান ঘোর নিস্বনে
বীর, লাগিল বহিতে, ঘুরাইয়া যত
মেঘ দলে—উড়াইয়া বৃষ্টিধারা—ঊর্ম্মি-

কুলে আছাড়ি সবলে ; কার সাধ্য রোধে
গতি তাঁর, বীর অজেয় জগতে ! ক্রমে
বাড়িল বিকট অন্ধকার ঘোরা নিশা
আগমনে, নাহি হেরি কিছু, জগতের
এই অসীম সৃষ্টিতে !—হইল প্রলয়
একি? সূর্য্য চন্দ্র তারাকুল পাইলা কি
লয়? না—ওই যে চটুলা চমকি, দিলা
সব দেখাইয়া ! ঘোর বজ্রনাদে কর্ণ
গেল বিদারিয়ে ! পুনঃ তমোময় ঘোর,
কিছু না হেরি নয়নে ; কাঁপিছে হৃদয়
মারুতের অশনি অপেক্ষা অতি ভীম
হুহুঙ্কারে—তায় জলের কল্লোল মিলি,
ভয়ঙ্কর মহা প্রলয়ের রোলে, বিশ্ব
কাঁপিতে লাগিল যেন ! এইরূপে মহা
তোল পাড়, উলট পালট ঝড় ; বৃষ্টি
অবিশ্রাম ; ঝন ঝন ঝঞ্ঝনা নিনাদ ;
ভীষণ সিন্ধু গর্জ্জন ; ধ্বনিল জগতে
মহা রবে সারানিশি ! নাহি জানি গেল
কোথা, সুসজ্জিতা বারি-রথত্রয়, ল'য়ে
বুকে করি, আহা মরি, কত যে অমূল্য
ধনে—নির্দ্দোষি অবলাকুল, আর শত
শত জীবন-অঙ্কুর, সুকুমার শিশু !

প্রত্যূষে পর দিবস, কল্পনা-সুন্দরী
সাথে হেরিনু অদ্ভুত দৃশ্য—শিহরিয়া

উঠে প্রাণ, স্মরিলে সে কথা! স্বর্ণ-লঙ্কা
(নহে এবে) উপকূলে দেখিনু বিজয়ে,
সপ্তশত বীর-বৃন্দ, আর মাল্লা কত
ধরণী লুণ্ঠিত, করিছে রোদন। তরী
বিজয়-বাহিনী, কা'ল এতক্ষণে কিবা
মোহিনী সজ্জায়, বিস্তারিয়া পাখা, দম্ভে
করিছে গমন সিন্ধু-মাঝে!—বিচ্ছিন্না সে
এবে, ভগ্না নানা স্থানে—কোথা গেছে
পালি, কোথা পালি দণ্ড, কোথা ছই, কোথা
কর্ণ, কিছুই না জানি? অর্দ্ধ-পূর্ণা জলে
আড় হ'য়ে র'য়েছে পড়িয়া—যেন শোকে,
কাঁদিছে যুবকগণ সহ! কিন্তু, কোথা,
রে অভাগি, সখীদ্বয় তোর! হৃদে যার
অপোগণ্ড শিশু, আর অবলা অঙ্গনা-
গণ ছিল রে বিরাজমান? কোথা তারা
এবে? তবে কিরে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর রক্ষঃ-
সম এই নৃশংস জলধি গ্রাসিয়াছে
সে সবায়? তাহাদের সনে, আর কিরে
জনমে না হ'বে দেখা?—বলিবে কল্পনা।

ওই শুন ডুকরি কাঁদিছে, হারাইয়া
নিধি পয়োনিধি মাঝে, যুবক সকলে,—
" হা বিধে, কেন বা মম এই ছার প্রাণ
জীবন্ত এখন, বিসর্জ্জি'রে প্রাণাপেক্ষা-
প্রিয়তমা প্রেয়সীরে, আর নবনীত

নিভ কোমলাঙ্গ পুত্রবরে !” বিলাপিছে
কেহ এই কথা বলি। “উহুঃ যায় প্রাণ !
হা প্রিয়ে, আসিয়ে দেখা দেহ একবার ;
কি দোষে ত্যজিলা বল এই অভাজনে ?”
হা পুত্র প্রাণের পাখি—মধুমাখা কথা
ক’য়ে বাপ, জুড়া রে পরাণি !” বলিতেছে
কোন জন, নিশ্বাসেতে ভেদিয়া পাষাণ।
সাগর সলিলে কেহ বিসর্জ্জিতে প্রাণ,
ধাইলা স্ববেগে;—নিবারিলা অন্যে তাহে,
কান্দিতে কান্দিতে ! সেই দুঃখে দহি সেই
জন,—হায়, সবার ঘটেছে সম দশা !
হেন কালে জলে—হেরি আশ্চর্য্য সকলে—
সারি দিয়া শিশু কোলে করি, সন্তরিছে
যুবতী কতকগুলি, মস্তক তুলিয়া
অদূরে ! হায় রে, বিধির সৃষ্টি কে পারে
বুঝিতে ! এঁরা কি আহা, পাইয়াছে ত্রাণ
কালের কবল হ’তে ?—বিস্ময় মানিয়া
কয়েক যুবক ডিঙ্গা বাহি রক্ষিবারে
চলিলা সত্বরে, শিশু ও অবলা-গণে।
ছুটিলা রমণীগণ তরণী হেরিয়া,
সিন্ধুমাঝে ! বাহিল যুবকগণ করি
প্রাণপণ ; কিন্তু হায়, যাইতে নিকটে
পুচ্ছ দেখাইয়া সবে, ডুবিলা সাগরে !
অধোমুখে তটে ফিরি আইল সকলে

তীক্ষ্ণ-শেলসম-শোক বিন্ধিলা বিষম! (১)
সাশ্রু আঁখি জড়প্রায় উঠিয়া বিজয়
কহিলা সবার প্রতি—"আমার কারণে
প্রিয়-বন্ধুগণ, দেশত্যাগী তোমা সবে!—
ডুবিলা সমুদ্রে আমা লাগি, তোমাদের
হায়, প্রাণের প্রতিমা!—নিঃসন্তান আরো
হইলে পাপিষ্ঠ হেতু—ধিক্ ধিক্ মোরে!

---

(১) মিগাস্থিনীস্ লিখেন যে, তাপ্রবেণী (তাম্রপাণি অর্থাৎ লঙ্কা) দ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রে সাগরাঙ্গনারা (Mermaids) বিচরণ করে! আরবদিগের মধ্যেও ইহার প্রবাদ আছে; এবং অস্মদ্দেশেও ইহার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; ফলতঃ এমন কখনই হইতে পারে না যে, ইহার মূলে কিছুই নাই। প্রকাশিত হইয়াছে, সিংহল-উপকূলে দুগঙ্গ (Dugong) নামে এক প্রকার জলচর আছে, যাহাদের মুখাবয়ব কথঞ্চিৎ মনুষ্য-মুখের ন্যায়; এবং স্তন প্রভৃতিও মনুষ্যাকারে গঠিত; ইহাদিগের অপত্য-স্নেহ অতি প্রবল; এবং ইহারা শাবক লইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত ভাসাইয়া যখন সন্তরণ করে, দূর হইতে, ইহাদিগকে তখন মানুষী বলিয়া উপলব্ধি হয়। ১৫৪০ খৃঃ মানেয়ার প্রণালীতে ইহার ৭টা ধৃত হইয়া গোয়াতে প্রেরিত হয়, যথায় দিমাস বোস্কেজ্ (Demas Bosquez) ইহাদিগের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া মনুষ্যের অভ্যন্তরীন গঠনের সহিত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। একটী মৃত দ্বিগম (?) ১৮৪৭ খৃঃ সর উইলিয়ম টেনেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট—কিন্তু ইহা অপেক্ষায়ও ইহাদিগকে বৃহৎ দেখা যায়।

এ পাপ পরাণ এখন নাহিক গেল
এ দেহ ত্যজিয়া! মা আমার বিসর্জ্জিলা
প্রাণ!—সেই পাপে অহর্নিশি জ্বলিতেছে
হৃদি—পুনঃ এই সর্ব্বনাশ আমা হ'তে!—
কেমনে এ পাপ-পঙ্ক মাঝে পাই ত্রাণ,
না জানি উপায়! থাকিলে জীবিত, কত
নব নব কলুষেতে কলুষিবে প্রাণ,
না পারি বলিতে—পাপ-প্রতিমূর্ত্তি আমি!
অতএব কি কার্য্য রাখিয়া তুচ্ছ প্রাণে,
এখনি ডুবিব আমি সাগর সলিলে!
ক্ষম অপরাধ, প্রিয়ামাত্যগণ, এই
নির্দ্দয় পামরকৃত যত; জনমের
মত দেহ হে বিদায়, দুরাত্মা বিজয়ে।"

এত কহি চলিলা কুমার তবে তনু
ত্যজিবারে, সংবরিয়া অশ্রুবারি—অগ্নি-
শিখা সম অনুতাপ যেন, শুষিল সে
নয়নের জলধারা!—গম্ভীর ভাবেতে।
"সে কি, একি সর্ব্বনাশ হায়"—বলি সবে
উঠিলা দাঁড়ায়ে; ত্রস্ত অনুরাধ ধীর
ধরিলা বিজয়ে। কহিতে লাগিলা মিত্র,
স্থির হও প্রাণসখে, না হয় উচিত
তব ত্যজিতে সকলে; সুকাণ্ড বিহনে
শাখাচয় জীয়ে কতক্ষণ! আর শুন,—
পরামর্শ করি, সবে মিলি হ'য়েছে যে

কাজ, দোষী সবে তায় ; আপনি ত্যজিবে
প্রাণ বল কি লাগিয়া ? যদি একান্ত হে
প্রিয়তম এই তব পণ, চল তবে
সকলে মিলিয়া নিমজ্জি সিন্ধু-সলিলে !—
বাসনা কাহার বল, হারাইয়া দারা-
সুত—পুনঃ তোমা হেন প্রাণের বান্ধবে,
বাঁচিতে বিজন এই দেশে ? ক্ষণকালে
এ সৌর জগত—গ্রহ, উপগ্রহ আদি
ধূমকেতু—বিধ্বংস হইবে, সূর্য্যদেব
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হ'লে ! তুমি এ সবার প্রাণ,
সকল আঁধারময় হ'বে তোমা বিনা !"
"সাধু সাধু" বলি সায় দিলা অনুরাধে
যত মিত্রগণ। "এ'স আলিঙ্গন সবে
করি পরস্পরে, হাসিতে হাসিতে ত্যজি
প্রাণ, দেখা করি প্রাণ-প্রিয়-জন সহ"—
এত বলি মাতিল সকলে—যমপুরী
আক্রমিবে যেন, হেন লয় মনে !
প্রমাদ গণিয়া দেব-শচীপতি আজ্ঞা
দিলা, দেবী দৈববাণী প্রতি, প্রবোধিতে
সে সবায় সুমিষ্ট ভাষায়, সুমধুর-
স্বরে। তখনি অমনি দেবী লুকাইয়া
বরবপু শুভ্র-মেঘ-আড়ে, এই কথা
সুধায় ভাষিলা,—"শুনহ সকলে—বৃথা
না করিহ শোক আর ; তোমাদের পত্নী-

পুত্রগণ বিচরিছে সুখময় স্থানে
মনঃসুখে ;—সিদ্ধ করি দেব-কার্য্য সবে
আইলে এখানে, মিলিবে সকলে ;—মর্ত্ত্যে
দেখা না হইবে আর তাহাদের সনে—
দেবতার ইচ্ছা এই। নিবৃত্ত এ আত্ম-
নাশ-পাপ হ'তে, অথবা দেবের ক্রোধে
পড়ি স্বর্গ হারাইবে, কহিনু নিশ্চয়।"
এতেক কহিয়া নীরবিলা দৈববাণী
দেবী ;—বহিলেন শব্দবহ সকলের
কানে সে ভারতী ; দেবী প্রতিধ্বনি, বারে
বারে উচ্চারিলা সেই কথা, পাছে কেহ
না পায় শুনিতে ;—দেবতার কিবা লীলা!
চমকিলা মরণ-উন্মুখ যুবাদল
শুনিয়া আকাশ-বাণী! বিষাদিতে পুনঃ
বসিলা সকলে, আশু না পারিয়ে মিলি-
বারে হারানিধি সহ ; দরিদ্রের আশা
যথা, দাতার নিকটে পা'য়ে মাত্র অর্দ্ধ-
চন্দ্রে রজতের স্থানে, বিলাপে গোপনে!

ইতি সিংহল বিজয়ে কাব্যে সমাগমো
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

এইরূপে সারা দিন বিলাপিলা সবে
সেই উপকূলে পড়ি, হাহাকার রবে।
তাম্রবর্ণ মাটী লাগি রঞ্জিল সবার
করপুট—কি বিকট ভাব! দল বাঁধি
যেন সহস্র নৃ-হন্তা ভুঞ্জিছে মলিন-
মুখে অন্তর-যাতনা, দুষ্কর্ম্মের ফল!
অথবা বিষম শোকে, বক্ষঃ বিদারিয়া
হৃদি-রক্ত-স্রোতে হস্ত ক'রেছে রঞ্জন!
যাহা হ'ক, এই হেতু তাম্রপাণি (১) নাম,
ধরিলা সে স্থান। আপনি শ্রীলঙ্কা দেবী,
সৌভাগ্য মানিয়া, হইলা বিখ্যাতা সেই
(২) নামে, মনের উল্লাসে—ধন্য লো সুন্দরি!
নিশা আগমনে সবে, উঠিয়া চলিলা
পূর্ব্বদিকে, ধীরে ধীরে অতি, লোকালয়
করিতে সন্ধান ক্ষুধার উদ্রেকে। ক্রমে,
ছাড়াইয়া বহু পথ, হেরিলা অদূরে
প্রভাত সময়—মনোহর শৃঙ্গবর

---

(১) বর্ত্তমান পুত্তলামের (Putlam) নিকট।

(২) সমস্ত সিংহলদ্বীপও তাম্রপাণি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইহার অপভ্রংশে "তাপ্রবেণী" ব্যবহার করিত।

অপূর্ব্ব-দর্শন ! নবোদিত-ভানু-করে
রঞ্জিত সে বর-বপু—কোথা রে সুমেরু
সুবর্ণে গঠিত কায়া তোর, এর কাছে !
ঝর ঝর ঝরে বিমল চন্দ্রমা সম
নির্ঝর-নিচয়, (১) পম্পা কর-প্রদায়িনী,
কাঞ্চন সদৃশ সেই অঙ্গে ঝরিতেছে !
যথা, দোলে মুক্তাহার সুবর্ণ-বরণী
গিরিরাজ-বালা, শিব-সোহাগিনী দেহে।
বৃক্ষ নানাজাতি, শোভিছে নগ-শরীরে
প্রলোভিয়া পথিকেরে, চারু ফুল ফলে।
শাক্যের প্রার্থনা মতে, রক্ষিতে সবারে,
(নবধর্ম্ম প্রচার কারণ) আসি তথা
আপনি শ্রীবিষ্ণু দেব, (২) মহোচ্চ বিশাল
শাল তরুদ্বয়, যথা অদ্রি-সন্নিকটে,
বসিলা মুনির বেশে। সহসা হেরিলা
সেই তেজঃপুঞ্জ ঋষিবরে মহোল্লাসে,
যত বিজয়-বান্ধব যথা, ধ্রুব তারা
নাবিকের দল—ঘোর মেঘাচ্ছন্ন নৈশা-
কাশে, তরঙ্গ-সঙ্কুল-ভীষণ-সাগরে।
ক্রমে আসিয়া সত্বরে যুবক সকলে
প্রণমিলা পরিব্রাজে গাঢ়-ভক্তিভাবে।
তারপর জিজ্ঞাসিলা, জুড়ি করদ্বয়,

---

(১) পম্পারিপো নদী। (Pomparipo or Kalwa river)
(২) মহাবংশ (ch. VII. p 47)

কুমার বিজয়—"কহ দেব কোন্ দেশ
এই, লোকালয় আছে কত দূর—কহ
কৃপা করি ?" কহিলেন অতি সুমধুর
সাদর সম্ভাষে, আশীষি সকলে দেব—
"এ নহে নূতন কোন দেশ—এই স্থানে,
রঘুকুল-রবি জানকী-জীবন, বধি
রক্ষঃকুলে উদ্ধারিলা সীতা-সতী—লঙ্কা-
দ্বীপ হয় এই ; লোকালয় রয় বহু-
দূরে ; কত শত শত যক্ষ দুরাচার
বিচরে এদেশে এবে, ভীষণ-আকার—
দেবের ইচ্ছায়, রাবণ যেমতি, যক্ষঃ-
রাজ কালসেন, তব বাহুবলে হবে
নিপাতিত ; ধরিবে সিংহল নাম এই
লঙ্কাধাম, তোমা হ'তে বিজয় সিংহল।"
এত কহি, লয়ে শান্তি-জল কমণ্ডলু
হ'তে ছিটাইলা সবার মস্তকে ; পরে
প্রত্যেকের বাহু মাঝে বাঁধিলা কবচ,
অতীব যতনে। সতর্ক করিয়া, যত
যুবকে কহিলা পুনঃ কমলার পতি—
"সাবধান কভু যেন, কাহার কথায়
না ত্যজিহ এই কবচেরে, কেহ কোন
মতে ; নারিবে কখন যক্ষদল যত
বধিতে কাহাকে, ইহার প্রভাবে।
বিভীষণ হেতু যথা, মরিলা কর্ব্বুর-

কুলপতি, তথা যক্ষেশ্বর বিনাশিত
অসংখ্য সৈন্যের সহ, হইবে নিশ্চিত
কোন যক্ষবালা লাগি। না করিহ ভয়
দুরন্ত যক্ষ বলিয়া; লভিবে বিজয়
সম্মুখ সমরে, দেবের কৃপায়”—এত
কহি দেব করিলা প্রস্থান, মৃদু হাসি—
নাশিল সবার তায়, মানস আঁধার!
ক্রমে গিয়া বহুদূর খর-কর, করে-
ক্লান্ত এবে বঙ্গীয় যুবক যত শিলা-
পট্টে বসিলা সকলে, পাদপচ্ছায়ায়।
হেনকালে তথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি
কুবেণীর দাসী, কালী নামেতে যক্ষিণী,
হেরিলা সকলে। অমনি কুক্কুরী-বেশ,
ছলিতে মানবগণে, ধরিলা পাপিনী।
সম্মুখে আসিয়া কত মত ভঙ্গি করি
খেলিতে লাগিলা কুহকিনী বিমোহিয়া
মন সবাকার। সে শূনী পালিতা ভাবি,
কেহ কেহ লোকালয় নিকটে বুঝিলা।
কোন বীর উঠি চলিলা পশ্চাতে তার;
যথা, স্বর্ণ-মৃগে হেরি রাজীব-লোচন
রাম ভুঞ্জিবারে ক্লেশ! নিবারিলা তায়
কুমার বিজয়। ক্ষুধার্ত্ত বান্ধববর
না মানিয়া বাধা, আশ্বাসি তাঁহারে, দ্রুত-
পদে সরমা পশ্চাতে, ধাইল আবার।

অনতিবিলম্বে, গিরি-অন্তরালে, এক
রম্যস্থানে আসি উপনীতা সারমেয়ী (১)
লইয়া যুবারে। কিবা মনোহর সেই
স্থল! বিস্তীর্ণ সরসী, অমৃত-উদক-
রাশি ধরিয়া গর্ভেতে, বিদ্যমান অতি
মোহন স্বরূপে, যথা রে লাবণ্যবতী-
নারী, সুন্দরী সম্পূর্ণ-যৌবনা! শোভিছে
চারি দিকে তার, নানা জাতি তরুলতা,
সুমিষ্ট-সুদৃশ্য-ফল-ভরে-অবনত;
পাখীকুল উন্মত্ত হইয়া মধু-রসে
আনন্দিত মনে, বিভুগুণ করে গান!
অদূরে নিভৃত-স্থানে তপস্বিনী-রূপে
বসিয়া কুবেণী সতী, শ্রেষ্ঠ যক্ষবালা,
সহর্ষ নয়নে হেরিতেছে যুবা নরে
পাইয়া শিকার। না জানে বিজয়-বন্ধু
আছে লুকাইয়া অমৃত মাঝে গরল!
হেরি সরোবরে, আর নানাবিধ ফল
মধুময়, ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত যুবা নামিল
তাহাতে; স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ জলে অবগাহি
দেহ, লভিল আনন্দ কে পারে বর্ণিতে;
ক্রমে উঠি তটোপরি পাড়িল সুপক্ক,
মিষ্ট ফল কত—পনস খর্জ্জুর আম্র
আদি; স্নিগ্ধকর নারিকেল বাড়াইয়া

(১) মহাবংশে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাত আপনার—ফলে এত খর্ব্ব গাছে
এই ফল এই দ্বীপে ! ভক্ষিল পারিল
যত মনের হরিষে তরুণ তখন।
শান্ত করি ক্ষুধা, পরে পান করি জল
যবে উঠিলেন কূলে পুনঃ, ভীমারূপী
কুবেণীরে হেরিলা সম্মুখে সে যুবক !
ভীষণ-কর্কশ-স্বরে কহিলা কুবেণী—
"কে তুই মানব ! হেথা আ'লি কোথাকারে ?
সিংহীর বিবরে তুই আজি ! কেন তুলি
ফল যত করিলি ভক্ষণ ? ফেল তোর
কবচ বন্ধন, নতুবা এখনি তোরে
গ্রাসিব পামর। উত্তরিলা যুবাবর—
"আশ্রমবাসিনী তুই, জানিয়ে আপনি
ভক্ষিয়াছি তোর এই অপবিত্র ফল-
মুল আদি, দেবের বর্জ্জিত ! রে যক্ষিণি,
রাক্ষসী-প্রকৃতি তোর জানিলাম আমি
এবে, তাই চা'স এই কবচ মোচন
করাইতে, রে পাপিনি ! কি বলিব নারী
তুই, নতুবা এখনি তোরে যমালয়ে
দিতাম পাঠা'য়ে"। শুনি বিকট হাসিয়া
যক্ষবালা আদেশিলা অনুচর-দ্বয়ে
রুদ্ধ করি রাখিতে মানবে, তমোময়
ভীষণ ভূগর্ভ-স্থিত গুপ্ত কারালয়ে।
ক্ষণমাত্রে অদর্শন হইলা যুবক !

এ দিকেতে বান্ধবের বিলম্ব দেখিয়া
অন্য একজন উঠি চলিলা, যে পথে
যাইয়াছে পূর্ব্ব-বন্ধু কুক্কুরী সহিত,
লোকালয় অন্বেষিতে। তিনিও তদ্রূপ
পূর্ব্বস্থানে, নিবারিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ফল-
মূলাহারে, কুবেণী কর্ত্তৃক, কারাগারে
রুদ্ধ তখনি হইলা। এইরূপে ক্রমে
ক্রমে যত মিত্রচয়, লভিলা নিবাস
সেই ঘোর অন্ধকার বন্দিশালে, (১) যথা
তৃণলতা লোভে, না জানিয়া পশুগণ
গভীর গহ্বর, অভ্যন্তরে পড়ে ক্রমে
আসি। এই বুঝি সেই কারা, ধনপতি
যাহে, বহুকাল পরে, ছিল কিছুকাল—
দেখাতে না পারি কমলে-কামিনী কালী-
দহে, শালবান, সিংহল ঈশ্বরে। এবে
করে কি বিজয়, চল দেখি একবার।
ক্রমে হেরি না ফিরিল কেহ, সপ্তশত
বান্ধবের মাঝে, সহ অনুরাধ, ধীর
প্রাজ্ঞ বীর; বিচারিল মনে সিংহবাহু-
সুত, বীরেন্দ্র বিজয়,—" না ত্যজে দুর্ভাগ্য
সঙ্গ অভাগা যে হয়—এই কয় দিনে
কি কষ্ট না ভুঞ্জিলাম, পত্নীপুত্র মাতা
বিসর্জ্জিয়ে—আর যত বালক বনিতা!

(১) Mahawansa Ch. VII. P. 48.

পুনঃ যক্ষ দলে, একি, বিনাশিল মম
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুগণে! একেলা কি
লঙ্কাপতি হইব আপনি? তুমিও কি
পরিব্রাট্ যক্ষ-নিয়োজিত চর? তবে
যা আছে কপালে—উদ্ধারিব মিত্রগণে
অথবা যক্ষের অস্ত্রাঘাতে যমালয়ে
লভিব বিশ্রাম!" এত ভাবি সুসজ্জিত
হইলা বিজয় বীর-বেশে। কিবা অসি
ভাতিল বিশাল উরুপরে; চর্ম্ম, চন্দ্র-
সম প্রভাময়, বিবিধ ভাস্কর্য্যে শোভা-
কর, উজলিল পৃষ্ঠদেশ; ইন্দ্রধনু
বিনিন্দিয়া আভা, শোভিলা কার্ম্মুক বাম-
করে; মণি-মুকুতা খচিত, খরবাণ-
পূর্ণ, মহা তূণীর ঝুলিল স্কন্ধোপরি।
এইরূপ মনোহর ভয়াবহ সাজে
চলিল বিজয়, পূর্ব্বপথ অনুসরি,
ধনুর্ব্বাণ হাতে। স্বল্পক্ষণে নিরখিল
সেই রম্য জলাশয়, অপূর্ব্ব উদ্যান,
আর কুবেণীরে ছদ্মবেশে বসি বৃক্ষমূলে।
উচ্ছিষ্ট যতেক ফলমূল পড়ি তটে,
আছে অগণিত; অসংখ্য মানব পদ-
রেখা চারিদিকে। দেখি এই সব, ক্রোধে
যুবরাজ, কুবেণী প্রমাদ ঘটায়েছে
বুঝিয়া তখনি, জিজ্ঞাসিলা তায়—" কোথা

সহচরগণ মম বল সত্য করি,
ভয় নাই নারীজাতি না হিংসি আমরা,”
কহিলা কুবেণী—“কি কার্য্য বলহে তব
সে সব জানিয়া; করি স্নান যুবরাজ
বিজয় সিংহল, ভক্ষণ করহ এই
উপাদেয় সুদুর্লভ ফল, সুশীতল
হবে প্রাণ;—কেন মিছা পর লাগি ব্যস্ত
এত তুমি।” ভাবিল কুমার মনে—“মম
পরিচয় যত, কিসে জানিলা রমণী?
নহেত মানবী কভু এই, যক্ষবালা
সুনিশ্চিত; এই কুহকিনী ঐন্দ্রজালে
ছলিয়াছে যত মম প্রাণের বান্ধবে।”
এতবলি নিষ্কোষিলা ধাঁধিয়া নয়ন,
অসি প্রভাময়; ধাইল কুবেণী লক্ষ্য
করি;—হেন কালে দুই যক্ষ, ভয়ঙ্কর-
রূপ, আসি রোধিলা বিজয়ে, শস্ত্রপাণি।
কাঁপিল কুমার ক্রোধে, সঞ্চালিল খড়্গ
তীক্ষ্ণধার বিদ্যুতের বেগে;— সেইক্ষণে
এক জন পড়িল ভূতলে ছিন্ন-শিরঃ!
রক্তস্রোতঃ বহিয়া রঞ্জিলা সেইস্থান,
ঘোর দরশন। পলাইয়া অন্য যক্ষ
বৃক্ষ অন্তরালে, টঙ্কারিয়ে দৃঢ়ধনু
বাণ-বৃষ্টি লাগিলা করিতে, মহারোষে।
নিমেষে সিংহল, নিবারিয়া প্রহরণ-

চয়, হানিলা বিষম অস্ত্র আকর্ষিয়া
ধনু—স্বন স্বনে ছুটিয়া সে শর, বাম-
বাহুমূলে তার পশিলা সবেগে—ঘোর-
রবে, নিক্ষেপিলা ধনু যক্ষবর, সেই
ভীষণ আঘাতে। পলকে বিজয়, তাঁর
অব্যর্থ কৃপাণ হস্তে আইলা সম্মুখে—
করে করবাল সাহসে করিয়া ভর
লাগিলা যুঝিতে যক্ষ, করি প্রাণ পণ;
কিন্তু, হায় দেবলিপি কে পারে খণ্ডিতে—
অবিলম্বে যক্ষবপু লোটাইলা ধরা।

ত্রাসিতা কুবেণী হেরি যক্ষের পতন,
প্রাণ লয়ে যায় পলাইয়া—"পাপিয়সি,
ওরে দাসি! যাবি কোথা আর, ভাল চা'স
দে আনিয়ে মিত্রগণে মম, এই দেখ্
অথবা পাঠাই যমালয়ে"—এত বলি
অমনি পাশাস্ত্রে রোধিয়া বিজয়—কেশে
ধরি তার, তুলিলা ভীষণ তরবার
নাশিতে বামারে। (১) করযোড় করি, অতি
করুণ বিনয় স্বরে কহিলা কুবেণী—
"ক্ষম অপরাধ প্রভো, স্ত্রীহত্যা পাতকে
কলঙ্কিত ক'রনা পবিত্র কর তব;
করিনু ধন-যৌবন সব সমর্পণ
নাথ, তব পদে—দেহ ভিক্ষা মম প্রাণ।"

(১) Mahawansa Ch. VII. P. 48.

"কে বিশ্বাসে তোর বাক্যে অয়ি মায়াবিনি!
এখনই সখাগণে আন্‌রে সম্মুখে,
না হইলে আজি, কলুষিব অস্ত্র মোর
তোর হৃদি-রক্ত-স্রোতে! শুনেছি শ্রবণে,
যক্ষদল শপথ ভাঙ্গেনা কোন কালে;
অতএব, শপথ করিয়া, রে পাপিনি,
কহ মম আগে আনিবি সকলে এবে,
তবে তোর মুক্তি লাভ, নতুবা মরণ!"
উত্তরিলা যক্ষবালা—"ক্ষম নাথ, করি
সত্য দেবের সম্মুখে—এখনি আনিব
তব সহচর-গণে! বরিলাম আমি
তোমারে; বীরেন্দ্র! লঙ্কেশ্বর হ'বে তুমি
মম সুকৌশলে—পুনঃ এই সত্য আমি
করিনু তোমার স্থানে, সিংহবাহু-সুত!
শুন দেবগণ! সত্য সম নাহি ধর্ম্ম
এ অবনীতলে—বহেন সকল ভার
ধরিত্রী আপনি, মিথ্যাবদী-ভার তিনি
নারেন সহিতে—অতএব, এই সত্য
অবজ্ঞা করিলে ইহ-পরকালে যেন
ভুঞ্জি তার ফল।" শুনি সরমা-রূপিণী
কালী, যতেক কুমার-সুহৃদে অমনি
দোঁহাকার বিদ্যমানে, আনিলা তখনি;
আশ্বাসিয়া কুবেণীরে তবে দিলা ছাড়ি
নৃপতি-তনয়। ধন্যবাদি যুবরাজে,

মহানন্দে মিত্রগণ দিলা আলিঙ্গন।
গুহ্যক-কুমারী পরে বহুবিধ শস্য
আদি নানা দ্রব্য আনি, দিলেক সম্মুখে
ধরি—পাক করি তাহা সেইক্ষণে, অতি
আনন্দে সকলে নিবারিলা ক্ষুধানল—
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, করিয়া ভোজন।
বিজয়ের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট, সুসন্তুষ্ট-
মনে ভক্ষিলা কুবেণী, কৃতার্থ মানিয়া।
ধন্য পতিব্রতা তুমি ও যক্ষ-দুহিতে!
আমরি কি দারুণ যাতনা বিধুমুখি,
কোন্ দুরন্ত নৃশংস গুহ্যকের করে,
পে'য়ে তুমি ত্যজিয়াছ, সে দুর্ব্বৃত্ত-দলে,
রমণী-কুলরতন! বুঝি কালসেন
দুরাচার, লভিতে তোমারে, তব পিতা
মাতা গুরুজনের অমতে, নাশিয়াছে
সে সবারে বহুকষ্ট দিয়া;—বিধার্ম্মিক
লঙ্কেশ, অমাত্য যত দেছে সায় তায়?
—তাই গো বিরলে বাস—তাই বুঝি ক্রোধ
স্বজাতি উপরে?—পাইয়াছ এবে মনো-
মত নাগর-প্রবর ভুঞ্জ সুখ কিছু-
কাল তরে। কিন্তু সতি! নহে মাতৃভূমি
দোষী তব কাছে; তবে কেন সমর্পিলা
তাঁরে পরপদে, তাঁর অনিচ্ছায়? এই
পাপে, সীতাদেবী যথা, বর্জ্জিতা হইলা

বিনা অপরাধে, হইবে তেমনি। নাহি
গা'ব সেই গাথা এবে—দুঃখের কাহিনী
তব গাইতে বিদরে হিয়া—তাই বলি
করিব তোমারে সুখী, করি রাজ্যেশ্বর,
তব প্রাণের বিজয়ে। তবে যদি কভু
বঙ্গবাসীগণ চাহেন কান্দিতে মম
সহ, তব লাগি, কান্দাইব সবাকারে
উত্তর-কাণ্ডেতে—ক্ষম সতি, নহে এবে!

পরে, রতিরূপ-বিনিন্দিত-দেহে, পরি
দেবতা-দুর্ল্লভ কত অলঙ্কার, যক্ষ
বালা সুশোভিলা ভুবনমোহিনী বেশে—
বনদেবী যেন, বিভূষিয়া বরবপু
বনজ রতনে, সুদৃশ্য কুসুম-চয়ে—
উজলিলা সেই উপবন! হাব ভাব
প্রকাশি তখন, হরিলা পতির মন!
অবশ হইলা যুবরাজ কন্দর্পের
দর্পহারী-সুলোচন-শরে;—পরে কত
প্রেমালাপ দোঁহে আরম্ভিলা, মনঃসুখে।

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রপ্রিয়া খুজিতে নাথেরে
দেখা দিলা ধরাধামে আসি—জলস্থল
অন্তরীক্ষ আবরিয়ে, চুপে চুপে, ঘোর
অন্ধকারে। অমনি তখনি, কুবেণীর
আশ্চর্য্য প্রভাবে, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা
হইলা প্রস্তুত, তরুতলে! বস্ত্রাবাস

আবরিলা তায়; সুগন্ধ চন্দন-চুয়া
পুষ্প নানা জাতি, পূরিলা সৌরভে সেই
স্থান; শয়ন করিলা তথা হর্ষচিত্তে,
যুবক-যুবতী। অদূরে বেষ্টিয়া দোঁহে,-
বঙ্গবাসীগণ সাবধানে, বিশ্রামিলা।
তৃতীয় প্রহর গতা বিভাবরী;—নাহি
শুনি আছে কে জীবিত মহীতলে! স্তব্ধ
সে নিকুঞ্জ বন; নিদ্রিত সকল সখা-
গণ;—পত্রের পতন শব্দ শুনা যায়
কানে! এ হেন সময় জাগিলা বিজয়;
মরি, দেবের কি লীলা! মধুর সুমিষ্ট
সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিলা শ্রবণে—কিন্নর-
বিনিন্দিত-কণ্ঠস্বরে, গাইছে রমণী
যেন! নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র কত রবে
হইছে বাদন, একতানে! চমকিয়া
যুবরাজ জিজ্ঞাসিলা, প্রিয়া কুবেণীরে,—
"কহ প্রিয়ে কিসের সঙ্গীত ঐ? কেন বা,
এ ঘোর যামিনীযোগে জাগিতেছে মাতি
সুধারসে, কত শত লোক? অনুমানি
মনে, নহে মনুষ্য ইহাঁরা, গন্ধর্ব্ব বা
দেব, নাহি জানি! কোন ছলে শুখাইবে
নাকি, আমাদের এই নব-প্রেম-তরু?
কহ বিনোদিনি সহেনা বিলম্ব আর,
হ'তেছে অস্থির প্রাণ মম, প্রাণ-প্রিয়ে!

কহিলা প্রেয়সী, হাসি—“ দেখ কি কুমার
আর, আমাদের শুভ সংমিলনে, দেব-
কন্যা যত মহানন্দে, করিছে মঙ্গল-
গান, গিরিশৃঙ্গে বসি ; অনতিবিলম্বে
নাথ তোমারে লইয়া, বসাইবে অতি
সযতনে যক্ষ-সিংহাসনে ; অতএব
এ'স নাথ সাজাই তোমারে রাজবেশে ! ”
উত্তরিলা নৃপসুত—“পরিহাস ত্যজ
ও রূপসি ! অবগত নহি আমি যক্ষ-
বলাবল ; লইয়া তোমায় কেমনে বা
রহিব এ দেশে নিরাপদে, ভাবিতেছি
তাই মনে—বল প্রিয়ে আছে কি উপায় ? ”
বিজয়ের বিশাল হৃদয়ে রাখি কর,
কহিলা সুন্দরী—“ ভাঙ্গে যদি তরু, নাথ
মহা বাত্যাঘাতে, বল্লরী-যুবতী, পতি-
সহ ধরাপরে, যায় গড়াগড়ি—সম-
যন্ত্রণায় ত্যজে প্রাণ দুই জনে, কিন্তু
সতী আগে। অতএব, নিশ্চিন্ত নহিত
আমি হৃদয়-বল্লভ ; সত্য করিয়াছি,
ছত্রধর হইবে লঙ্কায়, যুবরাজ—
জানি তাহা পারিব সাধিতে ! নিরাতঙ্কে
যদি তোমরা সকলে মম মতে দেহ
মত, বিশ্বাসি আমায়, জীবিত-ঈশ্বর ! ”
কহিলা বিজয়—“ একি প্রিয়ে অনুচিত

কথা আপনার—কভু কিহে প্রভাকর
উদিয়াছে পশ্চিম গগনে? তব সত্য
স্থির, জানি আমি; বারে বারে সে কথার
না কর উল্লেখ, সুধামুখি! আর শুন,
অভিমন্যু নির্ভীক অন্তরে সপ্তরথী-
মাঝে যথা, করিলা তুমুল রণ, রিপু
দলে চমকিয়া—মম সহচরগণ
যুঝিবে তেমতি, একে একে, যত যক্ষ-
মাঝে, হাসিতে হাসিতে—কারে কহে, ভয়,
না জানে ইহাঁরা কেহ। সমর-অঙ্গনে
প্রিয়ে, পা'বে পরিচয় এ জনার। এবে
বল, কেন এ সঙ্গীত আর, উপায় কি
করি? উত্তরিলা হাসিয়া কুবেণী তবে—
" অবগত আছি নাথ, তোমার বিক্রম;
যাহে এ অধিনী তব দাসী! এবে শুন
প্রাণেশ্বর—আছে অদূরে নগরী এক
শ্রীবর্ত্ত নামেতে—রহে তথা যক্ষেশ্বর,
কালসেন নামে, মহাবল সেই বীর।
লঙ্কাপুর-ধামে অপর যক্ষেশ-সুতা,
দেবী পশুমিত্রা, অনঙ্গ-মোহিনী রূপে,
বরিবেন লঙ্কেশ্বরে আজি;—সম্প্রদান
করিছেন তাঁরে কুন্দনামিকা, জননী,
তাহাঁর; তাই নাথ নৃত্যগীত হ'তেছে
সেখানে; অসংখ্য গুহ্যকগণ আনন্দে

উন্মত্ত, করিছে উৎসব সবে। ভোজন
পান বিধিমতে উপাদেয় রূপে, হ'বে
সেই মহাসভাস্থলে, সপ্ত দিবানিশি
অবিশ্রাম ;—পায়স, মিষ্টান্ন, মতিচূর
মনোহরা, মীন, মাংস বিবিধ প্রকার,
সুমিষ্ট সুস্বাদু সোমরস, অগণন
মধুর-অমৃত-সম-ফল, আর যত
কিছু আছে ধরাতলে—অজস্র হইবে
বরিষণ! মদোন্মত্ত বিহ্বল-মানসে
মাতিবে উৎসবে সকলে, গুরুলঘু
না করি বিচার। এমন সুযোগ আর
হ'বেনা কুমার, বধিতে পাপিষ্ঠ-গণে।"
পুলকে পূরিত যুবা উত্তর করিলা—
"যা কহিলে সব সত্য, কিন্তু প্রিয়ে, বল
বা কেমনে, অজ্ঞাত আমরা সব, এই
মায়াময় যক্ষপুরে, পশিব তাহার
মাঝে এত স্বল্পকালে, রণবেশে? বিনা
মানচিত্র, বিনা সাংগ্রামিক পরিমিতি-
আদি, দুর্ভেদ্য-নগরীমধ্যে, কেমনে বা
নিঃশঙ্কে যাইব? কোন্ পথে কত সৈন্য
আছে বিদ্যমান; কেবা নেতা তার, কত
বল ধরে সেই? অশ্ব বা পদাতি, রহে
কোন্ দিকে? কোন্ প্রান্তে, কত দূরে দুর্গ
অবস্থিত? কত সেনা পোষে কালসেন?

এসব বৃত্তান্ত যদি পারহে কহিতে ;
চিত্র যদি পারহে আনিতে ; অবহেলে
বধি যক্ষরাজে লইব লঙ্কার রাজ-
পাট ; বসাইব সিংহাসনে, প্রণয়িনি
আদরে তোমায় !” এত কহি নীরবিলা
বিজয়কেশরী, চাহি কুবেণীর পানে
সুধাময় প্রেমপূর্ণ উজ্জ্বল-নয়নে।

হাসিতে উজলি, প্রাণপতি-মুখাম্বুজ
উঠিয়া রূপসী পর্য্যঙ্ক হইতে, বেগে
চলিলা বাহিরে দ্রুতপদে। চমকিলা
যুবরাজ ! পলকে অমনি, লয়ে করে
লেখনী লিখনপত্র পশিলা কুবেণী
পুনঃ ; বসিলেন মস্তক হেলা'য়ে দেবী
চিত্রিতে নগর-চিত্র, আর পার্শ্ববর্ত্তী
যত গ্রাম—শিল্পদেবী বসিলা আপনি
যেন, ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে ! সত্বরে আঁকিয়া
মানচিত্র, বুঝাইলা যুবরাজে যত
কিছু আছিল তাহাতে; দর্পণে যেমতি
হেরিলা কুমার তায়, জ্ঞাতব্য বিষয়,
বাখানিয়া প্রেয়সীর সুশিল্প-নৈপুণ্যে !

এইবারে আশ্বাসিত হইয়া কুমার
কহিলা, কহিতে তাঁরে বিস্তারিত রূপে
যক্ষপতি-বলাবল কত ; মহাবীর
আছে কয়জন, গুহ্যক দলের মাঝে।

উত্তর করিলা যক্ষবালা, মানচিত্র
রাখিয়া সম্মুখে—একে, একে, মহোল্লাসে—
"এই যে দেখিছ প্রিয়তম সুবিস্তীর্ণ
ক্ষেত্র, নিকটে ইহার দুই ক্রোশ দূরে
রহে দ্বিসহস্র যক্ষসেনা, পরাক্রান্ত
মহাযোধ—বিশালাক্ষ নায়ক ইহার।
উহার দক্ষিণে পঞ্চ ক্রোশ পরে, বহু
রথী, অশ্ব দশ শত, গজারোহী কত
যোধ ভীষণ-মুরতি, কতেক পদাতি!—
নেতা জয়সেন রাজ-সহোদর। তার
পশ্চিমাস্যে অষ্ট ক্রোশ ব্যবধানে, দুর্গ,
সুদৃঢ়-গঠন পঞ্চভুজ-ক্ষেত্রাকারে;
দ্বার পঞ্চ তার প্রকাণ্ড আকার, রাখে
হস্তিযূথে, কত সৈন্য কত অস্ত্র রহে
সেই স্থানে নাপারি বলিতে। দশক্রোশ
এ দুর্গের উত্তর-পূরবে আছে বহু-
সেনা ভীষণ-সংগ্রামে; দুর্গ-রক্ষী বীর
বিরূপাক্ষ দেখে এই দলে। স্থানে স্থানে
বহুদূরে দূরে—আর কত রথ, গজ
অশ্ব, কত পদাতিক আছে অগণন!
সে সবায় নাহি কাজ এবে—বধিলে হে
যক্ষরাজে, পরাভব সকলে মানিবে।
এই কয় ব্যূহ মাঝে রাজ নিকেতন—
একক্রোশ ব্যূবে চারিদিকে—সুগঠন

অতি মনোহর ; শত২ যোধ রাখে
দ্বার, বিবিধ আয়ুধে সুসজ্জিত—অতি
ভীষণ-আকার যক্ষ, বিভীষণ রণে।”

কহিলা বিজয় উঠিয়া চমকি তবে—
“বৃথা আশা প্রিয়ে তব, লঙ্কেশ্বরে অতি
নির্ব্বিঘ্নে করিতে জয়! অসংখ্য বাহিনী-
মাঝে, কি করিব আমরা এ সপ্তশত
প্রাণ, সাগরে পড়িলে নদী কোথা তার
কে পায় সন্ধান?—অগাধ জলধি-জলে
পায় লোপ খর-প্রবাহিণী! এই ক্ষেত্র পারে
সহস্র যে সেনা, পারি তাদের নাশিতে,
অবহেলে, কিন্তু যবে দুর্গরক্ষী, আর
রাজ-সহোদর মিলিবে সুরঙ্গে রণে,
অবশ্য ত্যজিব প্রাণ সকলে আমরা,
অসংখ্য অরাতিকুল করিয়া নিপাত।
তবে যদি আর কিছু, থাকেহে সন্ধান
কহ শুনি, ও বর-বদনি প্রাণেশ্বরি!”

কহিলা বিজয়-প্রিয়া চাহিয়া বিজয়-
পানে—“নাশিয়া সহস্র সেনা পরে বধি
শত্রু অগণন, সমর-অঙ্গনে সুখে
করিবে শয়ন!—মম অনুচর বর্গ
তবে কি লাগিয়া ধরে ধনুর্ব্বাণ, আর
ভীষণ কৃপাণ? থাকিয়া পশ্চাতে সবে
রাখিবে তোমার বীরবৃন্দে;—পুরোগামী

থাকিব আপনি ; আর নাথ পরিণয়
সভাস্থলে রক্ষক ব্যতীত, কেবা আর
রবে রণবেশে ? অতএব কি ভাবনা
গুণমণি প্রবেশিতে প্রতিপক্ষ মাঝে ?—
বিক্রমে কেশরী সম, তব সহচর-
দল, লভিতে এ রাজপাট, মম সহ
ডরে কি তাঁহারা ? দশানন সম তুল্য
পরাক্রম তব, আছে বিদিত আমার ;—
কেন এ আশঙ্কা, হৃদয় বল্লভ, কর
অকারণ ? অবিলম্বে নাশি যক্ষ-দলে,
লভ সিংহাসন, হৃদ সিংহাসন নাথ !”

ধন্য তুমি যক্ষকুলে কুবেণী সুন্দরি !
এ যে দেখি ষড়ানন-প্রিয়া, বসি তব
কোমল রসনা পরে, সমরোৎসাহে
মোরে আজি, করিতেছে উত্তেজনা ! ধিক্
হায়, শত ধিক জীবনে আমার !—নাহি
এখন তোমার এ বীর-বচনে, একা
হইতেছি অগ্রসর গুহ্যক নাশিতে !
পিতৃত্যক্ত, মাতৃহন্তা আমি, পুত্র-পত্নী-
হারা—এই বন্ধুহীন দেশে, দাসত্ব কি
অনুষ্ঠিব আমি ? মম প্রাণ সম এই
যত বন্ধুগণ, অভাগা আমার মত,
যক্ষগণে করিবে অর্চ্চন ? বাহুবলে
ধিক্, আপনার, ধিক্, এ কৃপাণে ; বৃথা

অস্ত্র ধরে বন্ধুগণ! বঙ্গের উজ্জ্বল
নাম হ'বে কলঙ্কিত সিংহল হইতে ?
হে মা বীর-প্রসবিনি, কর আশীর্ব্বাদ,
কল্য এ অধম যত পুত্র তব, যক্ষ-
ধ্বজচ্ছত্র পাড়িবে ভূতলে, উড়াইবে
তব বিজয়-পতাকা, জয় জয় রবে ;
অথবা অরাতি-হৃদয়-শোণিতে করি
স্নান, লভিবে বিশ্রাম সুখে !" এত বলি
নীরবিলা যুবরাজ অমিত্র-মর্দ্দন।
"ধন্য২ যুবরাজ" কহিলা কুবেণী।
"ধন্য বঙ্গ বীর-প্রসবিনি ! এত দিনে
দুরাচার যক্ষ-দল হইবে নিপাত,"—
হইলা আকাশবাণী ; বাজিলা দুন্দুভি
নভঃস্থলে ! হীনপ্রভ নিশাপতি, দ্রুত-
গতি যেন, হ'ল অদর্শন সুপ্রভাত
করিতে সে দিনে—যে দিনে দুর্দ্দান্ত যক্ষ
হইবে দলন ; যে দিনে বিজয় হ'বে
ভুবন-বিখ্যাত ; যে দিনে বঙ্গ-নিশান
উড়িবে লঙ্কায় ; যে দিনে স্বর্ণ-অক্ষরে,
কালের অনন্ত-পত্রে, হইবে লিখিত
বঙ্গের বিক্রম ,—যে দিন স্মরিয়া, আমি
নরাধম গাইতেছি অপূর্ব্ব এ গাথা।

ইতি সিংহল-বিজয়ে কাব্যে মন্ত্রণা নাম
তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

ক্রমে দিনমণি দেব হাসিয়া হাসিয়া,
যেন প্রকাশিলা পদার্থ-নিচয়, নাশি
রাক্ষসী-নিশারে! হায় রে! দেখাতে যেন
বঙ্গীয় বীরেন্দ্রগণে, কিরূপে নাশিয়া
লঙ্কাপুরী-তমঃ—যক্ষের দুর্ব্ব্যাচার—
প্রকাশিতে হয় ধর্ম্মালোক! কমলিনী-
পতি-অনুগামী, দেখাইলা সেই পথ
উজলিয়া মলিন সলিলে; সে আভাসে
যেন বুঝিয়া সকল, সভা করি যত
অমিত্রসূদন বঙ্গযুবা, বসিলেন
সেই নন্দন-কানন-সম উপবনে—
বসিলা বিজয় মাঝে, অপসব্যে রহে
অনুরাধ তাঁর; বামেতে কুবেণী, পূর্ণ
ষোলকলা শশী আলো করি সেই সভা!

সম্ভাষণ করি সবে কহিলা বিজয়
তবে, নিশার যতেক বিবরণ,—পরে
মানচিত্র দেখাইয়া প্রধান অমাত্য-
গণে, পুনঃ ভাষিলা সদর্পে যুবরাজ,—

"এইত সময় বন্ধুগণ, দেখাইতে
রণ শিক্ষা, পরাক্রম আর যার যত—
এই নৃশংস যক্ষের মাঝে! বিধাতার

স্বেচ্ছাক্রমে, উপস্থিত সবে মোরা, এই
লঙ্কাপুরে, কোথা হ'তে অলঙ্ঘ্য সাগর
পারাইয়া; হারা'য়েছি আসিতে এদেশে
জীবন-দুর্ল্লভ-ধনে; নারিলে গুহ্যকে
এবে, বাহুবলে করিতে দলন, স্বল্প-
কালে হইব নিধন যক্ষের আয়ুধে!
কে ডরে শমনে? সত্য বটে—কিন্তু কিবা
জানি, বন্দী যদি হই কারাগারে, তবে
কি সুখ সে ছার প্রাণ রাখি? আত্মনাশ
পাপে কি হে ডুবিব সকলে? তাই বলি
বীর-সজ্জা করিয়া সকলে—পুনঃ সূর্য্য-
না হ'তে উদয়—অধিকারি লব লঙ্কা-
পুরী, নাশি যক্ষরাজে; অথবা সকলে
বীর-সাজে বীরদেশে করিব গমন
আরোহিয়া স্তূপাকার শত্রু-হৃদি পরে,
ভাসিতে ভাসিতে শাত্রব-শোণিতে-স্রোতে!"
এত বলি বসিলেন বিজয়-কেশরী—
"সাধু সাধু" রব উঠিল চৌদিকে সেই
উপবন-মাঝে; বৃক্ষকুল ভয় পেয়ে
যেন, কাঁপিলা অন্তরে! অনুরাধ বীর
উঠি তবে—শত ধন্যবাদি যুবরাজে,
কহিলা সবার আগে। "শুন বীরবৃন্দ!
কাল এতক্ষণে, মরিতে উদ্যত মোরা
সাগরে ডুবিয়া, পত্নী-পুত্র-শোকে; কিন্তু

দৈববাণী নিষেধিলা সবে সে ভীষণ
মহাপাপ হ'তে, দেবের কৃপায়—আছি
তাই জ্ঞাত, কৃতান্তে আমরা নাহি ডরি!
তবে স্বল্প লোক গণি কি ছার মিছার
ভয়, দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বৃত্ত যক্ষ নাশিবারে?
কিন্তু যদি ভাব কেহ—যক্ষেশ্বর বৈরী
নহে; কেন বা তাঁহারে, বিবাহ সভায়,
করিব নিধন—অন্যায় সমর ইহা,
পৌরুষ কি তায়? প্রত্যুত্তরে কহি শুন—
নাগ-উপাসক যক্ষ, নাহি মানে কোন
দেবতায়—দেবতা-হিংসক দুরাচার-
দলে, শত্রুমধ্যে গণি!—আর যদি জ্ঞাত
হ'ন লঙ্কেশ্বর, আমাদের এই রণ-
স্পৃহা, কি সাধ্য আমরা মুষ্টিমেয় যোধ,
যুঝি তাঁর সনে, বৃষ্টি বিন্দু সম কোথা—
যাব তাঁর সেনার-সাগরে মিসি! সত্য
বটে কুবেণী সুন্দরী অনুচর যক্ষ
সহ, যুঝিবে সপক্ষে, কিন্তু তাঁর সৈন্য-
সংখ্যা কত? আর এক মুঠা মাত্র! তাই
বলি, এ গুপ্ত সমর, অন্যায় সংগ্রাম
নহে! সমকক্ষ দুই দল পালিবেন
যুদ্ধের নিয়ম যত, নতুবা কৌশলে
ছলে বলে নাশিবে রিপুরে—এই ধারা
জগতে বিদিত! সৌমিত্রি-কেশরী বীর

শ্রীরাম অনুজ, এই লঙ্কাধামে, পেয়ে
নিরস্ত্র বীরেন্দ্র ইন্দ্রজিত-মেঘনাদে,
বধিলা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি!—
মহাবল পরাক্রান্ত দুরাচারী সেই
রাবণ-সন্তান, এই হেতু! কেমনে বা
ভীষ্মদেবে বধিলা অর্জ্জুন মহারথী?
কেন বা পড়িবে রণে পাণ্ডবের গুরু-
দেব, বীর দ্রোণাচার্য্য? অতএব, শত্রু
হইলে প্রবল, কৌশলে মারিবে তায়!
আর যদি বল, কি কার্য্য সমরে, প্রজা-
রূপে রহিব আমরা? তদুত্তরে এই
কথা—নৃশংস, পাষণ্ড যক্ষদল অতি
দুরাচার, দৃষ্টিমাত্র বধিবে সকলে,
শত্রু ভাবি; ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কভু পারে
কি থাকিতে এক স্থানে? তৈল কি কখন
মিলে জল-দল সহ? তাই বলি, যুদ্ধ
বিনা আছে কিবা গতি, যায় যাক্ প্রাণ—
লভিব এ লঙ্কা-রাজ্য; কিংবা বীর-শয্যা
পাতি করিব শয়ন! উঠ বন্ধুগণ,
অসি-ধনুর্ব্বাণে একমাত্র বন্ধু জানি
চলহ তা'দের সহ, দুরাত্মা যক্ষের মাঝে;
করুক রুধির পান তাহারা সকলে,
মনঃসুখে অতি, প্রবেশি রিপু-হৃদয়ে!"
অপর, বিজিত কহিলা সবারে, সাধু-

বাদ দিয়া অনুরাধে—" অবিলম্বে যুদ্ধ
শ্রেয়ঃ; কিন্তু হইতে হইলে সুসজ্জিত,
কুবেণী সুন্দরী শ্রেষ্ঠ যক্ষবালা, যিনি
সৌভাগ্য বশতঃ অনুকূল আমাদের
প্রতি, জানা চাই তাঁর বলাবল; তবে
কোন্ দিকে, কি প্রকারে, অগ্রসর হ'বে
কত জনে, কে কাহার হবে অনুবল,
সহজে হইবে স্থির। তুমুল সংগ্রাম,
অদ্য নিশাকালে; মুহূর্ত্ত ঘটিকা-শত
সম! অতএব যুবরাজ জানি এ বৃত্তান্ত,
করুন প্রকাশ আশু সকলের মাঝে।"
শুনি বিজিতের বাণী চাহিলা বিজয়
অনঙ্গ-মোহিনী কুবেণীর পানে—আঁখি-
তারা, সাড়া দিয়া যেন, জিজ্ঞাসিলা তাঁরে!
বুঝিয়া নাথের ভাব, কহিলা কুবেণী—
" যদিও আমার দশ শত যক্ষ মাত্র
আছে সন্নিকটে, কিন্তু অরাতি কখন
তাহাদের, দেখে নাই পৃষ্ঠদেশ! রণে
বিভীষণ তারা, ক্ষিপ্রহস্ত সব্যসাচী
অস্ত্র সম্প্রয়োগে! সপ্তশত সৈন্ধবাশ্ব
আর, গতিতে তড়িত, আছে অশ্বশালে—
নাহি হয় হয়, লঙ্কাপুরে! ব্যাঘ্রহীন
দেশে যুবরাজ, জন্মে হস্তী অগণন;
আছে দুই শত শ্রেষ্ঠ গজ অধিনীর

বল! অস্ত্রাগারে মম, অসংখ্য শাণিত
খড়্গ, ভল্ল, শেল, শূল; মহিষ-বিষাণে
সুগঠিত ধনুঃ; দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত
বিবিধ জাতীয় অস্ত্র; চর্ম্ম বর্ম্ম কত।
আরো আছে এক শত রথ বায়ু-গতি;—
নাহি অপ্রতুল কিছু—সকল তোমার,
নাথ এবে সপিনু চরণে! যুদ্ধকালে
সকলের আগে, দেখাইব পথ, থাকি
সাথে—কি ভয় সমরে যক্ষবালা আমি?
আর শুন, বৃত্তিভোগী বহু সৈন্য রাখে
কালসেন লঙ্কেশ্বর; যোঝে সে সকলে
অর্থলোভে; দেশের মমতা শূন্য তারা
বিদেশীয়; আজিকার রণে নিপাতিলে
যক্ষেশ্বরে, সহ তাঁর প্রধান অমাত্য-
গণ, পলাইবে তারা নিজদেশে, কিংবা
শরণ লইবে তব চরণ-কমলে।"

মহানন্দে আলিঙ্গন দিলা যুবরাজ
(এবে) প্রাণ-সম-প্রিয়া কুবেণীরে; যত
বঙ্গীয় যুবক সপুলকে, প্রশংসিলা
রমণীকুলরতন, যক্ষদুহিতারে।

তারপর কহিলা আনন্দে অনুরাধ—
"আজিকার রণে বন্ধুগণ! কর পণ
বিনাশিয়ে যক্ষেশ্বরে সহ দল বল,
লভিতে এ রাজ্যভার—বিচিত্র নহেক

শুন সবে ; নহি মোরা সপ্তশত যোধ
এবে ; অনুবল দশ শত মহাবল
যক্ষ ; অশ্বপৃষ্ঠে করিব সমর হস্তী
রথ সহ, ছিন্ন ভিন্ন করি যক্ষদলে।
কৌশলে রণপাণ্ডিত্যে, জিনিব আমরা
অসংখ্য শাত্রবে, সংশয় নাহি তাহার।
কর আয়োজন সূর্য্যাস্ত না হ'তে, কোথা,
কি রূপে, কেমনে আক্রমিবে শত্রুদলে—
করিয়া বিচার রাজপুত্র কর স্থির।
মম অভিপ্রায় এই—চারি শত অশ্ব
ল'য়ে আমি বিশালাক্ষে আক্রমিব আগে ;
রাজপুত্র সহ তিন শত অশ্বারোহী,
যক্ষরথী শত, আর গজারোহী যোধ,
রোধিবেন জয়সেনে, যদি সে পাইয়া
সমাচার অগ্রসর হয় রণস্থলে ;—
রহিবে কুমার সাথে উরুবেল বীর।
বিজিত এদিকে লয়ে যক্ষসেনা, দুর্গ-
রক্ষী বীর বিরূপাক্ষে নিষেধিবে বাম-
দিকে থাকি ; এক শত ধানুকী যক্ষ
সহ মাল্লাগণে রাখিবে কুবেণী দেবী
রাজ-নিকেতন সন্নিকটে, এক ক্রোশ
দূরে, গুপ্তভাবে,—যদি কোন বার্ত্তাবহ
করেন গমন রাজবাটী-অভিমুখে,
অমনি অব্যর্থ-সন্ধানে, লইবে সেই

অভাগারে যমের সদনে। পরে যবে
ছিন্ন ভিন্ন করি যক্ষগণে, বাজাইব
বিজয়-বাজনা, অমনি কুমার বায়ু-
গতি আসি মিলিবে কুবেণী সহ, অশ্ব-
সৈন্য লয়ে ; রাখি উরুবেলে, গজ রথী
সহ সেই স্থানে। সেই ক্ষণে মাল্লাগণ
আসিয়া রক্ষিবে মম বিজিত-শিবির !
আমিও তখনি ধীরে ধীরে পাঠাইয়ে
দুই শত অশ্ব উরুবেলে, অবশিষ্ট
লয়ে যা'ব বিজিত সাহায্যে দুর্গ-রক্ষী
বীর বিরূপাক্ষ সহ করিতে সংগ্রাম।
এই অবকাশে যুবরাজ, প্রিয়া সহ
প্রবেশি যক্ষের পুরে বধ যক্ষপতি
লঙ্কেশ্বরে !—কহ সবে এবে, কাহার কি
মত ইথে ?" এত কহি বসিলেন বীর।
শুনি উরুবেল, বিজয়, বিজিত আদি,
আশ্চর্য্য মানিয়া, প্রশংসিলা অনুরাধে
নানাবিধ মতে ! তবে উঠিয়া বিজয়
কহিলেন মিত্রবরে, মুখ পানে চাহি—
"প্রাণের সুহৃদ ভাই অনুরাধ, ধন্য
তব রণকুশলতা ! বৃহস্পতি সম
বুদ্ধি-বল ! অবহেলি কথা তব, আজ
সর্ব্বস্ব হারা'য়ে নির্ব্বাসিত, এ ভীষণ-
দেশে ! এবে সমর-সাগরে সুকাণ্ডারী,

রাখহ সবারে সখে!—কহিলা বিজয়
পুনঃ, "শুন সবে—অনুরাধ, উরুবেল,
বিজিত, সেনানী বীরাঙ্গনা সুনিপুণা
কুবেণী আমার অনুবল; তোমরাও,
প্রতিজনে সৈন্য-ভার, লইতে সক্ষম—
কি ভয় যক্ষেরে তবে? সমস্ত গুহ্যক
মিলিলে একত্র, না পারিবে রক্ষিবারে
আজ, সেই দুরাচার কালসেনে! অগ্নি-
শিখা সম রণানল দহিবে পতঙ্গ-
প্রায়, যত শত্রুদলে! অতএব আর
বিলম্বে কি ফল, ত্বরা উঠি সবে চল
কুবেণী-আলয়ে; রথ, অশ্ব. গজ আদি
কর সজ্জীভূত, সমর সজ্জায়;—লহ
বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র কবচ প্রভৃতি,
অভিরুচি যার যেবা;—সূর্য্যাস্তে মিলিব
রণবেশে সবে, এই গিরির পশ্চাতে;—
রাখিবে কুবেণী দেবী অলক্ষিত রূপে,
যক্ষচর, যক্ষরাজ নারিবে জানিতে।"

তার পর সবে স্নানাদি করিয়া, গেল
কুবেণীর গৃহ অভিমুখে, কেহ আর
ক্ষোভ না করিলা চোরা রণ ভাবি! সেই
কালে কেহ না আছিল দূষিতে সিংহল-
বিজয়ে; সুসভ্য এবে দেশ যত, তাই
কেহ কেহ, দস্যু বলি আরোপে কলঙ্ক

সেই বঙ্গীয় রতনে! ষোড়শ শতাব্দী
যবে, কি করিলা পুর্ত্তুগিস—সেই এই
লঙ্কাপুরে? মহাবীর সেকন্দার, যাঁর
নামে কম্পিতা মেদিনী, কিবা করিলেন
তিনি নাশিতে পুরুর সৈন্যগণে?—নিশা-
যোগে, ঘোর-বৃষ্টি-অন্ধকারে, বিপাশার
পারে আসি তস্করের প্রায়, হিন্দু-সেনা
গণে করিলা নিধন! দোষে কি তাঁহারে
কেহ? খনি খুড়ি কত প্রাণ, বিনাশিছে
কত সভ্য জাতি! এই ভারতের বক্ষে
আছে কত ক্ষত অন্যায় আঘাত—বৃদ্ধা
মাতা যাহা স্মরি, ডুকুরে কাঁদিছে দিবা-
নিশি! পাষণ্ড সন্তান তাঁর, নাহি শুনে
কাণে! আর' কিনা সুকৃতী বিজয়-পুত্রে
দলে পদতলে, কুলাঙ্গার দাস যত!!
কেঁদ না ভারত সতি, শুনিবে কে আর!
এবে আহ্বানি সাগরে, রহ ডুবাইয়া
দেহ অতল জলের নীচে, আর্য্য নাম
হ'ক, লুপ্ত এ জগতে! আরব, বঙ্গীয়
সিন্ধু উথলিয়া মিলি, গ্রাসুক সত্বরে
যত পদার্থ বিহীন আর্য্য-কুসন্তানে!!

ক্রমে ক্রমে দেব অংশুমালী, ব্যস্ত হ'য়ে
যেন, সারিয়া আপন কাজ প্রফুল্লিত-
চিত্তে, বিশ্রাম আশায় বসিলেন পাটে,

অস্তাচল শিরে, নিশার অপেক্ষা করি!
হেন কালে দেখ ওই, পর্ব্বতের তলে
কাতারে কাতারে মনোহর অশ্বপৃষ্ঠে,
রণসাজে বঙ্গীয় যুবকগণ আসি
দাঁড়াইলা, ভীষণ কৃপাণ শূল ধরি;
দুর্ভেদ্য কবচ ঢাকা অঙ্গ, স্বর্ণময়-
আভা! শিরস্ত্রাণ সহ চূড়া, শোভিতেছে
অতি রমণীয় রূপে। বক্রগ্রীব, শ্বেত-
সৈন্ধব-তুরঙ্গ-চয় কেশরী সমান,
বলে রূপে, ছাইলা সে গিরিমূল যেন
শ্বেতাম্বরে! মল্লবেশে যক্ষসেনা, অসি-
ধনুঃ হাতে একে একে বাহিরিলা সবে,
ঘোর-তিমির-আকৃতি; বাহিরিলা গজ-
যূথ, ভীমাকার, গিরি-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী;
রথী, তীক্ষ্ণ শরাসন হস্তে, উড়াইয়া
উজ্জ্বল বর্ণের বৈজয়ন্তী-ধ্বজ, আশু-
গতি আইল সকলে! ওহে শৃঙ্গবর,
অস্তাচল গত রবি সুবর্ণে মণ্ডিয়া
তোমার শিখর দেশ, নারিলা জিনিতে
এ শোভায়, প্রকাশিলা বিজয়-বাহিনী
যাহা, আজ তব তলে! ক্রমে আসি দিলা
দেখা, বিজয়, বিজিত, অনুরাধ সহ
উরুবেল; মাঝারে সুবেণী যক্ষবালা
শূরেশ্বরী; ভগবতী দলিতে দানবে

যথা, ধরি অস্ত্র বামা, সুকোমল করে!
কহিলা বিজয় তবে হেরিয়া সকলে—
" শুন স্বদেশীয় বীরবন্ধু-গণ, আর
মিত্র-যক্ষ যত, বীর অবতার! করি
পণ, এক প্রাণ মন, বধ আজ প্রিয়া
কুবেণী-পরম-শত্রু, পাপ লঙ্কেশ্বরে—
কি ভয়, কি ভয়, ওহে নাশিবারে সেই
কালসেনে, আর তার দুরাচারী দলে,
দেবগণ প্রতিকূল যার? তরবার
উলঙ্গিয়া দেবতার ধার শোধ—রক্ত-
স্রোতে ভাসা'য়ে অবনী! জন্মিলে মরণ
আছে, কেবা ডরে তায়, বিনা কাপুরুষ
নরাধম ভীরুজন? স্মরি বঙ্গমাতা,
করি লক্ষ্য বীরলোক, চল আজ
গিয়া সবে প্রবেশিব রণে, এক প্রাণী
থাকিতে জীবিত, এই সত্য, রণরঙ্গে
ভঙ্গ নাহি দিব! বিস্তারি বিশাল বক্ষঃ
শত্রু বিদ্যমানে, সহিবে সকল অস্ত্রা-
ঘাত, হাস্যমুখে; পৃষ্ঠদেশে বিরাজেন
দেবতা সমরে—সাবধান, সে পবিত্র
অঙ্গ যেন, নাহি স্পর্শে দুর্মতি গুহ্যক!
তবে বৃথা বীরপণা, বৃথা পরাক্রম,
বৃথা বিজয়ী-বঙ্গ-সন্তান নাম! যেই
রক্ত বঙ্গমাতা বিবধ সুখাদ্য দানে,

সঞ্চিয়াছে আমাদের দেহে, সে শোণিত
আজি, রাখিতে তাঁহার মান, ঢাল সবে
হৃষ্টচিত্তে এই লঙ্কাধামে! জনমিবে
যায় চারুফল, উজলি অবনী! চাহে
কেবা সে অমূল্য পবিত্র রুধির-স্রোতঃ
শুকাইতে অতি ভীষণ শোক-সন্তাপে?
ওহে যক্ষগণ! আইস মিত্র, মিলিয়া
সকলে দুরন্ত গুহ্যক-পীড়নকারী-
দলে করহ সংহার, যার অত্যাচারে
ভয়াবহ দ্বীপ-মাঝে বন্দী-সম কর
বাস; যার ত্রাসে, মলিনা কুবেণী দেবী,
তোমাদের ঠাকুরাণী! অতএব সবে,
অস্ত্র-সহামিত্রে ধরি হও অগ্রসর,
সন্তরিতে শাত্রবের শোণিত-সাগরে!
"কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়"।
ইঙ্গিতে অমনি তখনি বিজিত লয়ে
যক্ষসেনা, বিরূপাক্ষ-শিবিরাভিমুখে
করিলা গমন; মত্ত-মাতঙ্গ-দুর্ব্বার
রথীগণ, আর তুরঙ্গ-দলার্দ্ধ ল'য়ে
বীরেন্দ্র বিজয় চলিলেন সাবধানে
অতি সতর্ক হইয়া রহিবারে দুই
সেনানিবেশ-মাঝারে—উরুবেল সহ;
কুবেণী সুন্দরী ল'য়ে শত ধনুর্দ্ধর
যক্ষ-রাজবাটী-সন্নিকটে, গেলা চলি,

মাল্লাগণে নাস্থিলয়ে সনে, করি ভর
আপন সাহসে ; অবশেষে অনুরাধ
চারি শত বঙ্গীয় যুবক সহ, অশ্ব
আরোহিয়া চলিলেন আক্রমিতে, বীর
বিশালাক্ষে ; পশ্চাতে চলিলা মাল্লাগণ
ধরি অস্ত্র, রক্ষিবারে বিজিত-শিবির !

ক্রমে বিভাবরী দেবী আচ্ছাদিলা সব
চরাচরে তিমির-অম্বরে। ইন্দ্রদেব
বুঝিয়া সময় আবরিলা তারাপুঞ্জ
ঘোর ঘন-দলে—কৃষ্ণা-সপ্তমী, কি জানি
প্রকাশিয়া প্রায় অর্দ্ধ-চাঁদ, সৈন্যগণ
সমবেত হ'বার পূর্ব্বেতে, করে যত
যক্ষের গোচর, অসময় ! অন্তরীক্ষে
রহিলা আপনি দেব, দেখিতে সমর।
স্ব-শিবিরে বিশালাক্ষ আনন্দিত মনে,
যোগ্য-জন-হস্তে দিয়া কটকের ভার,
উৎসবে মাতিবে বলি, করিছে সুন্দর-
বেশ—হেনকালে আসি নিবেদিলা
চর ঊর্দ্ধশ্বাসে ; অবধান সেনাপতে—
সৈন্ধব আরোহী, না জানি কি জাতি, বহু
সৈন্য আসিছে এদিকে, আক্রমিতে তব
সৈন্যদলে—হেন অনুমানি। বিহিত যা
কর এবে, মুহূর্ত্ত সময়ে রিপুদল
হ'বে উপস্থিত !—ঘোর শঙ্খ নিনাদিলা

বীর বিশালাক্ষ—"সাজ [illegible]" মাত্র তায়
হইল ঘোষণা! অমনি সত্বরে, বহু
ধানুকী পদাতি পিছু আসিতে লাগিল
অসি-শূলধারী যত;—কিন্তু, হায়! আসি
এক নিমেষের মধ্যে পড়িল কাঁপায়ে
মেদিনী দাপে, যতেক বঙ্গবীরগণ—
আঁধারে আঁধারি, পরাগ-পটলে!
না শুনি কিছুই আর—সিংহনাদ, বাণের
নিঃস্বন, অসির ঝন্‌ঝনা, আর্ত্তনাদ
বই; নাহি দেখি কিছু—ক্ষণপ্রভা সম,
চমকি চলিছে শত শত করবাল
কৃতান্ত-সোদর। এই রূপে দুই দণ্ড
কাল হইল ভীষণ রণ;—শত শত
যক্ষসেনা পড়িলা সমরে। বিশালাক্ষ
হেরিয়া বিনাশ, হানিলেক মহাভল্ল
লক্ষ্য করি বীর অনুরাধে—সুচতুর
সমর-কুশল বীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেতু,
এড়াইলা সে আয়ুধে চক্ষের পলকে!
সম্মুখীন হ'য়ে পরে কহিলা তাহারে—
"রে দুরন্ত যক্ষ আয় দেখি এবে, রণ-
তৃষ্ণা তোর, ঘুচাই কৃপাণাঘাতে! মদে
মত্ত সদা, নাহি মান দেবে! মস্তকে দংশিল
অহি তোর না দেখি নিস্তার; এত দিনে
কৃতান্ত তোরে রে করেছে আহ্বান! এত

বলি উত্তোলি অসি, হানিলা গুহ্যক-
মাথে ; ঝন্‌ঝনে খসিয়া পড়িলা লৌহ-
ময় শিরস্ত্রাণ !—চমকিয়া বিশালাক্ষ
সঞ্চালিলা অসি, বিদ্যুতের বেগে—ধন্য
অস্ত্রশিক্ষা ! আশ্চর্য্য মানিয়া মহাশূল
অনুরাধ হানিলেক বিশালাক্ষ পরে,—
বিন্ধিল বিষম অস্ত্র গ্রীবা-মধ্যস্থলে
তার, পড়িলা যক্ষ-সেনানী রক্ত উঠি
মুখে। সেনাপতি হত রণে, হেরি যক্ষ-
গণ, ভয়ে ভঙ্গ দিলা চারি ভিতে ; পিছু
পিছু ধাইলা বঙ্গীয় যত, অসি ধরি
নাশিতে নাশিতে—প্রায় পড়িলা গুহ্যক
সব এই প্রথম সংগ্রামে। অনুরাধ
তবে রাখি মাল্লাগণে সেই স্থানে, দুই
শত পাঠাইলা অশ্বারোহী সেনা, বীর
উরুবেলে—বাজাইয়া বিজয় বাজনা
ঘোর রবে ; অবশিষ্টে লয়ে, পরে শূর
চলিলা আপনি, বিজিত-সাহায্য-হেতু—
কি জানি সেখানে বাধে, পাছে ঘোর রণ,
সহ বিরূপাক্ষ, বীর কালান্তক কাল !

এদিকে পবন দেব বহিলা তখনি
ভীম তুর্য্যক-নিনাদ, বিজয়ের কাণে ;—
অমনি কুমার পবনের বেগে আসি
মিলিলা কুবেণী সহ—মহা মহোল্লাসে

নাশিবারে প্রেয়সীর চির-বৈরী, দুষ্ট
কালসেনে। চন্দ্রদেব উদিলা অম্বরে—
দেখাইতে পথ যেন, বীর যুবরাজে।
অদূরে রাজভবন, উচ্চ শুভ্র অতি-
মনোহর গঠনে গঠিত; শোভিতেছে
তায়, বিনিন্দিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুঞ্জে,
সহস্র সহস্র দীপাবলি, প্রভাময়!—
হাসিতেছে হর্ম্ম্য যেন, সম নীলাম্বর
শশী, তমোময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র মাঝারে!
সাজিয়াছে বারবিলাসিনী, পাতকিনী,
আকর্ষিতে সরল যুবার মন; নিজে
নিরয়ে নিমগ্ন হ'তে!—হায় রে, প্রাসাদ!
অভ্যন্তরে তোর, কালসেন বিষময়—
এই রমণীয় মুর্ত্তি তাই তোর, আজি
ছিন্ন ভিন্ন হইবে এখনি, তার পাপে!
এইরূপ এই নশ্বর জগতে, কত
কুবেরানুগত, পরাক্রান্ত রূপবন্ত
যুবক-যুবতী-কায়া, হায়, দুর্ম্মতির
দোষে কবলিত অকালে কাল-কবলে!
সেইক্ষণে আসি নিবেদিলা দূত, রাজা
কালসেনে, বিশালাক্ষ-পতন সংবাদ।
হতজ্ঞান নৃপমণি, শুনি এ অশনি-
আঘাত-নির্ঘোষ, অকস্মাৎ নিরমল
স্বচ্ছ নভঃস্থল হ'তে যেন! চারুনেত্রা

সদ্যোবিবাহিতা পশুমিত্রা সতী, ভয়ে
ভুজবল্লী দিয়া বান্ধিলা পতিরে, কাঁদি ;
হায় রে শোভিলা বাহুলতা, বনমালা
সম বনমালী গলে ! কি হ'লো কি হ'লো
বলি উচ্চরবে কান্দিলা কুন্দনামিকা
পশুমিত্রা-মাতা ;—আর যত সুরবালা-
সম যক্ষকুলনারী, মদন মোহিনী-
রূপে উজলিয়া দীপালোক এতক্ষণ
বিমোহিত ছিলা নৃত্যগীতে ; এবে হেরি
সে সবায় শশব্যস্তে অন্তঃপুরে সারি
দিয়া, করিছে প্রবেশ—এমন চাঁদের
মেলা হেরিনা কোথায় ! সুরা পাত্রভরা—
পুষ্পাধার, নানা জাতি পুষ্পে সুশোভিত—
করঙ্গ, সুগন্ধ বারিতে পূর্ণ—তাম্বূল-
করঙ্ক, বিবিধ-মণি-খচিত ; সংখ্যায়
শত শত এই সব আছিলা শোভিয়া
সভাস্থলে, এবে যায় গড়াগড়ি, ফিরে
নাহি চায় এ সবার পানে কেহ। বীর-
হিয়া জ্বলিল সমরতরে ! প্রবোধিয়া
পশুমিত্রে পাঠাইলা অন্তঃপুরে, সহ-
জননী কুন্দনামিকা, কালান্তক বীর
কালসেন। "সাজ সাজ" মহা শব্দ, যথা
বজ্র-প্রতিধ্বনি পর্ব্বত-কন্দরে, সেই
ক্ষণে উঠিলা সত্বরে ! জয়সেন গুপ্ত-

পথে ধাইলা অমনি আপন শিবির-
মুখে, ভীম প্রভঞ্জন-গতি তুরঙ্গমে।
দেখিতে দেখিতে সহস্র গুহ্যক-সেনা
রাজপ্রাসাদ সম্মুখে বাহিরিলা ;—অশ্ব-
সৈন্যে বিজয় কুবেণী সহ, পড়ি তার
মাঝে, তখনি লাগিলা অসিতে ছেদিতে
যক্ষমুণ্ড, অবিশ্রাম। কালমূর্ত্তি কাল-
সেন হেরি কুবেণীরে গর্জ্জিয়া আসিয়া
কহিলা তাঁহারে, অতি ভৈরব নির্ঘোষে—
" ওরে কলঙ্কিনি, ধিক্ লো সতীত্বে তোর,
পাপীয়সি ! এ জঘন্য নরে কিবা গুণে
বরিলি দুর্ব্বৃত্তে ! আয় আজ তোরে, তোর
নায়কের সহ, প্রেরি যমালয়ে, মনঃ-
ক্ষোভ করি নিবারণ—স্বজাতি-ঘাতিনি !"
" কি বলিস্ গুহ্যক-অধম,—তোর পাপে
এবে মজিল কনক-লঙ্কা, পাপীয়ান্ !
আমার সতীত্ব, অগ্নিরূপে তোরে আজ
দহিবে পামর, রক্ষা করিয়া আমারে !
আয় যক্ষাধম, এই অসি-অশনির
ঘায়, ভুঞ্জিবিরে তুই যত দুষ্কর্ম্মের
ফল, এই ক্ষণে ! দেখ দেখি, রাখে কেবা
তোরে "! এত কহি রণে মাতিলা কুবেণী—
দুরন্ত কৃতান্ত সম, কালসেন সহ।
হাসিলা সমর-ক্ষেত্র—দেবী জগদ্ধাত্রী,

শুম্ভ নিপাতিনী যেন, নাচিতে নাচিতে,
চমকিয়া দিগ্-দশে, অসি সঞ্চালনে,
দনুজদল লাগিলা দলিতে! উজ্জ্বল
অলঙ্কার কত, রুণু রুণু সুমধুর
ধ্বনি করি লাগিলা দুলিতে;—হায় রে! যে
মোহন নয়ন মন্মথ-আয়ুধ-পূর্ণ—
এবে আরক্তিম ক্রোধে!—অগ্নিকণা যেন
বাহিরিছে তায়, পোড়াইতে রিপুদলে!
ব্যতিব্যস্ত যক্ষেশ্বর কুবেণীর ভীম-
প্রহরণে—কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলা।
হেরি হাসি রাজপুত্র দিলা টিট্কার
যক্ষেশ্বরে। লজ্জা পা'য়ে রোষি কালসেন
হানিলা বিষম খড়্গ, কুবেণী মস্তকে—
কাটিয়া পড়িল ভূমে মুকুট সুন্দর,
সুমেরুর চূড়া যথা, কুলিশের অতি
ভীষণ আঘাতে! নিস্পন্দ কুবেণী দেবী!—
অমনি বিজয় পিছু করি প্রেয়সীরে,
প্রহারিল মহাভল্ল কালসেন প্রতি
লক্ষ্য করি—এড়াইতে সেই অস্ত্র যক্ষ
মহাবল, হারাইলা নিজ মহাকায়
বেগবান সিন্ধুবারে, সেই অস্ত্রাঘাতে!
পড়িলা কুলীন করি মহারব—ভয়ে
পলাইলা লঙ্কেশ্বর লাফাইয়া পড়ি
ধরাতলে। ভঙ্গ দিলা রণে যক্ষদল

মহাতঙ্কে ;—বিজয়-বাহিনী পিছু নিলা
মহামার করি, প্লাবিয়ে মেদিনী হিয়া,
পরাক্রান্ত, ভীমাকার যক্ষরক্ত-স্রোতে !
আচম্বিতে, বাহড়িলা যক্ষসেনা সিংহ-
নাদে ; জয়সেন রাজসহোদর, বহু
হয়, রথ আর পদাতি লইয়া, দেখা
দিলা রণস্থলে ; হস্তিপৃষ্ঠে চড়ি, পুনঃ
কালসেন মাতিলা সমরে। ঘোর যুদ্ধ
লোমহরষণ হইলা কিয়ৎক্ষণ—
পড়িল যে কত সেনা না পারি কহিতে !
শত অশ্ব হারাইয়া বিজয়কেশরী
ভঙ্গ দিলা রণে ;—জয় রবে নিনাদিলা
যক্ষ, ভয়ঙ্কর অতি, ভেদিয়া গগণ !
স্থানান্তরে বীর উর্দ্ধবেল আকর্ণিয়া
দূতমুখে, " প্রস্থান করিলা জয়সেন
রাজবাটী-অভিমুখে "—বহু সৈন্য সহ
চলিলা সত্বরে বীর রাখি করীযূথ
সেই স্থলে, সুদৃঢ় প্রাচীর সম—সখা
বিজয়ের সমুদ্দেশে; অশ্ব রথে লয়ে।
শুভক্ষণে আসিয়া মিলিলা যুবরাজ
সহ মিত্রবর ! ঘোর শঙ্খ মহানাদে
পূরিলা আকাশ ;—বাহড়িয়া বঙ্গসেনা
মহাকোলাহলে, আরম্ভিলা পুনঃ, যক্ষ-
বিধ্বংসিতে।* বাধিল বিষম রণ, নর

ও গুহ্যকে ;—ঘোর রথের ঘর্ঘর, অশ্ব-
পদধ্বনি, বিজয়ীর সিংহনাদ, মহা
আর্ত্তনাদ আহতের, হস্তীর বৃংহিত,
অশ্ব-হ্রেষা আদি, মিলিয়া তুলিলা ঘোর
রোল, কাঁপাইয়া লঙ্কাপুরী !—শতহ্রদা-
সম, বেগে চলিতেছে শত শত অসি
প্রভাময়, উজলিয়া রণস্থল ! স্বন
স্বনে, ছুটিছে অসংখ্য শর, চমকিয়া
বীর-হিয়া !—এইরূপে বহুক্ষণ মহা-
মার হইলা সংগ্রামস্থলে ; রক্তধারে
রঞ্জিলা ধরা-সুন্দরী ! স্তূপাকার মৃত-
দেহ নানা স্থানে, শোভিলা বিকটাকারে !

হেরি উরুবেলে জয়সেন মহাবীর
কহিলা সকোপে—“মরিবারে রে পাপিষ্ঠ
নর, আসিয়াছ যক্ষপুরে ! করিয়াছ
সাধ কালামুখী কুবেণীরে লয়ে, লঙ্কা-
রাজ্যে থাকিবে আরামে, ধিক্‌রে দুর্ম্মতি !

কোপিয়া কহিলা উরুবেল ভীমবাহু—
“ যক্ষকুল-গ্লানি ! এত দিনে কালান্তক
কাল তোরে ডাকিছে গুহ্যকাধম ; আয়
পাপী, আহ্বানি সমরে তোরে ; এই শূলে
তোর বর্ম্মাবৃত বক্ষঃস্থল আজ ভেদি
পাপীয়ান্, মারিব পাতকী ভ্রাতা তোর
দুষ্ট কালসেনে !—বসাইব তারপর

কুবেণীরে, যুবরাজ বিজয়ের বামে।”
ক্রোধে জয়সেন হানিল ভীষণ শূল—
এড়াইয়া তাহে উরুবেল, দারুণ কৃপাণা-
ঘাতে বিনাশিলা তার অশ্ব মনোরথ;
ফাঁফর হইয়া বীর পড়ি ভূমিতলে.
উলঙ্গিয়া অসি ভয়ঙ্কর, উরুবেলে
মরিতে ধাইলা বেগে। তখনি বিজয়-
সখা খড়্গে খড়্গে বাঁধাইলা ঘোরতর
রণ;—স্বল্পক্ষণে হস্ত হ’তে অসি তাঁর
স্খলিত হইলা! ধন্য শিক্ষা তব, বীর
জয়সেন! কিন্তু উরুবেল, ভীম-শূল-
প্রহরণে বধিলা জীবন তাঁর, হয়-
হীন এই হেতু—হাহাকার ঘোর রব
উঠিলা যক্ষের দলে; ভেদিল অম্বর
বঙ্গবাসীগণ, “জয় জয়” মহারবে।
দেখিয়া ভ্রাতার মৃত্যু, ক্রোধে হুতাশন-
সম প্রবেশিল রণে কালসেন মহা-
বল;—প্রাণপণে যক্ষদল স-সাহসে
লাগিলা যুঝিতে—বঙ্গযোধ যত, ক্ষত
বিক্ষত সকলে প্রায়, গুহ্যকের অস্ত্র
বরিষণে; না পারে বিজয় উরুবেল
লোকাতীত চেষ্টা করি, তিষ্ঠিতে সমরে
আর; সহস্র সহস্র যক্ষ অনিবার
অস্ত্রবৃষ্টি করিছে সকোপে—বুঝি হায়,

বঙ্গের নাম ডুবিল এবার! কেহ বা
না বাঁচিবে বুঝি, কালান্তক সম এই
ভীষণ সংগ্রামে, বঙ্গীয় যুবকগণ!
ত্রাসিতা কুবেণী দেবী যুবরাজ লাগি;
না ভাবি আপনা পশিছে যক্ষ-দুহিতা
উগ্রচণ্ডা সম, ঘোর যুদ্ধ যথা, নব
সাহসে উত্তেজি যোদ্ধৃগণে; নাশি বহু
রণদক্ষ-যক্ষ-সেনা করাল কৃপাণে।
তথাচ প্রবল যক্ষদল—মুষ্টিমেয়
বঙ্গবাসী কতক্ষণ পারে নিবারিতে,
অসংখ্য যক্ষের স্রোতঃ! যায় যায় প্রায়
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি! হেরিয়া বিজয়
রুধিরাক্ত-কলেবরে, চক্ষের নিমিষে
বীর ধাইছে সবার কাছে, আশ্বাসিয়া
সকল বান্ধবে, বীরাঙ্গনা কুবেণীর,
মহাবীরোচিত যত কার্য্য দেখাইয়া।

হেনকালে দেবের কৃপায়, দুর্গরক্ষী
বীর বিরূপাক্ষে নাশি অনুরাধ দেখা
দিলা রঙ্গস্থলে। "জয় ভারতের জয়"
রবে মাতা বসুন্ধরা কাঁপিলা!—কে আর
রোধিবে বিজয়বাহিনী-স্রোতঃ! তুমুল
বাধিলা সংগ্রাম পুনঃ—মহাবীর দাপে
বঙ্গীয় যুবক যত লাগিলা বধিতে
যক্ষদল। কুবেণীর বহু যক্ষ-সৈন্য

আসি এবে মিলিলা সংগ্রামে—যক্ষে যক্ষে
বিভীষণ রণ, আশ্চর্য্য দেখিতে! কিছু
পরে হেরি কালসেন, অসংখ্য সৈন্যের
নাশ, আপনি আইলা বীর বিজয়ের
অভিমুখে বীর-দাপে, রণ করিবারে।
হেরি কহিলা বিজয় রোষে—“রে নির্লজ্জ
গুহ্যক-কুল-কলঙ্ক, পাষণ্ড পামর!
কোন্ মুখে পুনঃ আইলি পাপিষ্ঠ, যুদ্ধ
করিবারে? পরাক্রম তোর অবলার
কাছে; আয় রে দুর্ম্মতি, ঘুচাই সমর-
বাসনা তোর! ঐ দেখ, অপেক্ষা কৃতান্ত-
দেব করিছে আপনি, তোর লাগি, দেব-
দ্বেষী যক্ষ দুরাচার”! এত বলি লয়ে
ধনুর্ব্বাণ বিন্ধিতে লাগিলা কালসেনে,
মহারোষে। করীপৃষ্ঠে যক্ষেশ্বর ধরি
ভীষণ কার্ম্মুক, মাতিলা রণ-তরঙ্গে।
দেখিতে দেখিতে যুবরাজ, মহামাত্রে
ভীম-প্রহরণে, করিলা নিপাত! ক্রোধে
যক্ষেশ্বর আকর্ণ সন্ধানে, খর-শর
হানি, বিন্ধিলা বিজয়-হয়ে; চীৎকার
করিয়া অশ্ব পড়িছে ভূতলে; বুঝিয়া
বিজয়, লাফা'য়ে তখনি পড়ি গজের
মস্তকে, কাটিলা রাজার ধনুঃ, অসির
ভীষণ-আঘাতে! পরে, কালসেনে ধরি

কেশে, উত্তোলিয়া মহাখড়্গ, মুকুটের
সহ কাটিয়া ফেলিলা, মহাবল ভীম-
দরশন যক্ষরাজ-মাথা। সেইক্ষণে
যুবরাজ, লঙ্কেশ-কিরীট পরিলেন
শিরে, গজবর-পৃষ্ঠে বসি। মহাভয়ে
যক্ষসেনা করি হাহাকার, পলাইলা,
রড়ে—"মার মার" শব্দে বিজয়-বাহিনী
ধাইলা পশ্চাতে সে সবার; বাজিল
বিজয়-বাজনা "জয় জয়" রবে—সবে
গাইলা আনন্দে গীত "জয় ভারতের
জয়; জয়, জয় জয় ভারতের জয়!"
প্রবেশিলা বহু যক্ষ রাজার প্রাসাদে।
বিজয়ী বঙ্গীয় সেনা তোরণ ভাঙ্গিয়া
পশি অভ্যন্তরে, আরম্ভিলা মহামার
মহাকোলাহলে—পড়িল অনেক যক্ষঃ!
বাতায়ন-দ্বার আদি, ভাঙ্গিয়া পাড়িলা
কত; হ'ল, সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বল
দীপ, নির্ব্বাপিত—অন্ধকারাবৃত-পুরী,
করিলা ধারণ ভয়ঙ্কর বেশ! আহা
মরি! এইমাত্র যেই রূপের প্রভায়
জগজন মন করিলা হরণ—জানে
কে স্বপনে, ঘটিবেরে হেন দশা তার,
প্রভাত না হ'তে নিশি! নশ্বর জগতে
ধন মান রূপের গৌরব, ক্ষণস্থায়ী

জলবিম্ব-সম—সাবধান হে মানব!
নিঃশব্দ হইলা সৌধ, যক্ষ-স্বর নাহি
শুনি আর—প্রাণ ল'য়ে গে'ছে পলাইয়া,
যে ছিল জীবিত—হায়! লঙ্কেশের সেনা!
ক্ষণে ক্ষণে বঙ্গীয়-বিজয়-সিংহনাদ
কাঁপা'য়ে মেদিনী, উঠিতেছে ঘোররবে।
উল্লাসিত দেবগণ সিংহল-বিজয়ে!
প্রভাতে অরুণদেব হেরিলা হরিষে
বিজয়ী-বঙ্গপতাকা রাজ-সৌধপরে—
মৃদু পবন-হিল্লোলে উড়িছে মোহন-
বেশে! আশীষি তাহায় সুন্দর সুবর্ণ
কর, হাসি প্রদানিলা দেব, রাজ-চিহ্ন
বলি!—সুমেরু সমান সুমন কূটের (১)
পরে, দাড়াইয়া বৌদ্ধদেব হেরিলেন
বিজয়-নিশান, মহোল্লাসে—কিছু দিনে
প্রচারিবে প্রিয়ধর্ম মহীন্দ্র আসিয়া—
এই হেতু! অদ্যাপি সে পদচিহ্ন ধরে (২)
শিরঃ-পরে শৃঙ্গবর! এ পবিত্র স্থলে,
পুরাকালে আরাধিলা ময় (৩) জ্যোতিপীথে,

(১) সুমনকুট বা আদমস্‌পীক্‌।

(২) মহাবংশ (ch. I p. 7 and ch. XV. p. 92) এবং রাজরত্নাকর (p. 9.)

(৩) সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকায় লিখিত আছে, সূর্য্য পুত্র এবং বিশ্বকর্ম্মার দৌহিত্র, ময়, রোমকপত্তন হইতে আসিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত এই স্থলে সূর্য্যদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন, See As: Res: vol. X "The Sacred Isles of the West."

জ্যোতিষের লাগি, বিজ্ঞবর ;—সৌম্যনল (১)
আছিলা ইহার নাম সেইকালে। উক্ত
দেব-পদাঙ্ক লইয়া করে মহাগোল
নানা জাতি— হিন্দু (২) মুসলমান (৩) খৃষ্টীয় (৪)
প্রভৃতি—এ ঊনবিংশ শতাব্দিতে !! ভ্রম-
শূন্য নরজাতি না রহিবে কোন কালে
এই ভূমণ্ডলে—মিথ্যা নহে কভু এ বচন।
প্রভাকরে হেরি, বন্ধুগণে এক স্থানে
ডাকিয়া বিজয়, বিলাপিলা মহাবীর,
বহুমাল্লা আর যক্ষহেতু—পড়িয়াছে
যারা নিশার সংগ্রামে। প্রশংসিয়া
হত-মিত্রগণে, প্রবোধিলা অচ্ছন্নাধ
লঙ্কেশ বিজয়ে ! লঙ্কেশ্বরী সুকুমারী
মোহিনী কুবেণী, মধুর-বচনে পতি-
মনঃ সান্ত্বনা করিলা সতী। কেবা আছে
এই ধরাধামে, রমণীর রমণীয়

---

(১) শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-নির্ম্মাতা সৌম্যনল হইতে এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাকে শাল বা শালমল-শৃঙ্গও বলিয়া থাকে।

(২) হিন্দুরা ইহাকে শিবের পদচিহ্ন বলে (See Hardy's Buddhism p. 212.)

(৩) মুসলমানেরা বলে, ইহা আদমের পদাঙ্ক।

(৪) পর্ত্তুগিসেরা ইহাকে সেণ্ট টমাসের চরণচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ডেকোস্কো (De Conto) বলেন এই নিমিত্ত এই শৃঙ্গ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকল অদ্যাপি পদাঙ্কের সম্মানার্থ অবনতশিরে অবস্থিতি করে !!

সুধা-মাখা বোলে, নির্ব্বাণ না হয় যার
খর শোকানল, হৃদয়-দাহন কর?
হেনকালে তথা আসি উপস্থিতা দেবী
পশুমিত্রা, লঙ্কেশ-মহিষী, সঙ্গে করি
কুলীন-অঙ্গনা যত—রূপের আদর্শ!
হেরি সে সবায় কহিলা কুবেণী—"কহ
পশুমিত্রে! কি হেতু এখানে আগমন?
নববিবাহিতা, নহ বড় রতা বুঝি
পতির প্রণয়-পাশে! নতুবা কেমনে
বিসর্জ্জিয়া শোকে, নব লঙ্কেশ্বর-পাশে
আইলা এখানে? বঞ্চিয়া আমারে বুঝি
হইবে মহিষী?—রূপের গরব এত!"
"রে কুবেণি, গুহ্যক-কুল নাগিনি" ক্রোধে
কহিলা রাজনন্দিনী—"তোর লাগি আজি
বিবাহ-বাসরে হারাইলাম প্রাণের
পতিরে; ঘুচালি মম সুখ সাধ যত,
রে বাঘিনি, জনমের মত! এবে পুনঃ
কর অপমান, অবীরা হেরিয়া মোরে?
এই পাপে—যদি মম পতির চরণে
থাকে মন, যদি সতীর কথায় দেবে
করে কর্ণপাত, তবে শোন্—এই পাপে
তোর পতি করিবে বর্জ্জন তোরে; মনো-
দুঃখে পুড়ে, কান্দিয়া মরিবি অভাগিনি!
শুনিয়া কুবেণী, আপনা হইতে যেন

কাঁপিলা অন্তরে; দক্ষিণ নয়ন তাঁর
স্পন্দিলা অমনি; জেষ্ঠীরথ ঈশানাক্ষে
তখনি হইল আচম্বিতে! গো কুবেণী,
কি করিলে দেবি সতীরে খাঁটা'য়ে? হায়!
এই অভিশাপে, মহা মনস্তাপে তুমি
ত্যজিবে সুখের ধরা, জনম-দুঃখিনি!
"ক্ষম অপরাধ". কহিলা বিজয়, "দেবি
যক্ষের ঈশ্বরি! বিধির নির্ব্বন্ধ হেতু,
বধিয়াছি তব প্রাণপতি—বীর-ধর্ম্ম
করিয়া পালন, সম্মুখ-সংগ্রামে! স্বর্গ-
লোকে যক্ষেশ্বর বিরাজিছে এবে; বৃথা
শোক ত্যজ যক্ষেশ্বরি! জনমিলে আছে
মৃত্যু অনিত্য সংসারে, কিন্তু অমর সে
জন, তব স্বামী সম যেই, শর-শয্যা-
পরে করেন শয়ন, ঘোরদাপে—ধন্য
বীর কালসেন লঙ্কা-অধিপতি!—এবে
কহ সতি, কিবা অভিপ্রায়, ভয় ত্যজি;
কোন্ কার্য্য, অধম এজন, সম্পাদন
করি, পারে তুষিতে তোমারে? এ প্রতিজ্ঞা
মম, দিব যা চাহিবে— যক্ষ-পাটরাণি!"
পশুমিত্রা দেবী ধন্যবাদি যুবরাজে,
কহিলা মধুরভাবে—"ত্যজিলাম তব
মধুর বিনম্র সুবচনে, বৈরীভাব
তব সনে; পতিহন্তা বলি না ভাবিব

আর, বঙ্গীয়-কুল-রতন!—দেহ ভিক্ষা
আমরা সকলে হেরি গিয়া প্রাণেশ্বরে
নয়ন ভরিয়া, রণস্থলে; আর যাচি,—
কেহ যেন রাজকুলোদ্ভবা বামাগণে,
না করে পীড়ন কোনমতে; অবশেষে,—
রাজ-সম্মানের সহ, প্রিয়পতি মম
লভিবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া!—এই ভিক্ষা মাগে
যুবরাজ, কালসেন-লঙ্কেশ-মহিষী!
পূরা'য়ে বাসনা, সুখে কর রাজ্যভোগ।"

"নিরাপদে যাও চলি, লঙ্কেশ মহিষি—"
কহিলা বিজয়, "হের গিয়া প্রাণনাথে
তব;—যক্ষ-কুলবালা নির্বিঘ্নে রহিবে
রাজ্যে মম, আমার দুহিতা সম;—রাজা
রাজ-ভ্রাতা পাইবে সম্মান তব ইচ্ছা-
মত, পশুমিত্রে, যক্ষকুল-দীপ্ত-মণি!"

প্রণমি বিজয়ে, পতি-অন্বেষণে, দ্রুত-
গতি সতী চলিলা তখনি। স্বল্পক্ষণে
উতরিলা আসি, সেই রুধির-প্লাবিত-
ভীষণ সংগ্রাম স্থলে—অশ্ব, গজ, রথী,
কত শত, অসংখ্য পদাতি—গড়াগড়ি
যায়, রক্ত মাখা, ভীম দরশন! ছিন্ন
শিরঃ হস্ত পাদ কত, বিকট আকারে,
পড়ি রাশি রাশি! মহানন্দে শিবাগণ
শকুনী গৃধিনী সহ, করিছে ভক্ষণ

কত শবে। যক্ষ চারিজন, নৃপতির
কবন্ধ-মস্তক সংযোজিয়া, রক্ষিতেছে
সেই শ্রেষ্ঠ দেহ! দেবী পশুমিত্রা ক্রমে
উপস্থিত আসি সেই স্থলে। হেরিয়া সে
প্রাণের বল্লভে, মুর্চ্ছিতা হইয়া সতী
পড়িলা তাঁহার বামে—সোণার প্রতিমা।
সম্বিত পাইয়া, মৃতপতি-মুখ চুম্বি,
হাহাকার করি বিলাপিলা যক্ষেশ্বরী—
"কোথা প্রাণেশ্বর, কেন ভুলিলে দাসীরে
কিবা দোষে দোষী তব পদে, অভাগিনী
আমি, হৃদয়-বল্লভ? ছিল মনে সাধ
কত, হায়! সে সকল দহিলা অঙ্কুরে
দুর্ভাগ্য-ভাস্কর! কা'ল এতক্ষণে নাথ
কত কথা বলি, মোহিলে আমার মনঃ!—
কেন আজি, নির্দ্দয়ের মত, উত্তর না
দেহ অধিনীর সম্ভাষণে? জনমের
মত দাসী তব, শুনিবে না আর সেই
পীযূষ সমান প্রিয়-বচন-নিচয়—
হায়, কি কাজ জীবনে তবে? লহ সাথে
নাথ, সেবিবে চরণ দাসী, পথশ্রান্ত
হ'লে! কোরকে কাটিল কীট, কি উপায়
তার! বিবাহ-বাসরে হইনু বিধবা
আমি, কাল-ভুজঙ্গিনী! তব অনুরূপ
রূপ, সুকুমার পুত্র নারিনু উদরে

ধরিবারে! তবে প্রবোধ কেমনে
মানে? পতি-পুত্রহীনা নারী, অভাগিনী
এজগতে; আমি তায় জেতার অধীন!
হায়, কি করিব পোড়া প্রাণে রাখি—! ওহে
লঙ্কেশ্বর, আজ্ঞা কর দাসীরে, কি ইচ্ছা
তব করিব পালন! ক্ষমি অপরাধ নাথ,
একটী বচন-সুধাদানে তোষ চাতকিনী!
শুনি স্বর্গ-সুখ লভি!—রে দারুণ প্রাণ,
শতধা বিদরি পাপ-হৃদে, বহির্গত
হওরে সত্বরে—কি সুখে রহিবি এই
পাপ-পূর্ণ অবনীতে, ত্যজিয়া প্রাণেশে!
আর কি রে ও নয়ন কখন মেলিবে?
আর কিরে বচন-অমৃত ঝরিবেরে
সুধাধার অধর হইতে? সৌদামিনী
সম হাসি, উজলিবে আর কি মানস-
আঁধার মম? আর কি, ও ভুজ সুন্দর,
বাঁধিবে তোমারে ওরে প্রেম-আলিঙ্গনে?
বৃথা প্রাণ! চল প্রাণনাথ সনে নিত্য-
আনন্দ-ধামে পশিগে দুজনে! আর কি
সখিগণ! জ্বালাইয়া দেহ চিতানল;
পশি তায়, লভি গিয়া পতি-দরশন!
গিয়াছেন, এতক্ষণে বহুদূরে নাথ—
মরি মরি, পথশ্রান্তি হ'য়েছে বিস্তর"!
শুনি সহচরীগণ ক্রন্দন করিলা

মহাশোকে, দ্রবিয়া পাষাণ-হিয়া। তার
পর বর্ণিবে না আর কবি, নিদারুণ
সে কাহিনী, কহিলা কল্পনা যাহা এবে—
কহিতে তাহারে! হায়, কেমনে সে স্বর্ণ-
লতা ভস্মরাশি করিবে প্রবলানলে!—
তাই কবি লইলা বিদায় এই স্থলে।

ইতি সিংহল-বিজয়ে কাব্যে বিজয়ো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

THE OPINION OF THE PRESS.

আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের মত।

National Paper—11th Feb. 1874. A *new book of the kind long in want*—Treats of Ancient and Medæval Architecture, sculpture and painting of the Aryans (the last two quite original) and also of a short but interesting account of the origin of art. Much thought and judgment have been bestowed in compiling the subject of Architecture and that of the origin of Art and also in refuting many erroneous ideas hitherto current. * * *

Hindoo Patriot 16th Feb. 1874.

This book is the first of its kind, the author has had peculiar opportunities of studying Art, and he has made a good use of them. In the present state of decadence of the Fine Arts in India, good Art criticism can hardly be looked for. * * *

Indian Mirror 17th March 1874.

The work is in Bengali, the author deserves great credit for his research and ability. Art is so entirely forgotten by our educationists in this country that the least attempt to revive its taste is welcome. Babu Srimani's work is also valuable on this score, and we hope it will have a large sale.

The *Bengalee*—May 2nd, 1874. Our best thanks are due to Babua Syama Charan for inviting the attention of our countrymen to the subject of Ancient and Medæval Hindu Art. The book may be had for one Rupee and two Annas only which will be more than repaid by the perusal of it.

We think the first step that the Government ought to do in the way of encouraging Arts, is to impress upon the educational authorities the necessity of infusing into the minds of the numerous students of our schools and colleges some idea of their Ancient Arts, which if successfully done, an ardent enthusiasm will be created in young minds to study the same. And need we say, that Babu Syama Charan Srimani's work above noticed, is eminently fitted to produce the above effect.

ভারত সংস্কারক—১৬ই ফাল্গুন, ১২৮০ সাল।

অতি দুঃখের সহিত আমরা এই পুস্তক পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়াছি। পৈতৃক সৎকীর্ত্তির বিধ্বংস দেখিলে যে দুঃখের উদ্রেক হয়, সেই দুঃখে আমাদিগের হৃদয় নিপীড়িত হইয়াছিল। এই পুস্তক পাঠে আমরা শুধু দুঃখিত নয়, একদা লজ্জিত, একদা বা ভৎর্সিত হইয়াছি। আমারা কি সেই আর্য্যজাতি যাহাদিগের সৎকীর্ত্তি কলাপের অংশ মাত্র শ্রীমাণী মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তবে আমরা কি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, কত উচ্চ পদ হইতে কত অধঃস্থলে নিপাতিত হইয়াছি।

অধ্যয়ন কালে আমাদিগের মনে কেবল যে এই সমস্ত ভাবই সঞ্চারিত হইয়াছিল এমত নহে। বিষাদের সহিত কদাপি হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি, লজ্জার সহিত কখন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছি। পূর্ব্বপুরুষগণের সৎকীর্ত্তি আলোচনায় আমাদিগের আত্মা গৌরবে পূর্ণ হইয়াছে। * * *

এই সমস্ত ভাব আমাদিগের মনে উদ্রেক করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীমাণী মহাশয় আমাদিগের স্মৃতিপটে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিচিত্র নিচয় পুনরায় অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। এজন্য শ্রীমাণী মহাশয় আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গ-সাহিত্যে রাজেন্দ্রলাল বাবু এই পথে প্রথম পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র বাবু কেবল হস্তক্ষেপ করিয়াছেন

মাত্র। শ্রীমাণী মহাশয় এক বিষয়ে অনেক দূর তত্ত্ব বঙ্গসাহিত্য-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এ সমুদায় সূত্রপাত মাত্র। জন-সাধারণের অভিনিবেশ ইহাতে নিয়োজিত না হইলে সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না। * * *

দুই এক স্থলে তাঁহার যে স্বাধীনভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়।

মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল।

—আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ এবং পাঠক-সাধারণ তৎপ্রতি সাদর ব্যবহার করেন এমন ভরসাও করিতেছি। ইহার গুণ বিস্তর, দোষ অতি যৎসামান্য। ইহার বাহ্যরূপ অর্থাৎ মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারটী যেমন পরিপাটী-রূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে, ইহার আভ্যন্তরিক (বিষয় ও লিপিগত) গুণাবলীও প্রতিষ্ঠার যোগ্য। ইহার ফলশ্রুতি বহু—

—ইহা প্রথম উদ্যম, ইহাতেই বিপুল আভাষ পাওয়া যাইতেছে এবং শ্যামাচরণ বাবু স্বাধীন-চিন্তার ফল কিঞ্চিৎ সংযুক্তও করিয়াছেন, এই তিনটী কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এই পুস্তককে আমরা প্রচুর অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিলাম। * *

যদিও ঐ সকল গুহাদির বিষয় পূর্ব্বে অনেক বার অনেক স্থানে পাঠ করা গিয়াছে, কিন্তু মাতৃভাষার পুস্তকে তত্তাবতের একত্র সন্নিবেশ, বিশেষতঃ শ্যামবাবুর লিখন-চাতুর্য্যে আমাদিগের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হইল।

ভরসা করি, তিনি এরূপ বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাদিগকে আর এক খানি বৃহত্তর পুস্তক অর্পণ করেন—স্কন্ধ পরিমাণে নয়, গুণাংশে বৃহত্তর ও মহত্তর চাই! যেহেতু তাঁহার উপস্থিত গ্রন্থপাঠে আমরা তাঁহার নিকট মাতৃ-ভাষার এতদ্বিষয়ক আরো উচ্চ ধাতুর অলঙ্কারের আশা করিতে পারি—এবারে সোণার সাট দিয়াছেন, ভবিষ্যতে জড়াও সাট দিতে হইবে।

অমৃত-বাজার-পত্রিকা—১১ বৈশাখ, ১২৮১ সাল।

শ্যামাচরণ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন তাঁহার এই অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক খানি সমালোচনা করিতে আমাদের বিলম্ব হইয়াছে। যাহারা বলেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা কেবল মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, জন-সমাজের বৈষয়িক উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতেন না, তাঁহারা শ্যামাচরণ বাবুর এই পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিবেন যে আর্য্যেরা গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্প বিদ্যায় প্রাচীন যুনানী-দের সমকক্ষ ছিলেন। আমাদের সবই ছিল, সবই গিয়া এখন আমরা পরের দ্বারের ভিখারী হইয়াছি। আমাদের যে সবই ছিল তাহাও আমরা জানি না কি জানিবার অবকাশ পাই না। এই সময় যে ব্যক্তি ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। শ্যামাচরণ বাবু নিজে এক জন শিল্পশাস্ত্রবিৎ, সুতরাং এরূপ পুস্তক প্রণয়নে তিনি এক জন উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার চিত্র গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পুস্তকের ভাষাটীও সুন্দর হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

—প্রাচীন শিল্পকার্য্যের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি-সহ শ্রীমানী মহাশয় আর্য্যদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের বিষয় বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার ১৩ই বৈশাখ ১২৮১ সাল।

পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইলে নব্য-দলের পক্ষে দ্বিবিধ মঙ্গল হইবে। প্রথম, তাঁহারা হিন্দু-সন্তান এই মনে করিয়া আর লজ্জা বোধ করিবেন না, সুতরাং স্বজাতীয় সমস্ত আচার ব্যবহার বর্ব্বর জনোচিত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। দ্বিতীয়, তাঁহাদের নবীন অন্তঃ-

করণে পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় মহত্ত্ব লাভ করিতে উৎসাহ জন্মিবে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানীর পুস্তক খানি এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। অতএব এই পুস্তক প্রণয়ন জন্য তিনি হিন্দু-জাতির মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই সাধুবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই পুস্তক খানি রচনা করিতে শ্যামাচরণ বাবুকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। "ইহা গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে, তবে অমুক অমুক পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে" ভূমিকায় এই কথা লিখিয়া যাঁহারা গ্রন্থকর্ত্তা হইয়া বাহাদুরী লন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্যামাচরণ বাবুকে এই পুস্তক খানি প্রস্তুত করিবার জন্য বহুপরিমাণে অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরি পুস্তক খানি অতিশয় উপাদেয় হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন—ভাদ্র, ১২৮১।

—গ্রন্থারম্ভে সাধারণতঃ সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। তৎপরে গ্রন্থকার অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। * * *

যাহা হউক, শ্রীমানী বাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে, শ্রীমানী বাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত, এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থপ্রণয়নেও বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টি লাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এতকথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি। (উদ্ধৃত অংশ পরিত্যক্ত হইল।)

উপসংহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটি কথা নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালী বাবুদিগের নিকট সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধে কোন কথা বলা দুই চারিজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের কাছে ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌন্দর্য্যানুরাগিণী প্রবৃত্তি বোধ হয় এত অল্প অন্য কোন সভ্য-জাতির নাই, বাস্তবিক সৌন্দর্য্য প্রিয়তাই, সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং বাঙ্গালিরা এখনও যে সভ্যপদ-বাচ্য নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ।

সমাচার চন্দ্রিকা—২৭ মাঘ ১২৮১।

—পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার এই পুস্তকে স্বীয় শিল্পশাস্ত্র-সংক্রান্ত বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে একজন বিশেষ অনুসন্ধিৎসু, পুস্তক পাঠমাত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, সুন্দর ও প্রাঞ্জল। শিল্পাদি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের ভাষাও এতদূর সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ ও গভীরতম হইতে পারে, শ্রীমানী মহাশয় আমাদিগকে ইহার প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা পাঠ করিয়া আমরা এতদূর প্রীত হইয়াছি যে আমরা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমাদিগের এক বিজ্ঞ সহযোগীকে এ নিমিত্ত দুই একটী অনুযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা গত ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে ইহার সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ইহার গুণের বিষয় কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই, প্রত্যুত ভাষার নিন্দাই করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতির সমালোচনা পাঠ করিয়া পশ্চাৎ আমরা সোমপ্রকাশের ভ্রম ও ভাষানভিজ্ঞতার পরিচয় পাই; এক্ষণে শ্রীমানী বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। বিজ্ঞ সম্পাদক কি জন্য যে এরূপ অন্যায়ের অনুকূলে লেখনী ধারণ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বোধহয়ঃ—

"কাব্যে ভব্যতমেঽপি পিশুনো দূষণ মন্বেষয়তি।
অতিরমণীয়ে বপুসি ব্রণমিব মক্ষিকা-নিকরঃ॥"

The Monitor Feb. 6, 1875.—The book is illustrated with wood-cuts and lithographs and treats of the Fine Arts as they existed in Ancient India. It evinces a great deal of laborious research on the part of the author and contains good deal of informations which hitherto had remained in obscurity.

—We shall give an elaborate review of the book in a future issue.